

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণী ।

মহানুভব-পূজ্যপাদ-
শ্রীযুক্তপ্রভুবিপিনবিহারিদেবগোস্বামিনা
বিরচিতা ।

তদীয়মধ্যমাত্মজ-
শ্রীললিতারঞ্জনগোস্বামিনানুদিতা ।

বৈষ্ণবজনকিস্করভক্তিভূষণ-
শ্রীযুক্ত বিহারিলালরামস্য পূর্ণানুকূল্যে
২৮ সংখ্যকবনমালিসরকারষ্ট্রীটতঃ
অনুবাদকেনৈব প্রকাশিতা ।

কলিকাতা রাজধান্যাং

৩৩৬ সংখ্যক অপার চিৎপুর রোডস্থিতে শ্রীশ্রীচৈতন্যমন্ড্রে
শ্রীনীলমণি ধরেন মুদ্রিতা চ ।
শকাব্দাঃ ১৮২৪ ।

ভূমিকা ।

অনেক দিন হইতে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের কৃত্য ও ব্যবহার-সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্বাচার্য্য-গণের বৃহৎ গ্রন্থরাশি সমালোচনা করিয়া, তাহা হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে অনেককেই নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অভাব মোচনের জন্ত কোন কোন সংগ্রাহক কয়েকখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্দর্ভনিচয় যে ধারাবাহিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ সম্পূর্ণ হইয়াছে, এরূপ আমরা বলিতে পারি না। পূর্বাচার্য্য-গণের লিখিত বিধিসমূহ ও আচার্য্যানুগামী সজ্জনগণের চিরন্তন ব্যবহার পর্যালোচনা করিয়া, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত সমূহ অন্মায়তনে সরলভাবে সম্যকরূপে লিখিত না থাকায়, এই গ্রন্থের (শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিনীর) অবতারণা। বিশেষতঃ দেখা যায়, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষার বৈচিত্র্যমাত্র নানাবিধ অমূলক সন্দেহের ও বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এতাদৃশ স্থল সমূহে সরল নিরপেক্ষ সংসিদ্ধান্ত সকল যাহাতে সাধারণে অবগত হন এবং পাঠকগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে ভুবনপাবন শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অমল শিক্ষা ও সদাচারের সূক্ষ্মত্ব অনুসরণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি (শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিনী) প্রচারিত হইল।

কলিকাতা ৬৮।১ কেথিড্রাল মিসন লেনস্থ “সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব নিত্যকর্ম” রচয়িতা সাধুজনের স্মৃতিভাগবতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রাম ভক্তিভূষণের নিরতিশয় আগ্রহ ও ঐকান্তিক যত্নে পরমারাধ্যপদ মদীয় পিতৃদেব প্রভুপাদ এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনকালে তিনি যে কিরূপ অসামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থপাঠকালে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থখানিতে তিনটি তরঙ্গে শ্রীভগবদ্ভক্তের সদাচার সমূহ, বিধি ও রাগভেদে সাধক-জীবনের নিত্যকৃত্য ও তদানুযজিক সকল কথাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্রিয়ার যাবতীয় মন্ত্র, প্রয়োগ-বিধি ও তাৎপর্য্য সমূহ ইহাতে নিবদ্ধ আছে। ইহাতে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি-সম্মত বিধিশাস্ত্রাবলীর এবং ঐকান্তিক ভক্তকৃত্যনিচয়ের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। মূল কথা, তাহা

সিদ্ধান্তাংশ ব্যতীত বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহের এরূপ নির্ঘণ্ট পূর্বে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্বপ্রকাশিত বস্তুর অধিক পরিচয় আবশ্যক করে না বলিয়া, আমরা গ্রন্থ সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না।

গ্রন্থখানি অল্পকালের মধ্যে রচিত ও মুদ্রিত হওয়ার ক্ষিপ্ততা প্রযুক্ত অনেক স্থলে সর্বদ্বন্দ্বী সৌষ্ঠবের ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে। অশেষ বৈষ্ণব শাস্ত্রাধ্যাপক পিতৃদেব প্রভুপাদ যদিও গ্রন্থ সঙ্কলনে কোন প্রকার শ্রমকার্পণ্য করেন নাই, তথাপি নিদারুণ দৈবদুর্ঘটনা প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার লেখনীতে যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রকাশান্তরে পরিবর্তিত হইবে।

এই গ্রন্থ প্রকাশকালে পূজ্যপাদ মদীয় অগ্রজ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, অনেক বিষয়ে যত্ন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর বিদ্যাবূষণ এম, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার পদনিধি বি, এ; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি, পণ্ডিত ৩তারিণীচরণ ঘোষাল বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী ও চৈতন্য-বন্দ্যাদিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মুদ্রালিপি শোধনকল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পিতৃদেবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

শকাব্দা: ১৮২৪।

জ্যৈষ্ঠ।

}

শ্রীললিতারঞ্জন শর্মা।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

বর্ধমান জিলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত ৫ পাঁচ মাইল (২৥০ আড়াই ক্রোশ) পশ্চিমে শ্রীপাট বাঘনাপাড়া গ্রাম বা ব্যাঘ্রপাদাশ্রম। কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়পার্ষদ শ্রীমন্নবদ্বীপ কুলিয়ানিবাসী বহু তত্ত্বপ্রণেতা শ্রীমচ্ছকড়ি বা মাধবদাস চট্টোপাধ্যায়-তনয় শ্রীমদ্বংশীবদন প্রভুর পৌত্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয়া শ্রীমতী জাহ্নবী ঠাকুরাণীর পালিত পুত্র শ্রীমদ্রামচন্দ্র গোস্বামি প্রভু কর্তৃক বাঘনাপাড়া গ্রাম ও তথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমদোপাধীশ্বর জীউয়ের সেবা সংস্থাপিত হয়। পাটুলীর কুলীন কুলরঞ্জন সর্কানন্দী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বংশাবতংস শ্রীবংশীবদন প্রভুর বংশের অধস্তনগণ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার গোস্বামি প্রভু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাদের শিষ্য সকলের মধ্যে যাহারা সাম্প্রদায়িক মন্ত্রাচার্য্যের কার্য্য করেন, তন্মধ্যে শ্রীদ্বিজ হরি ঠাকুরের বংশে পানাগড়ের গোস্বামীগণ, শ্রীবড়ুকৃষ্ণ দাসের বংশে তপোবনের গোস্বামীগণ, শ্রীবৈরাগী ঠাকুরের বংশে উজনির গোস্বামীগণ, শ্রীজগদানন্দের বংশে জগতী মঙ্গলপুরের গোস্বামীগণ, শ্রীশ্রামদাসের বংশে হেতেগড় পরগণার ঠাকুরগণ ও শ্রীগোকুলানন্দের বংশে কাঁটাবনের গোস্বামীগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ প্রভৃতির রচয়িতা কুলনগরনিবাসী শ্রীপ্রেমদাস, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউয়ের সেবাধিকারী গোস্বামীগণ, হেতমপুরের রাজবংশ প্রভৃতিও বাঘনাপাড়ার গোস্বামীগণের শিষ্য। বাঘনাপাড়ায় এবং অত্রাশ্রয় স্থানের বহু কুলীন ব্রহ্মাণ ঐ গোস্বামী প্রভুগণের শিষ্য।

ঠাকুর শ্রীবংশীবদন প্রভু হইতে অষ্টম পুরুষে শ্রীযুক্ত প্রভু প্রেমলাল দেবগোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুইটি পুত্র;—জ্যেষ্ঠ বনমালী ও কনিষ্ঠ শ্রীদীননাথ। ঐ দীননাথের একমাত্র পুত্র শ্রীবিপিনবিহারী। ১৭৭২ শকাব্দায় শ্রাবণ মাসের তৃতীয় দিবসে বুধবার শুক্লাবমী তিথিতে প্রদোষকালে শ্রীমতী নন্দসখী দেবীর গর্ভে বিপিনবিহারী বাঘনাপাড়ায় জন্মলাভ করেন। মাতা আড়াই বৎসরের শিশুকে শ্রীঅর্ণা দাসী নামী পরিচারিকা করে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি পিতার নিকটে থাকিয়া

যথোচিত সময়ে বাঘনাপাড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে কিছুদিন পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৬ মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের চতুষ্পাঠিতে, বাঘনাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তৈপাড়া নিবাসী কৈলাশচন্দ্র গোস্বামীর নিকট ও বারাণসীলক্ষবিদ্যা পণ্ডিত ৬ ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। ফলতঃ শারীরিক অসুস্থতা ও নানাকারণে বিদ্যোপার্জনকালে তাঁহার অনেক প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। তিনি কালনা লক্ষ্মণ পাড়ার ৬ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৮৬ শকাব্দায় চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা দীননাথ দেব গোস্বামী প্রভু পরলোক গমন করেন, সুতরাং সেইকাল হইতেই তিনি স্বাবলম্বনবলে সাংসারিক সকল বিপদ সম্পদের মধ্যে নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বিমুখ হন নাই।

দ্বাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিপিনবিহারী তেলিনীপাড়ার ব্রাহ্মসমাজের নবকুমার বাবুর পরামর্শে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থশীলন করেন। বাঘনাপাড়ার জনৈক গোস্বামীর প্ররোচনায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক নবরসিক নামা উপসম্প্রদায়ের পাঠক শ্রেণীভুক্ত হন। অল্পদিন মধ্যে ঐ উপধর্মের অপকর্ষতা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত বিগ্ধ বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্মে শ্রদ্ধা লাভ করেন। কালনা-প্রবাসী বিখ্যাত সিদ্ধভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণবধর্ম-প্রসঙ্গ আলোচনা করণানন্তর তাঁহার প্রচুর প্রসন্নতা লাভ করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীল যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেইকালে “পূর্ণচন্দ্রোদয়” “এডুকেশন গেজেট” “প্রেমপ্রচারিনী” প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তিনি বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

১৭৯৯ শকাব্দায় কালনা মহকুমার অধীন অকালপোষ-নিবাসী বর্দ্ধমান জজ আদালতের প্রশংসিত উকিল বৈষ্ণবপ্রবর দীনজনপালক ৬ রাখালদাস সরকার মহোদয়ের ইচ্ছায় তাঁহাকে বর্দ্ধমানে থাকিয়া আড়াই বৎসরকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে হয়। ১৮০১ শকাব্দায় সরকার মহাশয়ের প্রার্থনামত তিনি “শ্রীশ্রীহরিনামামৃত সিদ্ধ” নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন। ঐ কালে বর্দ্ধমানের সন্নিকট কয়েক স্থানে তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বর্ষে বর্দ্ধমান গোড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ

ভাগবতবর বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ্যারদ্রীমং কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহোদয়কে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াল মহকুমায় দীক্ষা প্রদান করেন। ভক্তিবিনোদ তৎকালে নড়াইলের ডেঃ মাঃ ও ডেঃ কালেক্টর ছিলেন।

কয়েক বর্ষ পরে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রযত্নে “সজ্জনতোষিণী” বৈষ্ণবপত্রিকা প্রকাশ হইলে তাহাতে বৈষ্ণব জীবনী প্রভৃতি প্রবন্ধাদি নিধিতেন এবং “শ্রীবিষ্ণু সহস্র” নামের অনুবাদ প্রচার করেন। গঙ্গার হিত্য লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থাাদি প্রচারে সর্বোপায়ে ইহারই অনেক উদ্যম লক্ষিত হয়।

“যাবদ্ধরণাং তুলসী চ পূজ্য

গুরুর্নমস্ত দিবি কাশ্যপাদয়ঃ।

যাবৎ সমুদ্রে বড়বানলশ্চ

বসামি রাজন্ তব চক্র খাতে ॥”

এই বরাহপুরাণোক্ত প্রমাণসহ সদ্যবস্থা ইনিই অগ্রে “দে ব্রাদার্স হিন্দুপ্রেস” পঞ্জিকায় প্রকাশ করেন। ইনিই সর্বোপায়ে পঞ্জিকার মধ্যে বৈষ্ণব স্মৃত্যনুকূল ব্যবস্থা নিবদ্ধ করিবার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইনি ঐ সময়ে “অর্চনামৃত সাগর” নামক একখানি ব্যবহারিক বৈষ্ণব স্মৃতি সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়া কিয়দংশ প্রচার করেন, কিন্তু নানাকারণে উহা প্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল।

কলিকাতা কুমারটুলী ২৮ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভবনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল, ১৮০৫ শকাব্দায় ইনি হাটখোলায় বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী কতকগুলি সদাশয় আচ্যের পূর্ণানুকূলে বহু যত্ন পূর্বক উহার সংস্কার করিয়া, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-রাধাগোপীনাথ-বলদেব প্রভৃতি বিগ্রহ সেবা সমুজ্জলিত করণানন্তর অদ্যাবধি ভগবদ্‌পরিচর্যায় ব্যাপৃত আছেন।

একণে তাঁহার একটা কন্যা এবং চারিটা পুত্র। তাঁহার স্মরণার্থে স্বধর্মাবলম্বী জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম-এ, গবর্ণমেন্ট হইতে বৃত্তিলাভ পূর্বক বৈষ্ণবধর্মের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। অপর পুত্রগণ অধ্যয়নাদি করিতেছেন।

১৮২০ শকাব্দায় ইনি “দশমূল রস বৈষ্ণব-জীবন” ও “মধুর মিলন” নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা অদ্যাবধি মুদ্রিত হয় নাই। যাহাতে

ঐ গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে বৈষ্ণব পাঠকগণের হস্তগত হয়, তজ্জন্তু চেষ্টা হইতেছে। (শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল রাম ভক্তিবৃষণের পবিত্রাকীর্তি শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিনী-বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ দুই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইবে) “নিবেদন” নামক সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার “বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত” পাঠ করিয়া পাঠকগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। “দশমূল রস” ও “মধুর মিলন” গ্রন্থের কোন কোন অংশ সাময়িক পত্রে প্রকাশ হওয়ায় বৈষ্ণব সাধারণ সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন।

পরিশেষে বর্তমান বর্ষে কলিকাতা ৬৮১ নং কেথিড্রাল মিসন লেন নিবাসী শ্রীবিষ্ণুধর্মনিরত গ্রন্থকারানুগত শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রাম ভক্তিবৃষণের প্রার্থনামত এই “শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিনী” গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থসঙ্কলনকালে গ্রন্থকর্তাকে স্বকৃত্য শ্রীমতী প্রভাতকুমারীর বৈধব্য-জনিত নিদারুণ শোকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল। সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন জানিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্তা শোকাভিভূত হইয়াও পরমার্থ চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্ত বিচলিত হন নাই। যাহাই হউক, “অর্চনামৃতসাগরের” অসম্পূর্ণতার অভাব এই গ্রন্থের প্রচারে পূর্ণ হইল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকর্তার বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার-কল্পে সকল উদ্যম এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। বৈষ্ণব মাত্রেই অবগত আছেন যে, কালের দুর্দমনীয় প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের বিরল প্রচার সময়ে এই ধর্ম সংরক্ষণে ও প্রচারে গ্রন্থকর্তা প্রভুপাদ ও শ্রীমন্ত্ৰিবিদ্যোদ মহাশয় সর্বপ্রাণে যে যত্ন করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাহা অতুলনীয়। নিরপেক্ষ বৈষ্ণবমণ্ডলী সকলেই তাঁহাদের নিকট বহু ঋণপাশে বদ্ধ। পার্থিব স্বার্থ পরিহার পূর্বক ধর্মের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ আজকাল বড়ই দুর্লভ; কিন্তু এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে ইহাদের পরাভুততা নাই, ইহা উদারশয় কোবিদ মাত্রেই লক্ষ্য করিবেন, অলমতি বিস্তরেণ।

সূচীপত্রং ।

বিষয়াঃ

পত্রাঙ্কাঃ ।

প্রথমতরঙ্গঃ ।

দীক্ষিতস্ত পূজার নিত্যতা

২

সদাচারঃ

৩

ধর্মঃ

৪

ভক্তিঃ

৬

ভাবভক্তিঃ

১৩

প্রেমভক্তিঃ

১৫

প্রেমৈকপরতা

ঐ

প্রেমাত্ম্যাদয়ক্রমঃ

১৬

শরণাপত্তিঃ

ঐ

উপাস্ত্রনির্ণয়ঃ

১৮

জন্মমরণনিবৃত্ত্যুপায়ঃ

২১

ভগবদ্ভক্তঃ

২২

আচারঃ

২৯

দ্বিতীয়তরঙ্গঃ ।

কাল-নির্ণয়ঃ

৪০

নিত্যকৃত্যানি

৪১

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনঃ

৪২

সুকথ্যানঃ

৪৩

গুরুস্তোত্রঃ

ঐ

গুরুপ্রণামঃ

ঐ

স্বাস্থ্যচিন্তনঃ

ঐ

প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনে

৪৫

প্রাতঃপ্রণামঃ

৪৭

বিজ্ঞাপনঃ

ঐ

প্রণামবাক্যানি

৪৮

বিষয়াঃ

পত্রাঙ্কাঃ ।

শ্রীভগবৎপ্রবোধনঃ

৪৯

স্তোত্রাণি

ঐ

নির্ম্মাল্যোত্তারণঃ

৫১

শ্রীমুখপ্রক্ষালনঃ

৫২

প্রিয়শ্লোকাঃ

ঐ

মঙ্গলনীরাজনঃ

৫৪

প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ

৫৫

বিন্মুত্রোৎসর্গঃ

৫৬

শৌচবিধিঃ

৫৯

আচমনবিধিঃ

৬১

দন্তধাবনবিধিঃ

৬৫

কেশপ্রসাধনঃ

৬৮

শুদ্ৰস্ত শিখাবন্ধনোন্মোচনমন্ত্ৰৌ

৭০

স্নানবিধিঃ

৭১

সঙ্কল্পমন্ত্রচাৰ্য্যঃ

৭২

গঙ্গাদি তীর্থস্মরণঃ

ঐ

সঙ্কল্পমন্ত্রচাৰ্য্যঃ

৭৬

তত্রৈব প্রাণায়ামঃ

ঐ

তত্রৈব ষড়ঙ্গতাসঃ

৭৯

তত্রৈব তীর্থাবাহনঃ

৮০

শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতস্নানঃ

৮১

শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ

৮২

সামান্ততো দেবাদিতর্পণঃ

ঐ

গৃহস্নানঃ

৮৪

সামবেদীয় সঙ্ক্যা

৮৬

সঙ্ক্যাস্তাংপর্য্যং

১০৩

কৃষ্ণসঙ্ক্যা

১০৫

বিষয়াঃ	পত্রাঙ্কাঃ ।
বিশেষতো দেবাদি তর্পণং	১১১
শূদ্রস্ত তর্পণবিধিঃ	১২১
তত্রৈকান্তভক্তাভিপ্রায়ঃ	১২৭
শ্রীভগবন্মন্দির সংস্কারঃ	১৩১
পীঠবজ্রাদি সংস্কারঃ	১৩২
তৈজসাদি পাত্রাণাং	ঐ
বজ্রাদীনাং	১৩৪
ধাত্তাদীনাং	১৩৫
পূজার্থ তুলসীপুষ্পাদ্যাহরণং	১৩৬
তুলস্তবচয় মন্ত্রঃ	১৩৭
তুলস্তবচয়নিষেধকালঃ	১৩৮
তুলসীদলচূর্ণসংগ্রহশ্চ ন নিম্নলঃ	১৩৯
পুষ্পং	ঐ
বিশেষ বিহিতানি	১৪০
বিশেষ নিষিদ্ধানি	১৪১
বস্ত্রধারণবিধিঃ	১৪৩

তৃতীয়তরঙ্গঃ ।

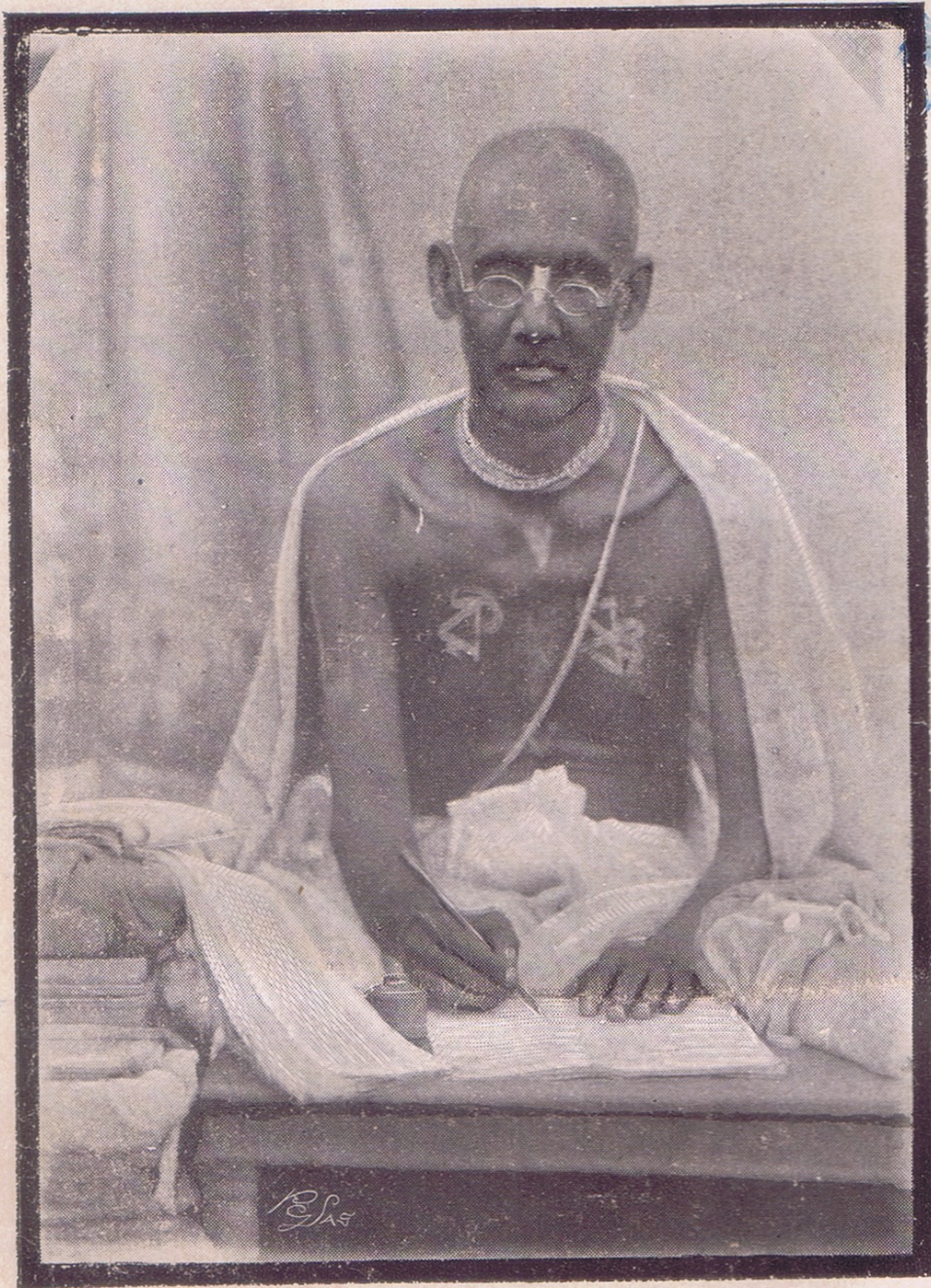
ধনার্জুনং	১৪৫
দ্বাদশ শুদ্ধিঃ	১৪৭
পঞ্চবিধার্চনং	১৪৮
অর্চনং	১৪৯
পূজোপচারাঃ	ঐ
গন্ধঃ	১৫৪
ধূপাঃ	১৫৫
দীপঃ	১৫৭
দীপে নিষিদ্ধং	ঐ
দীপনিকাপগাদি দোষঃ	১৫৮

বিষয়াঃ	পত্রাঙ্কাঃ ।
শোণমলিনাদিবস্ত্রবর্ত্ত্যাদীদান	
নিষেধঃ	১৫৮
পাককন্ম	ঐ
নৈবেদ্যং	১৫৯
নৈবেদ্যপাত্রাণি	১৬১
পঞ্চগব্যং	১৬২
পঞ্চামৃতং	ঐ
গুরুসেবাদিকং	ঐ
পূজার্থাসনং	১৭২
অকামবৈষ্ণবস্ত্র মৃদাসনাদি	
নিষেধমাহ	১৭৪
বৈষ্ণবাচমনং	ঐ
দ্বাদশ তিলকবিধিঃ	১৭৭
উর্দ্ধপুণ্ড্র নিষ্কাশবিধিঃ	১৭৮
হরিমন্দিরলক্ষণং	১৭৯
তিলকরচনাস্থল্যঃ	১৮০
উর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকাঃ	ঐ
শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যং	১৮১
মুদ্রাধারণবিধিঃ	ঐ
চক্রাদীনাং লক্ষণানি	১৮২
মালাদি ধারণং	১৮৩
মালাধারণবিধিঃ	ঐ
পঞ্চমালাধারণং	১৮৫
গৃহে সঙ্কোপাসনবিধিঃ	১৮৬
পূজাপাত্রাসাদনং	ঐ
মঙ্গলঘটস্থাপনং	১৮৮
ফলাদ্যর্পণেতু বিশেষঃ	ঐ
অর্ঘ্যদ্রব্যাদীনি	ঐ
মঙ্গলশাস্তি পাঠঃ	১৯০

বিষয়াঃ	পত্রাঙ্কাঃ ।	বিষয়াঃ	পত্রাঙ্কাঃ ।
সামান্যার্থাদিকং	১৯২	গৌরবিশ্বস্তরাবতারঃ	২৩৪
আসনশুদ্ধিঃ	১৯৪	আবাহনাদি মুদ্রা	২৩৫
পুষ্পশুদ্ধিঃ	ঐ	বহিঃপূজা	২৪২
ভূতাপসারণং	১৯৫	পূজাস্থানানি	২৪৬
অত্রৈকান্তভক্তানামাশয়ঃ	ঐ	শ্রীমূর্তয়ঃ	২৪৪
শুর্কাদিনতিঃ	১৯৭	শ্রীকৃষ্ণঃ	২৪৫
ভূতশুদ্ধিঃ	১৯৮	শ্রীশ্রীমদ্ নাবনশ্চ ধ্যানং	২৪৭
অত্রৈকান্তভক্তানামভিপ্রায়ঃ	২০৫	বহিঃপূজা	২৪৮
প্রাণায়ামঃ	২০৬	শ্রীকৃষ্ণপূজামারভতে	ঐ
অঙ্গস্থাসঃ	২০৭	প্রাণামমন্ত্রাচার্যঃ	২৫২
করস্থাসঃ	২০৮	নীরাজনং	২৫৩
ঋষ্যাদিস্থাসঃ	ঐ	অত্রৈয়ং স্তুতিঃ	২৫৫
আত্মরক্ষা	২০৯	প্রাণামবিধিঃ	২৬১
আত্মস্বরূপচিন্তনং	ঐ	নমস্কারে নিষিদ্ধানি	২৬২
ঘণ্টাস্থাপনং	২১০	প্রদক্ষিণা	২৬৩
ঘণ্টাদি মাহাত্ম্যং	ঐ	প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং	২৬৪
শ্রীগুরুদেবার্চনং	২১২	কন্দ্যাদ্যর্পণং	ঐ
শ্রীগুরুদো প্রাকৃতবুদ্ধিনিষেধং	২১৭	কন্দ্যর্পণং	২৬৫
শ্রীগৌরবিশ্বস্তরার্চনং	২১৮	কন্দ্যর্পণবিধিঃ	ঐ
শ্রীনিত্যানন্দার্চনং	২২১	স্বর্পণবিধিঃ	২৬৬
অষ্টৈতার্চনং	২২২	মূলমন্ত্রজপঃ	ঐ
শ্রীগদাধরপণ্ডিতার্চনং	২২৩	সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রো	২৬৭
শ্রীবংশীবদনার্চনং	২২৪	প্রার্থনং	২৭২
শ্রীবাস পণ্ডিতার্চনং	২২৫	দৈন্যোক্তিঃ	২৭৪
পুনশ্চ গৌরান্ধার্চনং	২২৬	মোক্ষানাদয়ঃ	ঐ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার্চনং	২২৭	শ্রীবালগোপাল ধ্যানং	২৭৫
শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার্চনং	ঐ	শ্রীকোমারগোপাল ধ্যানং	২৭৬
শ্রীমদগৌরবিশ্বস্তরস্যাষ্টকালীনা		শ্রীপোগুগোপাল ধ্যানং	ঐ
লীলা	২২৯	শ্রীকৈশোরগোপাল ধ্যানং	২৭৭

বিষয়াঃ	পত্রাঙ্কাঃ ।	বিষয়াঃ	পত্রাঙ্কাঃ ।
শ্রীকৃষ্ণভজনমাহাত্ম্যঃ	২৭৭	নামাপরাধাঃ	৩১২
সেবাপরাধাঃ	২৭৮	সংক্ষেপ পূজাপদ্ধতিঃ	৩১৭
অপরাধ ক্ষমাপনং	২৭৯	নির্ম্মালাধারণং	৩২২
শ্রীশালগ্রামার্চনং	২৮০	শ্রীগুরুদীনাং পাদোদকপানমন্ত্ৰাঃ ঐ	
বৈষ্ণবানাং নিত্যং শালগ্রামার্চনং		ভক্তাদীনাং পাদরঞ্জননিষেধং	
কর্তব্যং	২৮১	মন্ত্ৰাঃ	৩২৪
শালগ্রামক্ৰয়বিক্রয় নিষেধঃ	২৮২	বৈষ্ণবসেবনং	ঐ
তৎপ্রতিষ্ঠা নিষেধঃ	ঐ	শ্রীমন্নহাপ্রসাদভক্ষণবিধিঃ	৩২৫
শ্রীরাধিকার্চনং	২৮৫	ভক্তোচ্ছিষ্টভক্ষণং	৩২৯
তস্তাশ্রয়গ্রহণং	২৮৬	শ্রীভক্তাণাং লক্ষণাদীনি	৩৩১
শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনং	২৮৭	শ্রীভগবদ্ভক্তসম্বৎসরঃ	৩৩৬
শ্রীবলদেবার্চনং	২৮৮	ভক্তসমাগমবিধিঃ	৩৩৭
শ্রীরেবত্যাৰ্চনং	২৮৯	ভক্তস্তুত্যাदि	৩৩৮
শ্রীরেবতীরামার্চনং	২৯০	বিপ্রপ্রণামাদি	৩৩৯
পূজাবিধিবিবেকঃ	২৯১	নক্তকৃত্যানি	৩৪৪
শ্রীগোপীশ্বরাত্মশিবার্চনং	২৯৩	প্রণামানি	৩৪৮
শ্রীতুলসীবৃন্দাবনং গতা শ্রীতুলসীঃ		রাগানুগাভক্তিঃ	৩৫২
পূজয়েৎ	২৯৯	কামরূপাভক্তিঃ	৩৫৫
পঞ্চবটী	৩০২	সম্বন্ধরূপাভক্তিঃ	ঐ
অন্নব্যঞ্জনাদিনৈবেদ্যানিবেদন-		কামানুগাভক্তিঃ	৩৫৭
মন্ত্রশ্চায়াং	৩০৪	সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ	৩৫৯
ভোজনবিজ্ঞপ্তিরেষা	৩০৬	সিদ্ধরূপেণ শ্রীকৃষ্ণসেবনং	৩৬০
জপমালা	৩০৮	শ্রীস্মরণমঙ্গলং স্তোত্রং	৩৬৯
মালানিৰ্ম্মাণবিধিঃ	৩০৮	অচ্যুতকথা	৩৭৫
মালাসংস্কারঃ	৩০৯	বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরহস্যং	ঐ
জপাঙ্গুল্যাदि নির্ণয়ঃ	৩১১	এতদ্ব্যতীত অস্তান্ত বহু বিষয়	
হরিনাম মন্ত্ৰঃ	৩১২	গ্রন্থাভ্যন্তরে দেখিবেন ।	

শ্রী শ্রী গোপীভট্টঃ পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ



આવાધિ-શ્રીચંપને વિહારિ સમ્મા ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিনী ।

প্রথমতরঙ্গঃ ।

শ্রীগুরুং শ্রীহরিং রামং ভক্তং ভাগবতং শিবং ।
বাণীং ব্যাসং গণাধীশং নরকৈব নরোত্তমং ।
প্রণমাম্যসকুন্তল্য। বিশ্বব্যাহতিকাম্যয়া ।
হরিভক্তিবিলাসাদিগ্রন্থমালোচ্য যত্নতঃ ।
রচয়ামি ভক্তিধাত্রীং হরিভক্তি-তরঙ্গিনীং ॥ ১ ॥
বন্দেহনন্তাদুতৈশ্বর্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুং ।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্মাৎ সদাচারপ্রবর্তকঃ ॥ ২ ॥

মর্মার্থ প্রকাশ বঙ্গানুবাদ ।

শ্রীগুরু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম, ভক্ত, কৃষ্ণের বাহ্যমূর্ত্তি ভাগবত, গোপীশ্বরাখ্য শিব, গণেশ, সরস্বতী, নর ও নরোত্তমকে বিশ্ববিনাশ কামনায় ভক্তিপূর্বক বারংবার প্রণাম করিয়া, আমি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস, অষ্টাবিংশতদ্ব স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গৌতমীয় তন্ত্র, ব্রাহ্মণ সর্বস্ব, রামার্চনচন্দ্রিকা, নৃসিংহপরিচর্যা, মহাদিসংহিতা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সনৎকুমারসংহিতা, ক্রমদীপিকা, বৈষ্ণবধর্ম্ম সুরদ্রুম মঞ্জরী, শ্রুতি, শ্রীভগবদগীতা, উজ্জ্বল নীলমণি, গোবিন্দলীলামৃত, সঙ্কল্প কল্পদ্রুম ও কতিপয় প্রাচীন পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি যত্নের সহিত আলোচনা পূর্বক এই ভক্তিজননী বা ভক্তি ধাত্রী শ্রীশ্রীহরিভক্তি তরঙ্গিনী রচনা করিতেছি। ইহাতে আমার স্বকপোল কল্পিত বাক্য কিছুই নাই। ১। নীচ অর্থাৎ মূর্খাদি

পুংসো গৃহীতদীক্ষস্ত শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ ।

আচারো লিখ্যতে কৃত্যঃ শ্রুতিস্মৃত্যানুসারতঃ ॥ ৩ ॥

অথ দীক্ষিতস্ত পূজায়া নিত্যতা ।

লক্ষ্মনদ্রুস্ত যো নিত্যং নার্কয়েন্মদ্রুদেবতাং ।

সর্বকর্মাফলং তস্তানিষ্ঠং যচ্ছতি দেবতা ॥ ৪ ॥

দোষপূর্ণ ব্যক্তিও যাঁহার কৃপায় সদাচারের প্রবর্তক হইয়া থাকে, সেই অনন্ত ও অদ্বুত ঐশ্বর্যশালী শ্রীশ্রীচৈতন্য পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। ২। শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ মাত্রে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতি উভয়েরই শ্রীবিষ্ণুপূজায় অধিকার দেখা যায়। উক্ত শ্লোকের টীকায় টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, “শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণমাত্রেন সর্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ। যদ্যপি স্ত্রীণামপ্যাধিকারোহস্তি ইতি পূর্বং লিখিতং তথাপি কস্মিন্ পুংসঃ প্রাধান্যাৎ পুংস ইত্যত্র লিখিতং।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণমাত্রে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণপূজায় অধিকার হইয়া থাকে। যদ্যপি স্ত্রীজাতিগণেরও শ্রীকৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণমাত্রে কৃষ্ণপূজায় অধিকার হইয়া থাকে, এই কথা পূর্বের বলা হইয়াছে, কিন্তু পূজাদিকর্মের পুরুষের প্রাধান্যহেতু, মূলশ্লোকে “পুংসঃ” এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। “তদ্বিজ্ঞানার্থং সদগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। তস্মাদগুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমং। শাক্তে পরেচ নিষাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।” অর্থাৎ সেই পরম বস্ত্র ভগবান্ বাহুদেবকে বিশেষরূপে জানিতে হইলে, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাবান্, মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ, সদগুরু পদবাচ্য ব্রাহ্মণ গুরু সম্মিথানে গমন পূর্বক, যিনি তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, আমি তাঁহার জন্যই শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে আচার সকল লিখিতেছি। ৩। অনন্তর দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার নিত্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যিনি গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া

অথ সদাচারঃ ।

ন কিঞ্চিৎ কশ্চিৎ সিধ্যৎ সদাচারং বিনা যতঃ ।

তস্মাদবশ্যং সর্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষতে ॥ ৫ ॥-

নহাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ ।

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে ।

ভবন্তি যঃ সদাচারঃ সমুল্লভ্য প্রবর্ততে ॥ ৬ ॥

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা

যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

ছন্দাংশ্চেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি

নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥ ৭ ॥

সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥ ৮ ॥

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।

তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

নিত্যমন্ত্রদেবতাকে পূজা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্মই বিফল ।
মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিষ্টাচরণই করিয়া থাকেন । ৪ । অথ সদাচার ।
সদাচার ব্যতীত কোন ব্যক্তির কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না । সেই
হেতু সকল বিষয়ে সদাচারের অপেক্ষা অবশ্যই করিতে হয় । ৫ ।
সদাচারবিহীনের ইহলোক বা পরলোক, কোন লোকেই সুখলাভ
হয় না । যে মানব সদাচার উল্লঙ্ঘন পূর্বক যজ্ঞাদি কার্য করেন,
সেই যজ্ঞ, দান ও তপস্বাদি ইহলোকে তাঁহার মঙ্গল প্রদানে সমর্থ
হয় না । ৬ । যে ব্যক্তি সদাচারবিহীন, তিনি যদি ষড়্ভঙ্গের সহিত
বেদনিচয় অধ্যয়ন করেন, তথাপি বেদসমূহ তাঁহাকে পবিত্র করেন
না । যেমন জাতপক্ষ পক্ষিসকল নীড় (বাসা) পরিত্যাগ করে,
তদ্রূপ বেদ সমুদায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ ইহ-পরলোকে
তাঁহাকে কোন ফলদান করেন না । ৭ । যে ব্যক্তি সদাচারনিরত,
সেই ব্যক্তিই ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন । ৮ । যাহা

আচারপ্রভবো ধর্মঃ সন্তুশ্চাচারলক্ষণাঃ ।

সাধুনাঞ্চ যথারূপং স সদাচার ইষ্যতে ॥ ১০ ॥

আচার এব ধর্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ ।

আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্নকুলীনো ন ধার্মিকঃ ॥ ১১ ॥

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ।

আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥ ১২ ॥

আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো

ধর্মার্থকামফলদো ভবিতেহ পুংসাং ।

তস্মাৎ সदैব বিদুষ্যাবহিতেন রাজন্ !

শাস্ত্রোদিতো হনুর্দিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অথ ধর্মঃ ।

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষে মা তাপি ত্রোশ্চ পূজনং ।

শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়ি ধং ধর্মলক্ষণং ॥ ১৪ ॥

দের হৃদয়ে কোন প্রকার দোষ নাই, তাঁহারাই সাধু, সংশদে সাধুকে বুঝায়। সাধুগণের যে আচরণ, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৯। সর্বপ্রকার ধর্মই সদাচার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধু সকল আচারসম্পন্ন। সাধুগণ যে প্রকার আচরণ করেন, তাহাকেই সদাচার বলা যায়। ১০। সদাচারই ধর্মের মূল ও বংশের মূল। যে ব্যক্তি সদাচারপরিভ্রষ্ট, তাহাকে কুলীন বা ধার্মিক বলিতে পারা যায় না। ১১। সদাচার ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সদাচার হইতে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং সদাচার দরিদ্রতা, অপমৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট করে। ১২। যে সকল মনুষ্য সদাচারের অনুষ্ঠান করেন, সেই সদাচারই মনুষ্য-লোকে তাঁহাদিগকে ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ফল দান করেন। অতএব পণ্ডিত সকল সর্বদাই অবহিতভাবে প্রতিদিন শাস্ত্রোদিত আচার সকল অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। ১৩। অথ ধর্ম। বেদাদি শাস্ত্রনিপুণ

ধর্মো মন্ত্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানকৈকাভ্যদর্শনং ।

গুণেষসঙ্গে বৈরাগ্যমৈশ্বর্যকাগিমাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরবোধকজে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসীদতি ॥ ১৬ ॥

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় জায়তে ।

মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং স্তান্মৎ প্রভাবতঃ ॥ ১৭ ॥

ধর্মঃ স্নুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাস্থ যঃ ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ।

বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দান, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মতি অর্থাৎ মনের সংযোগ, মাতা-পিতার পূজন, স্বধর্মের শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, স্ব সম্প্রদায়ানুসারে নিত্য শ্রীগুরু প্রভৃতির অর্চন, শ্রীগোপালের প্রসন্নতা হেতু নিত্য গোগ্রাস দান, এই ছয়টি ধর্মের লক্ষণ । ১৪ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন যে, আমার প্রতি ভক্তি করাকেই ধর্ম বলিয়া জানিবে । আমার সহিত একাত্মতা দর্শনের নামই জ্ঞান । গুণেতে অসঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়েতে আসক্তি শূন্যতার নামই বৈরাগ্য । অগিমা প্রভৃতি সিদ্ধি সকলকে ঐশ্বর্য বলিয়া জানিবে । ১৫ । সকাম ও নিকামভেদে ধর্ম দুই প্রকার । সকাম প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম । নিকাম নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম । আর যাহা হইতে ফলাভিসন্ধানরহিতা ও কাম্যকর্মাদিরূপ বিন্য় কর্তৃক অপ্রতিহতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই পরম ধর্ম, তাহাই পরম মঙ্গল স্বরূপ, কেননা, তদ্বারা হৃদয় প্রসন্ন হইয়া থাকে । ১৬ । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইহাও কহিয়াছেন যে, আমার নিমিত্ত কখন যদি পাপকার্য্য করা হয়, তাহাও ধর্ম বলিয়া জানিতে হইবে । আর আমাকে অনাদর পূর্ব্বক যদি ধর্মাচরণ করা হয়, তাহাও আমার প্রভাবে পাপ বলিয়া গণ্য হইবে । ১৭ । মন্বাদি শাস্ত্রে যাহা ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, পুরুষ কর্তৃক তাহা স্তূন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদ্বারা যদি সেই

এতাবান্বে লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

অথ ভক্তিঃ ।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি

রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।

প্রপদ্যমানস্ত যথাস্নতঃ স্য

স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়োহনুঘাসং ॥ ১৯ ॥

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥ ২০ ॥

পুরুষের শ্রীহরি কথায় রতি না জন্মায়, তাহা হইলে পুরুষের সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্ত যে শ্রম, সে শ্রমমাত্রই জানিতে হইবে। নাম সঙ্কীর্ণনাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিয়োগ, সেই ভক্তিয়োগই ইহলোকে পুরুষের পরমধর্ম্ম; সেই পরম ধর্ম্মকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলে। ১৮। অথ ভক্তি। যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা দূরীভূত হয়, সেইরূপ শ্রীহরিভজন করিতে করিতে প্রেম লক্ষণাভক্তি, পরেশ শ্রীকৃষ্ণানুভব অর্থাৎ পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ রূপের স্ফূর্তি হয়। তন্নিবন্ধন সংসারের উপর বিরক্তি ঐ তুষ্টি আদি কালত্রয়েই এককালে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই বাক্য দ্বারা পরেশানুভবের নামই প্রেমলক্ষণাভক্তি, ইহা নিশ্চয় হইল। ১৯। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবনকেই ভক্তি কহা যায়। যদ্যপি জ্ঞান-কর্ম্মাদি পরিশূন্য অনুকূলতাচরণই সেবন শব্দের মুখ্যার্থ; কিন্তু এস্থলে বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ দেখাইবার জন্য শারীরিক ব্যাপাররূপ গোণার্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ সেবনরূপ অনুকূল অনুশীলন, ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য ফলের স্পৃহা রহিত ও নির্মল অর্থাৎ অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসকলের সম্বন্ধ

অথ বিশেষসাধনভক্তিলক্ষণানি ।

দেবতায়াক্ষ মস্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ ।

ভক্তিরক্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ২১ ॥

তদন্তজ্ঞানবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনং ।

সুমনা অর্চয়েন্নিত্যং তদর্থং দন্তবর্জজনং ।

তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থং চাপ্তবিক্রিয়া ।

তদনুস্মরণং নিত্যং যন্তম্মান্নোপজীবতি ।

ভক্তিরক্টবিধা হেবা যস্মিন্ ন্নেচ্ছেহপি বর্ততে ।

স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ ২২ ॥

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ।

ইতি পুংসাপি তা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।

ক্রিয়তে ভগবত্যক্সা তন্মন্যেহধীতমুত্তমং ॥ ২৩ ॥

বিরহিত । ২০ । অনন্তর বিশেষ করিয়া সাধন ভক্তির লক্ষণ সকল বলিতেছেন । যাঁহার দেবতায়, মস্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুর প্রতি অক্টবিধা ভক্তি আছে, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন । ২১ । কৃষ্ণভক্তের প্রতি স্নেহ, কৃষ্ণপূজায় অনুমোদন, গুরু, কৃষ্ণ ও ভক্তের বিশ্বাস, ভক্তিসহকারে নিত্য অর্চন এবং অর্চন সম্বন্ধে দন্ত পরি-
ত্যাগ । কৃষ্ণকথা শ্রবণে অনুরাগ, কৃষ্ণের সম্মুখে অনুরাগে নৃত্যাদি, নিত্য অর্থাৎ সর্বলক্ষণ কৃষ্ণের স্মরণ এবং কৃষ্ণ নামে জীবন ধারণ । এই অক্টবিধা ভক্তি যদি কোন স্নেহেতেও দেখা যায়, তাহা হইলে সেই স্নেহ জীবমুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্তিমান্ বলিয়া জানিতে হইবে । ২২ । শ্রীকৃষ্ণের নাম-লীলা প্রভৃতি শ্রবণ, কীর্তন, কৃষ্ণের রূপ-নাম-গুণাদি স্মরণ, চরণ সেবন অর্থাৎ পরিচর্যা, অর্চন, বন্দন, দাস্য অর্থাৎ কন্মার্পণ, সখ্য অর্থাৎ বিশ্বাস সহকারে বন্ধুতাচরণ ও আত্ম নিবেদন অর্থাৎ দেহ সমর্পণ । যেমন বিক্রীত গবাদির ভরণ

শ্রবণং কীর্তনঞ্চাস্থ স্মরণং মহতাস্পতেঃ ।
 সেবেজ্যাবনতিদাস্থং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ২৪ ॥
 শ্রবণং কীর্তনং পূজা সর্বকর্ম্মার্পণং স্মৃতিঃ ।
 পরিচর্যা নমস্কারঃ প্রেমস্বাত্মার্পণং হরৌ ॥ ২৫ ॥
 আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ ।
 ধারণঞ্চোঙ্কপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ ।
 অর্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্মামস্মরণন্তথা ।
 কীর্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং ।
 তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনং ।
 তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীত্রতনিষ্ঠতা ।
 তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ।
 ভক্তিঃ ষোড়শখাপ্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥

পালন প্রভৃতির চিন্তা বিক্রেতাকে করিতে হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণে
 দেহ সমর্পণকারীর দেহরক্ষাদির জন্য চিন্তা করিতে হয় না ।
 কৃষ্ণই তাহার ভরণপোষণ করেন । এই নবলক্ষণা ভক্তি অধীত
 ব্যক্তি যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ পূর্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার
 বোধে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের
 শ্রীগুরুপাদের নিকট সেরূপ অধ্যয়ন অর্থাৎ শিক্ষা কিছুই করা
 হয় নাই । ২৩ । শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা,
 পূজন, প্রণাম, দাস্ত, সখ্য ও আত্মসমর্পণ । শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত কর্ম্মার্পণ
 ও প্রেম অর্থাৎ সখ্যতাতিভাব সংস্থাপন । ২৪।২৫ । শ্রীহরির শঙ্খ-
 চক্র নিজাঙ্গে যথাবিহিত অঙ্কন, ইহাই সর্ববাগ্রে হরিভক্তির লক্ষণ
 বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত পুণ্ড্র অর্থাৎ স্বসম্প্রদায়ানুসারে শ্রীহরি-
 মন্দিরাদি তিলক ধারণ, শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ, অর্চন, নাম-মন্ত্র জপ,
 রূপাদি ধ্যান, ভগবনাম স্মরণ, কীর্তন, শ্রবণ, তদীয় বন্দন, পাদসেবন,
 কৃষ্ণপাদোদক পান, তন্নিবেদিত ভোজন, তদীয় জনসকলের সম্যক

দর্শনং ভগবন্মূর্ত্তেঃ স্পর্শনং ক্ষেত্রসেবনং ।
 আঘ্রাণং ধূপশেষাদেৰ্নিস্মাল্যস্ত চ ধারণং ।
 নৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনং ।
 কৃষ্ণলীলাদ্যভিনয়ঃ শ্রীভাগবতসেবনং ।
 পদ্মান্ধমালাদিধ্বতিরেকাদশাদিজাগরঃ ।
 প্রাসাদরচনাদ্যন্যং জ্ঞেয়ং শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ২৭ ॥
 ভক্তিস্ত সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥ ২৮ ॥
 কৃতিসাধ্যা ভবেৎসাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
 নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ২৯ ॥

প্রকারে সেবন, দ্বাদশী (একাদশী) ব্রত নির্ণয় ও তুলসী রোপণ, দেবদেব বিষ্ণুর এই ষোড়শ প্রকার ভক্তি কীর্তিত হইয়াছে, এই সকল দ্বারাই ভববন্ধন বিমোচন হইয়া থাকে । ২৬ । শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন, অধিকারানুসারে ভগবন্মূর্ত্তির স্পর্শন, তদীয় ক্ষেত্রসেবন অর্থাৎ শ্রীমথুরা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও নিবাস, তদীয় ধূপশেষাদির গন্ধ গ্রহণ, তদীয় নিস্মাল্য ধারণ, তদগ্রে নৃত্য, বীণাদি বাদন, তল্লীলাদির অভিনয় করণ, শ্রীভাগবত সেবন অর্থাৎ রসিক ভক্তের সহিত শ্রীভাগবতের শ্রবণ কীর্তনাদিপরতা, পদ্মবীজ তুলসী কাষ্ঠনির্মিতা মালাধারণ, একাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদির নিশায় জাগরণ পূর্ব্বক হরিকীর্তনাদি করণ, ভগবন্মন্দিরাদির নির্মাণ এবং অন্যান্য যাত্রা মহোৎসবাদি শাস্ত্রোক্ত্যানুসারে ভক্তির লক্ষণরূপে জানিতে হইবে । ২৭ । সাধন, ভাব ও প্রেম, এই তিন প্রকার ভক্তি । বস্তুতঃ, সাধন ও সাধ্যভেদে ভক্তি দুই প্রকার । সাধ্যভক্তি হার্দরূপা অর্থাৎ প্রিয়তাময়ী । সাধনভক্তি দ্বারা সাধনীয় ঐ প্রিয়তাই ভক্তিশব্দে কীর্তিত হইয়া থাকেন । ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাবভেদে ঐ সাধ্যভক্তি আট প্রকার জানিতে হইবে । ২৮ । ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয় সামান্য ভক্তিকেই সাধন-

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা ॥ ৩০ ॥

যত্র রাগানবাণ্ডহ্যং প্রবৃত্তিরূপজায়তে ।

শাসনেনৈব শাস্ত্রশ্চ সা বৈধীভক্তিরূচ্যতে ॥ ৩১ ॥

ভক্তি কথা যায়। ইহা দ্বারা ভাব ও প্রেমসাধ্য। এজন্য উহার সাধন নামটী অর্থ্য। ভাব ও প্রেমসাধ্য, ইহা বলাতেই উহার “কৃত্রিক” এইরূপ ভ্রম ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বাস্তবিক উহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু, ভগবচ্ছক্তিবিশেষ। উহার কোন সাধন নাই। কিন্তু জীবের হৃদয়ে লুক্কায়িত প্রেমের উদ্দীপন করণের নাম সাধন। শ্রীকৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তির দুইটী অবস্থা, সাধন ও ভাব। বিষয় ভোগ সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ যে সময় জীবের বহিমুখতার নিবৃত্তি হয়, সেই সময় ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্মফলে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ততদ্বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা হইতে হইতে ক্রমশঃ চরমাবস্থায় উপনীত হয়। সেইকালে শ্রবণকীর্তনাদি ততদ্বিষয়ক ইন্দ্রিয়চেষ্টার উদয় হইতে আরম্ভ হয়। ঐ চেষ্টা সর্ববাদৌ সাধনরূপে প্রকাশ পায়। উহার চরমফল প্রেম। প্রেমই জীবের একমাত্র নিত্য ধর্ম। কিন্তু যতদিন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম অপরিষ্কৃত থাকে; তাহাতে কেবল জীবের অবস্থাভেদে সাধন ও ভাবরূপে কিঞ্চিৎ নৈমিত্তিকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বাসনারূপে আত্মাতে নিত্য অবস্থান করিতেছে। সাধনভক্তি সেই ভাবকে সাধকের হৃদয়ে উদয় করিয়া দেয়; এই কারণে ভাবকে, সাধনভক্তি দ্বারা সাধনীয় বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে যাহাদিগের স্বাভাবিক রাগের উদয় আছে, সেই সকল ব্যক্তির সাধন-ভক্তির কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ২৯। বৈধী ও রাগানুগা ভেদে সাধন ভক্তি দুই প্রকার। ৩০। অনুরাগের উদ্দীপনহেতু কেবল বেদাদিশাস্ত্রের শাসনাশঙ্কাতেই যাহাতে জীবের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে পণ্ডিতগণ তাহাকে বৈধীভক্তি বলিয়া কীর্তন করেন। ৩১। যে

তস্মাদ্ভারত সৰ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্তব্যশ্চৈচ্ছতাভয়ং ॥ ৩২ ॥

স্মৰ্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মৰ্তব্যো ন জাতুচিৎ ।

সৰ্বের বিধিনিষেধাঃ স্ম্যরেতয়োরৈব কিঙ্করাঃ ॥

ইত্যসৌ স্মাদ্বিধিনিত্যঃ সৰ্ববর্ণাশ্রমাদিষু ।

নিত্যত্বেহপ্যস্মনির্ণীতমেকাদশাদিবৎ ফলং ॥ ৩৩ ॥

মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষশ্রমৈঃ সহ ।

চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ।

নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যক্তি নিত্য আনন্দময় পুরুষার্থ চতুষ্টয় (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) (বৈষ্ণব মতে “প্রেম” পঞ্চম পুরুষার্থ) আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা সর্ববতো-
ভাবে কর্তব্য, কারণ শ্রীহরিই সকলের প্রেমাস্পদ আত্মা ও ঈশ্বর ।
অতএব তাঁহার শ্রবণাদিতেই সম্পূর্ণ নির্ভয় লাভ করা যায় । ৩২ ।
সর্বদা ভগবান্‌বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না । “সায়ংসন্ধ্যামুপাসীত, ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ, অর্থাৎ
সায়ংসন্ধ্যাপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না, এইরূপ শাস্ত্রে
যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তই
উক্ত বিধি ও নিষেধের কিঙ্কর স্বরূপ । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল
বর্ণের এবং গার্হস্থ্য প্রভৃতি সমস্ত আশ্রমের পক্ষেই এই বিধি নিত্য ;
কিন্তু নিত্য হইলেও একাদশী শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতাদির ন্যায়
শাস্ত্রে উহার ফল কীর্তিত হইয়াছে । ৩৩ । সেই পুরুষ শ্রীহরির
মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সজ্জাদি গুণ দ্বারা চারিটী আশ্রমের
সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ক্রমে ক্রমে জন্ম পরিগ্রহ
করিয়াছে । উহাদের সকলেরই ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু যাহারা

এবং ক্রিয়াযোগপথেঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ।

অর্চয়ু ভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীষিতাং ॥ ৩৫ ॥

স্বরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্दिष्टা যা ক্রিয়া ।

সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়াভক্তিঃ পরাভবেদिति ॥ ৩৬ ॥

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।

তাবদ্ভক্তিসুখস্বাদে কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

তত্রাপি চ বিশেষেণ গতিমস্মীমনিচ্ছতঃ ।

ভক্তিহীনমনঃ প্রাণান্ প্রেম্না তান্ কুরুতে জনান্ ॥ ৩৮ ॥

অজ্ঞানান্ হইয়া আপনার উৎপত্তির কারণ সেই পুরুষ শ্রীহরির ভজনা না করে, অথবা তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করে, সেই কৃতঘ্নব্যক্তি সকল বর্ণ ও আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় এবং তাহার পিতৃ-দ্রোহিত্ব ও গুরুদ্রোহিত্ব পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে।—সত্ত্বগুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজো দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজস্তমোদ্বারা বৈশ্য এবং তমোগুণ—দ্বারা শূদ্র। আশ্রম—গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ৩৪। যে কোন ব্যক্তি বৈদিক বা তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অর্চনা করেন সেই ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে (আমি কৃষ্ণ) আমা হইতে অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করে। ৩৫। শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য পূর্ব্বক শাস্ত্রে যে কোন কৰ্ম্ম বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, সাধু সকল তাহাকেই (বৈধী) ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; ঐ ভক্তি দ্বারাই পরম (প্রেমভক্তি) লাভ হয়। ৩৬। যাহারা ভক্তিসুখ-লাভের অভিলাষী, তাঁহাদিগকে অন্যান্য সুখের আকাঙ্ক্ষা একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে; কারণ যতদিন পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখের কি প্রকারে অভ্যুদয় হইবে? কিন্তু যাহারা অপবর্গ রূপ গতিকে লঘুজ্ঞান পূর্ব্বক, তাহাতে একবারেই অনাদর প্রকাশ করেন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপভক্তি, প্রেমদ্বারা তাঁহাদিগের মনঃ এবং

শ্রীকৃষ্ণচরণান্তোজসেবানিবৃত্তচেতসাং ।

এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিত্ স্পৃহা ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

কৌশীশ তে পাদসরোজভাজাং

সুহৃদ্ব্যভোহর্থেষু চতুষ্পীহ ।

তথাপি নাহং প্রয়োগোমি ভূমন্

ভবৎপদান্তোজনিষেবণোৎসুকঃ ॥ ৪০ ॥

অথ ভাবভক্তিঃ ।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ ।

রুচিভিশ্চিত্তমাস্থ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ৪১ ॥

প্রেমস্তু প্রথমাবস্থা ভাবইত্যভিধীয়তে ।

সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্চপুলকাদয়ঃ ॥ ৪২ ॥

প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে । ৩৭। ৩৮ । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণার-
বিন্দের সেবনজনিত নিবৃত্ত (আনন্দ) হৃদয় ভক্তগণের মোক্ষলাভ
নিমিত্ত কখনই স্পৃহা হয় না । ৩৯ । হে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যে
সকল মহাত্মা তদীয় চরণসরোজের সেবা করিয়া থাকেন, সেই
সকল মহাত্মার ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ মধ্যে কোনটিই
দুর্লভ নহে ; কিন্তু প্রাণনাথ ! আমি সে সকল ক্ষণকালের জন্যও
অভিলাষ করি না । আমার অন্তঃকরণ একমাত্র ভবদীয় চরণার-
বিন্দ নিষেবণার্থই সমুৎসুক হইয়াছে । ৪০ । অথ ভাবভক্তি ।
শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষ অর্থাৎ হলদিনী শক্তির সারাংশই যাহার স্বরূপ,
প্রেমরূপ সূর্যের অংশু সাদৃশ্যশালী এবং রুচি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি
অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্য (শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি) অভি-
লাষ ও সৌহার্দ্যভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তি,
তাহার নাম ভাব । ৪১ । প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই ভাব কহে ।
এইভাবে অশ্রু-পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব পরম্পরা অল্পমাত্র লক্ষিত
হয় । (স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্পন, বিবর্ণতা, রোদন ও

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা ।
 ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সাদ্র্ঘ্যদৃষ্টিরভুদসাবিতি ॥ ৪৩ ॥
 আবিভূত মনোর্ত্তো ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাং ।
 স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ॥ ৪৪ ॥
 বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ ।
 কৃষ্ণাদিকস্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৫ ॥
 সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতত্ত্বভ্রয়োস্তথা ।
 প্রসাদেনোতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥ ৪৬ ॥
 আদ্যন্ত প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
 বৈধীরাগানুগামার্গভেদেন পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
 দ্বিবিধঃ খলু ভাবোহত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ॥ ৪৮ ॥
 সাধনাভিনিবেশস্ত তত্রনিষ্পাদয়ন্ রুচিং ।
 হর্যাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ ॥ ৪৯ ॥

প্রলয়, এই আটটি সাত্ত্বিক ভাব) । ৪২ । ভগবদ্বক্ত মহারাজ অম্বরীষ, ভগবানের পাদাম্বুজদ্বয় পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া, ঈষৎ বিক্রিয়মাণাত্মা হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন । ৪৩ । চিত্তবৃত্তিতে আবিভূত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী রতি মনোর্ত্তির সহিত একাত্মতাপ্রাপ্ত হওত স্বপ্রকাশ রূপা হইয়া, সমাধিদশায় তৎস্বরূপসাক্ষাৎকারবৎ মনোর্ত্তিতে প্রকাশের ন্যায় ভাসমানা হয়েন ; বস্তুত ঐ রতি আস্বাদরূপা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদির অনুভবের হেতু হইয়া থাকেন ! ৪৪।৪৫ । এই ভাব দুই প্রকার যথা—সাধনাভিনিবেশজ এবং কৃষ্ণ ও তত্ত্বভ্রের প্রসাদজ ; তন্মধ্যে সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে । কৃষ্ণ ও তত্ত্বভ্রের প্রসাদজ ভাব বিরল প্রচার । ৪৬।৪৭ । বৈধী ও রাগানুগামার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব সাধকসকলে রুচি সমুৎপন্ন করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি জন্মাইয়া, রতিকে (ভাবকে) প্রকাশ করিয়া

অথ প্রেমভক্তিঃ ।

সম্যঙ্মসৃণিতস্বাস্তো মমত্বাতিশয়াক্ষিতঃ ।

ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুদ্ধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৫০ ॥

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদৌদ্ধবনারদৈরिति ॥ ৫১ ॥

অথ প্রেমৈকপরতা ।

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং ।

ত্যাঙ্ক্যান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন ।

ন নমামি ন চ স্তোমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা ।

ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা ॥ ৫২ ॥

দেয় । ৪৮।৪৯ । অথ প্রেমভক্তি । যাহা হইতে চিত্ত সম্যকরূপে
মসৃণিত (স্বচ্ছ) হইয়াছে এবং যাহা মমতার আস্পদ, এরূপ যে
ভাব, সেই ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই, পণ্ডিত সকল তাহাকে প্রেম
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । (সাধনভক্তি হইতে হয় রতির
উদয় । রতিগাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয় । ইত্যাদি চৈতন্য-
চরিতামৃত) । ৫০ । যাহাতে দেহ গেহ প্রভৃতির প্রতি মমতা অর্থাৎ
মদীয়ত্ব ভাব নাই, আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমরস ব্যাপ্ত
মমতা অর্থাৎ ইনিই আমার এইরূপ ভাব আছে, তাহাকেই ভীষ্ম,
প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তসকল প্রেমভক্তি বলিয়া কীর্তন
করেন । ৫১ । অথ প্রেমৈকপরতা । গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ
ও মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ পূর্বক আমি দেবতান্তরকে জানি
না ও ভজনা করি না ; ভজন্যের কথা দূরে রহুক, আমি কৃষ্ণ
ব্যতীত অগ্ৰকে স্মরণও করি না, আমি হরি ব্যতীত অগ্ৰ কোন
দেবতাকেও নমস্কার করি না, স্তব করি না, স্বচক্ষে দর্শন করি
না, তাঁহাদের প্রদত্ত বরাদিলাভের বাসনা করি না, হরি ব্যতীত
অন্য কাহার নামাদি গান করি না ও কাহার সম্মিধানে গমনও

অথ প্রেমোদয়ক্রমঃ ।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।
 ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ।
 অথাসক্তিস্ততো ভাবাস্ততঃ প্রেমোদয়ক্ৰতি ।
 সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবে তবেৎ ক্রমঃ ॥ ৫৩ ॥
 ধন্যস্থায়ং নবঃ প্রেমা যন্তোন্মীলতি চেতসি ।
 অন্তর্বাণিভিরপ্যস্ত মুদ্রা স্তৃষ্টু স্তৃষ্টুর্গমা ॥ ৫৪ ॥

অথ শরণাপত্তিঃ ।

যথোক্তভক্ত্যাসক্তৌ তু ভগবচ্চরণান্মুজং ।
 শরণাগতভাবেন কৃৎস্নভীতিঘ্নমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
 সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
 অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৫৬ ॥

করি না, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতেছি । ৫২ । অথ প্রেমের অভ্যুদয় নিয়ম । প্রথমে শ্রদ্ধা, (শ্রদ্ধাশব্দে কহি কৃষ্ণে স্তূতবিশ্বাস । ইতি চরিতামৃত) তদনন্তর সাধুসঙ্গ, (মনঃ ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ) (অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা হৃদয়ের মলাদি দূরীভূত ও ভজনমার্জজন হয়)- তৎপরে ভজনক্রিয়া, অর্থাৎ গুরুরূপদেশানুসারে কৃষ্ণের ভজনা করা ; তদনন্তর অনর্থ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়াদির) নিবৃত্তি ; তৎপরে নিষ্ঠা, তদনন্তর রুচি, তাহার পর আসক্তি, তৎপরে ভাব, সর্বশেষে প্রেমের উদয় । সাধকগণের অন্তঃকরণে প্রেমোদয়ের এই ক্রম (নিয়ম) নিরূপিত হইয়াছে । ৫৩ । যে ভাগ্যবান ব্যক্তির চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয়, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারাও সহসা সেই প্রেমের পরিপাটী অর্থাৎ ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে সক্ষম হয়েন না । ৫৪ । অথ শরণাপত্তি । যথোক্ত ভক্তিতে (যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে) আসক্তি হইলে একমাত্র শরণাগত ভাবে নিখিল ভয়নাশক শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দকে আশ্রয় করিবে । ৫৫ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক-

তস্মাদ্ভিমুদ্রবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং ।
 প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ।
 মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাং ।
 যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়াস্মা হকুতোভয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
 প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং ।
 যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং ।
 অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু ।
 ভ্রাম্যন্তিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্যয়াং ।
 তদপ্যফলতাং যাতি তেষামাত্মাভিমানিনাং ।
 বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং ॥ ৫৮ ॥

শিক্ষার্থ স্বভক্ত অর্জুনকে কহিলেন, হে সখে ! তুমি সমস্ত ধর্ম
 অর্থাৎ বিভিন্নভাব কিংবা ইন্দ্রিয়াদির কার্যস্বরূপ সমস্ত কর্ম পরি-
 ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে পাপভয় হইতে
 মুক্ত করিব ; তুমি তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিও না । ৫৬ ।
 এবং স্বভক্ত উদ্ধবকেও ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব ! বেদোক্ত
 ও স্মৃত্যুক্ত বিধি (অর্থাৎ বিধি নিষেধ) ও প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং
 শ্রুত ও শ্রবণ যোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্বক, সর্বপ্রযত্নে
 সর্বদেহির আত্মা (পরমপ্রিয়) রূপ আমার শরণাপন্ন হও, তাহা
 হইলেই মৎকর্তৃক সর্বদা নির্ভয় হইবে । ৫৭ । দেবতাগণের প্রার্থিত
 দুর্লভতর মনুষ্য জন্মলাভ করিয়াও যাহারা শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দকে
 আশ্রয় করিল না, তাহারা নিজাত্মাকে চিরবঞ্চিত করিল অর্থাৎ আত্মাকে
 (দেহকে) সর্বদা বিবিধ দুঃখমাগরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিল ।
 চতুরশীতি (৮৪) লক্ষ জীবজাতি সমূহে জন্ম পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ
 শীল যে সকল পুরুষ মানবজন্ম লাভ করিয়া, শ্রীগোবিন্দচরণার-
 বিন্দকে আশ্রয় না করে, সেই সমস্ত আত্মাভিমानी ক্ষুদ্র পুরুষ

অথোপাস্যানির্ঘয়ঃ ।

সত্ত্বরজস্তম ইতি প্রকৃতে গুণা
 স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ।
 স্থিত্যদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
 শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো নৃণাং স্যুঃ ॥ ৫৯ ॥
 অথাপি যৎপাদনখাবস্থম্
 জগদ্বিরিঞ্চোপহতাই গান্তঃ ।
 সেশং পুণাত্যন্তমো মুকুন্দাৎ
 কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ৬০ ॥
 তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ ।
 ভূয়াংসংশ্রদ্ধধুবিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোহভয়ং ॥ ৬১ ॥

সকলের লব্ধ দুর্লভ মনুষ্য জন্মও বিফল । ৫৮ । অথ উপাস্ত্র নির্ঘয় ।
 যদিও এক পরম বাসুদেব, প্রকৃতির (মায়ার) সত্ত্বরজস্তম এই
 গুণত্রয়ে ঈক্ষণরূপে সংযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত
 হরি, বিরিঞ্চি, হর, এই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন, তথাপি
 সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মানব সকলের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষলাভ
 হয় । ৫৯ । আরও দেখ, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যোদক যাঁহার
 পদনখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাদেবের সহিত জগৎ পবিত্র করি-
 তেছে, সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ভগবৎপদের বাচ্য অন্য কি
 কেহ আর হইতে পারে ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভগবান্ ও
 সর্বেশ্বর । ৬০ । উপাস্ত্রজ্ঞান বুভুৎসু মুনিগণ মহাত্মা ভৃগু বর্ণিত
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাত্ম্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই শুদ্ধসত্ত্বময় ইত্যাদি
 গুণাবিত শ্রবণ পূর্বক বিস্মিত ও মুক্তসংশয় হইয়া শান্তি ও অভ-
 য়ের জন্য সেই শ্রীবিষ্ণুখ্য কৃষ্ণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা (বিশ্বাস)
 করিতে লাগিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই উপাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয় করি-

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা
 স্তাংতামেব হি দেবতাংপরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি ।
 সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
 ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ৬২ ॥
 অহতি হৃদ্যতঃ শ্রেষ্ঠং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
 এষ বৈ দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ দেশকালধনাদয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
 তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণং ।
 এবঞ্চেৎ সৰ্ব্বভূতানামাত্মনশ্চাৰ্হণং ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥
 সৰ্ব্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্তদর্শিনে ।
 দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ৬৫ ॥

লেন । ৬১ । সেই সেই পুরাণ ও শাস্ত্রনিচয় চরাচর জগতের মোহ
 উৎপাদন জন্ম কল্পকালাবধি সেই সেই ব্রহ্মাদিদেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 বর্ণনা করেন করুন ; কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন সকলকে বিবে-
 চনা (বিচার) স্থলে আনয়ন করিলে পর যে সিদ্ধান্ত হইবে,
 তাহাতে কৃষ্ণই একমাত্র সর্বেশ্বর বলিয়া নিশ্চিত হইলেন । ৬২ ।
 মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞীয় সভায় সমাগত দ্বৈপায়নাদি
 মুনিগণ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি সকল ভাবিতে লাগিলেন
 যে, এই রাজসূয় যজ্ঞে অগ্রে কে বরণযোগ্য । তখন মহামনা
 সহদেব সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, সাত্বতপতি ভগবান্ অচ্যুত
 শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে পূজার যোগ্য ; দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় এই
 শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে সকল দেবের পূজা করা হইবে । ৬৩ ।
 কৃষ্ণই একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কৃষ্ণাত্মক এই জগৎ সমুদায় ।
 কৃষ্ণ আপনিই আপনার আশ্রয় । কৃষ্ণই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্তা । ৬৪ ।
 অতএব এই মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পূজা প্রদান কর, তাহা হইলেই
 সর্বভূতের ও আত্মার পূজা করা হইবে । দত্তবস্তুর অনন্তফল
 ইচ্ছা করিয়া, সকলভূতের আত্মভূত অনন্তদর্শী (ভক্তাসক্ত) শাস্ত্র,

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোহভূৎ তুষণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ ।
 তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্বৈ সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥
 তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েভৎ
 রসয়েভৎ যজেদিতি তৎ সদिति ॥ ৬৭ ॥
 হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।
 ইতরে ব্রহ্মরুদ্ৰাদ্যা নাবজ্জিয়াঃ কদাচন ॥ ৬৮ ॥
 আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
 রম্যা কাচিছুপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যা কল্লিতা ।
 শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুর্মর্থো মহান্
 শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরো নাপরঃ ॥ ৬৯ ॥

পূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকেই অগ্রে পূজা দেওয়া বিধেয় । ৬৫ । শ্রীকৃষ্ণের অনু-
 ভববেত্তা সহদেব এইরূপ কহিয়া তুষণীভূত হইলেন । সহদেবের
 এইবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দ্বৈপায়নাদি সভাসদগণ সহদেবকে সাধু সাধু
 বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সকলেই সহদেবের বাক্যে
 সম্মতি প্রদান করিলেন । ৬৬ । শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে
 ধ্যান, তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা আশ্বাদন এবং তাঁহার পূজা করিবে ;
 নিশ্চয় তিনিই সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ । ৬৭ । হরিই
 সকল দেবেশ্বরেশ্বর, অতএব সর্বদা তাঁহারই আরাধনা করা কর্ত্তব্য ;
 কিন্তু ইহা বলিয়া ব্রহ্মাদি অপরাপর দেবতার প্রতি কখন অবজ্ঞা
 প্রকাশ করিবে না । ৬৮ । ওহে ! আমাদিগের আরাধ্য বস্তু শ্রীব্রজেন্দ্র-
 নন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীবৃন্দাবন তাঁহার ধাম ! রমণীয়া ব্রজ-
 বধুগণের কল্লিত যে ভাব, সেই ভাবেই তাঁহার (কৃষ্ণের) উপা-
 সনা । শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণই আমাদের প্রধান শাস্ত্র । প্রেমই আমা-
 দের পরম পুরুষার্থ । ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত । সেই মত
 ও সেই উপাসনাদিই আমাদের আদরণীয় । ইহা ব্যতীত অন্য

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্বসংস্থিতৈঃ ।

বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠিষ্বৎ ধ্যাতকেশবমিতি ॥ ৭০ ॥

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

মম্মনা ভব মদন্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৭২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবত্যল্লমেধসাং ।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদন্তো যান্তি মামপি ॥ ৭৩ ॥

অথ জন্মমরণনিবৃত্ত্যুপায়ঃ ।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং ।

নাগ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমামৃত্যুতাং ॥ ৭৪ ॥

কিছুতেই আমাদের আদর নাই। ৬৯। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সর্ববগুণনিষ্ঠ, আপনাদের সর্বদা শ্রীহরির আরাধনা করাই কর্তব্য। আর সর্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও কেশবকে ধ্যান করুন। ৭০। হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতি (মায়ার) পর ও সর্ববসাক্ষী স্বরূপ তাঁহাকে ভজনা করিলেই নিগুণহ লাভ হয়। ৭১। ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন, হে অর্জুন! তোমার মনকে আমার এই শ্রীকৃষ্ণরূপের ভাবনাদিতে নিযুক্ত কর। আমার অর্চনাতেই নিরত হও। আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া, তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ৭২। দেবতান্ত্রের ভক্ত অল্লবুদ্ধি জনগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। সেই দেবযাজিসকল সেই সেই অনিত্য দেবতাগণকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে; কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফল স্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। ৭৩। অথ জন্মমরণ নিবৃত্তির উপায়। যে সকল মহাত্মা আমাকে লাভ করেন, তাঁহাদের গর্ভবাসাদি বহুল ক্লেশপূর্ণ অনিত্যসংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারা

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

নামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৭৫ ॥

সমাপ্তিতা যে পদপল্লবপ্লবং

মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।

ভবান্মুখিবৎসপদংপরং পদং

পদংপদং যদ্বিপদাং ন তেষাং ॥ ৭৬ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তঃ ।

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা

বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনং ।

মনসিকৃতজনর্দনং মনুষ্যং

সততমবেহি হরেরতীব ভক্তং ॥ ৭৭ ॥

পরম সিদ্ধিলাভ করেন । ৭৪ । ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সকল লোকই অনিত্য । অতএব সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম হইয়া থাকে । কিন্তু যাঁহারা কেবলা ভক্তির বিষয় স্বরূপ আমাকেই একমাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের আর জন্ম মরণাদিরূপ দুঃখভোগ করিতে হয় না । ৭৫ । মুরারি শ্রীকৃষ্ণের যশঃ অতি পবিত্র ; যে সকল ভাগ্যবান তাঁহার চরণপল্লবরূপ প্লব (সম্ভরণোপায়স্বরূপ ভেলা) যাহা মহাজন সকলের আশ্রয়, তাহা আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের নিকট ভবসাগর বৎসপদখাতবৎ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা পরমপদ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন ; বিপদগণের যে পদ (আশ্রয়) তাহা কদাপি তাঁহাদের হয় না ; অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম হইতে তাঁহাদিগকে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না । তাঁহাদের জন্ম-মরণ দুঃখ একবারেই দূরীভূত হয় । ৭৬ । অথ ভগবদ্ভক্ত । যে বিমল বুদ্ধি ব্যক্তির কলিকলুষমল কর্তৃক হৃদয় মলিন না হয়, যিনি সর্বদা হৃদয়াভ্যন্তরে জনর্দনকে ধারণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুধ্যা
 তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরম্বৎ ।
 ভবতি ভগবত্যানুচেতাঃ
 পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তং ॥ ৭৮ ॥
 স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক বিষ্ণু-
 স্মনসি নৃণাং ক চ মৎসরাদিদোষঃ ।
 নহি তুহিনময়ুখরশ্মিপুঞ্জো
 ভবতি হ্রতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৭৯ ॥
 বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ
 শুচিচরিতোহখিলসম্বন্ধমিত্রভূতঃ ।
 প্রিয়হিতবচনোহস্তমানমায়া
 বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ৮০ ॥
 বসতি হৃদি সদাতনে চ তস্মিন্
 বসতি পুমান্ জগতোস্য সৌম্যরূপঃ ।

হরির অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিবে। ৭৭। যে মহাত্মা জনশূন্য
 স্থানে পতিত পরম্ব স্ববর্ণখণ্ড অবলোকন পূর্বক স্ববুদ্ধিদ্বারা তৃণ
 তুল্য করিয়া মানেন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্তচিন্তা করেন, সেই
 পুরুষপ্রবরকে বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) বলিয়া জানিবে। ৭৮। কোথায়
 স্ফটিকগিরিশিলায় অমল বিষ্ণু, আর কোথায় মনুষ্যানিচয়ের
 মনোবর্তী মৎসরাদি দোষ। মনুষ্য সকলের চিত্তে নিম্নল ভগবান
 বিষ্ণু স্ফূর্তিশীল হইলে, তাহাতে মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষ উপস্থিত
 হইতে পারে না; যেমন চন্দ্রের রশ্মিপুঞ্জ হ্রতাশনের দীপ্তিজনিত
 প্রতাপ প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ জানিতে হইবে। ৭৯। যিনি
 নিম্নলমতি, মৎসর বিহীন, প্রশান্ত, পবিত্র আচার বিশিষ্ট, অখিল
 প্রাণীর হিতকারী, শ্রবণ মনঃসুখপ্রদ, মিষ্টভাষী ও গর্ব্বদম্ব-বর্জিত
 সেই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব সর্বদা অবস্থান

ক্ষিতিরসমতি রম্যমান্ননোহন্তঃ
 কথয়তি চারুতয়েব শালপোতঃ ॥ ৮১ ॥
 দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনো ধিয়াং যো
 জন্মাপ্যক্ষুদ্রয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ ।
 সংসারধর্মৈরবিমুহমানঃ
 স্মৃত্য। হরেভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৮২ ॥
 ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠ-
 স্মৃতিরজিতান্নস্মরাদিভির্বিমুগ্যাৎ ।
 ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
 ল্লব নিমিষাঙ্কমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৮৩ ॥
 ভগবত উরুবিক্রমাজ্জি শাখা
 নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরন্ততাপে ।
 হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
 প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতৈহকর্তাপঃ ॥ ৮৪ ॥

করেন। ৮০। সনাতন বিষ্ণু হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করিলে, সেই পুরুষ মনোহর মূর্ত্তি সম্পন্ন হন, যে প্রকার শালতরু কোমলতা প্রযুক্ত স্বাস্থ্যরস পরমোত্তম পৃথিবীর রস সূচনা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জানিবে। ৮১। যিনি শ্রীহরির স্মরণ বশতঃ দেহের জন্মমরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসার ধর্ম্ম কর্তৃক বিমোহিত না হন, তিনিই ভাগবত প্রধান। ৮২। ত্রিলোকরাজ্য লাভ উপস্থিত হইলেও ইন্দ্রাদিদেব-বৃন্দের অশেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লবনিমেষাঙ্ক কালের জন্যও যিনি বিচলিত না হন, ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য। ৮৩। বিষয় কামনা দ্বারা চিত্ত সন্তাপিত হয় সত্য বটে; কিন্তু ভগবৎ সেবা পরায়ণ ব্যক্তিগণের চিত্ত ঐ প্রকার সন্তপ্ত হয় না, যেমন চন্দ্র

ন চ্যবন্তে হি যদুভ্যো মহত্যাং প্রলয়াপদি ।

অতোহচ্যুতোহখিলে লোকে স একঃ সর্বগোহব্যয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।

বিষ্ণুভক্তিসমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥ ৮৬ ॥

যস্তাপ্যনন্তে জগতামধীশে

ভক্তিঃ পরা যাদবদেবদেবে ।

তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ

পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর ॥ ৮৭ ॥

শূদ্রং বা ভগবদুভ্যো নিষাদং স্বপচং তথা ।

বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যো স যাতি নরকং ধ্রুবং ।

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ ।

প্রসাদস্বমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্তান্নসংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

উদিত হইলে আর সূর্যের উত্থাপ থাকে না, সেইরূপ ভগবান্
ত্রিবিক্রমের পদাঙ্গুলিনখচন্দ্রিকা দ্বারা উপাসকের হৃদয়তাপ নিবা-
রিত হইলে, সে আর কি প্রকারে উদিত হইবে) ৮৪। শ্রীকৃষ্ণের
ভক্ত সকল মহাপ্রলয়রূপ আপদেও চ্যুত হন না, এই নিমিত্ত সেই
এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিখিললোক মধ্যে অচ্যুত, সর্বগামী ও
অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন) ৮৫। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,
শূদ্র কিংবা অন্ত্যজজাতি যদি বিষ্ণুভক্তি যুক্ত হয়, তাহা হইলে
তাহাকে সর্বোত্তম বলিয়া জানিতে হইবে) ৮৬। অনন্ত, জগদীশ্বর,
যাদবদেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, ত্রিলোকমধ্যে
তাহা অপেক্ষা অগ্নি আর উৎকৃষ্ট পাত্র নাই। ৮৭। (ভগবদুভ্যো
যদি শূদ্র অথবা চণ্ডাল কিংবা ধীবর কিংবা ব্যাধ জাতি হয়, তথাপি
তাহাকে নীচ জাতি রূপে দর্শন করিবে না, যে ব্যক্তি ভগবদুভ্যোকে
সামান্যজাতি দর্শন করে, নিশ্চয় তাহাকে নরকে গমন করিতে হইবে
অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতাজন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতোষ করিবে,

ন মে প্রিয়শ্চতুর্বেদী মদুভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
 তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথা হুহং ॥৮৯॥
 সতর্ভূকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা ।
 সমুদ্বরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতং ॥ ৯০ ॥
 সক্ষীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে ।
 শ্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥ ৯১ ॥
 বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 চণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৯২ ॥
 শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকবিপ্রমবৈষ্ণবং ।
 বৈষ্ণবো বর্ণবাহোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥ ৯৩ ॥

তাহাতেই বিষ্ণু সুপ্রসন্নবদন হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৮৮ ।
 শ্রীভগবান্ কহিলেন, সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব এই বেদচতুর্কয়যুক্ত
 ব্রাহ্মণ যদি আমার ভক্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয়
 হইতে পারেন না, শ্বপচও যদি আমার ভক্ত হন, তাহা হইলে
 সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় । উক্ত মৎপ্রিয় শ্বপচকেই দান করিবে
 এবং তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে । আমি যে রূপ পূজ্য,
 সেই শ্বপচও আমার গায় সর্বলোকপূজ্য । ৮৯ । সধবা বা বিধবা
 যে কোন স্ত্রী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, সে নিজের একশত এক
 কুলকে উদ্ধার করে । ৯০ ! যে সমস্ত মানব মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের
 প্রতি ভক্তি করেন, তাঁহারা বর্ণসঙ্কর জাতি হইলেও পরম পবিত্র ।
 আর যাহারা শ্রীজনার্দনের প্রতি ভক্তি না করে, তাহারা যথোক্ত
 লক্ষণাক্রান্ত কুলীন হইলেও শ্লেচ্ছ তুল্য হইয়া থাকে । ৯১ । যে সকল
 মনুষ্য বিষ্ণুভক্তিবিহীন, সেই সকল মনুষ্যকে চণ্ডাল বলা যায় ।
 চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হন, তাহা হইলে সেই চণ্ডাল সর্বা-
 পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৯২ । বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণকে শ্বপাকতুল্যবোধেও
 নিরীক্ষণ করিবে না ; তদপেক্ষাও নীচ বলিয়া নিরীক্ষণ করিবে । বৈষ্ণব

ন শূদ্রা ভগবদ্বক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ ।

সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥ ৯৪ ॥

সত্ৰযাজিসহশ্ৰেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ।

সর্ববেদান্তবিৎকোটিা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ।

বৈষ্ণবানাং সহশ্ৰেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ।

একান্তিনস্ত পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ ৯৫ ॥

বিপ্রাদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ

পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং গরিষ্ঠং ।

মন্যে তদর্পিতমনো বচনে হিতার্থ

প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৯৬ ॥

অন্ত্যজ জাতি হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন । ৯৩ । ভগবদ্বক্তগণ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হন না ; তাঁহারা ভাগবত বলিয়া গণ্য । যাহারা জনাৰ্দ্দনের প্রতি ভক্তি করে না, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র । ৯৪ । সহস্র যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইতে এক সর্ববেদান্তপারগ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ । কোটি সর্ববেদান্তবেত্তা ব্রাহ্মণ হইতে এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ । সহস্র বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব) হইতে এক একান্ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ । যাহারা একান্ত বৈষ্ণব তাহারাই পরমপদ (বৈকুণ্ঠধাম) প্রাপ্ত হন । একান্তিতা ব্যতীত কোন বৈষ্ণব পরমপদ প্রাপ্ত হন না । ৯৫ । সত্য, দম, তপঃ, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, শ্রুত, ব্রত, এই দ্বাদশ গুণাশ্রিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দে বিমুখ হন, তবে তাঁহা অপেক্ষা যে চণ্ডালের মনঃ, বাক্য, কৰ্ম্ম, ধন ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণেই সমর্পিত হইয়াছে, সেই চণ্ডাল ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু সেই চণ্ডাল কৃষ্ণরতিপ্রভাবে স্বকুল পবিত্র করিতে পারে । উক্ত দ্বাদশগুণ ভূষিত হরিভক্তিবিহীন ভূরিগর্ববান্ ব্রাহ্মণও নিজাত্মা পবিত্র করিতে পারে না ; তখন তিনি স্বকুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন । ফলতঃ কৃষ্ণভক্তিবিহীন

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনর্থঃ

বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।

অত্যদ্বুতং যচ্চরিতং স্তমঙ্গলং

গায়ন্তি আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ৯৭ ॥

অপি চেৎ স্তুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।

সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯৮ ॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯৯ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্যঃ পাপযোনয়ঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিং ।

কিং পুনরাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥ ১০০ ॥ X

মনুষ্যের গুণ কেবল গর্বনিমিত্তই হইয়া থাকে, আত্মশোধনর্থ হয় না ; সুতরাং সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম । ৯৬ । যাঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন একান্ত ভক্ত, মুক্ত পুরুষ সকলের সেবা করতঃ নিষ্কাম হইয়াছেন ; এই হেতু কেবল অদ্বুত স্তমঙ্গলময় ভগবচ্চরিত্র গান করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা অণু আর কোন বাঞ্ছাই করেন না । ৯৭ । (ভগবান অর্জুনকে কহিলেন, যত্বপি কোন দুরাচার ব্যক্তিও অনন্য (দেবতাস্তর ভাবত্যাগী) ভক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, সে ব্যক্তিও সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিবিশিষ্ট ও সাধু বলিয়া মান্য হইবে ।) ফলিতার্থ এই যে, ভগবানে যাঁহার অনন্য ভক্তি হয়, তাঁহার অন্তরে কি বাহিরে কোনরূপ দুরাচার থাকিতে পারে না । অতএব অনন্য ভক্ত সম্পূর্ণ দুরাচার রহিত, পরম নিষ্পল । ৯৮ । অতএব তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইবেন, ও নিত্য শান্তি লাভ করিতে থাকিবেন । হে কুন্তীনন্দন ! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না । ৯৯ । যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাঁহারা যদি চণ্ডালাদি নীচ জাতি অথবা স্ত্রী, কিংবা বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়, তাঁহা

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ ।
 পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ।
 জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্ধুষ্কিরীদৃশী ।
 দাসোহহং বাহুদেবস্য সর্বান্ লোকান্ সমুদ্বরেৎ ।
 স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ।
 কিং পুনস্তদগতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১০১ ॥
 অথাচারা বহুবিধাঃ শিষ্টাচারানুসারতঃ ।
 শ্রীবৈষ্ণবানাং কৰ্ত্তব্যং লিখ্যন্তেহত্র সমাসতঃ ॥ ১০২ ॥

অথাচারাঃ ।

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধান্ বৃদ্ধাচার্যাংস্তথার্চয়েৎ ।
 দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেত্তথা ।
 প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ স্নগন্ধিশ্চারুবেশধ্বক্ ।
 কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেৎ নান্নমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ ।

ইহলেও তাহারা পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে
 পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ভক্তের পক্ষে আর সন্দেহ
 কি ? ১০০ । শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণব সকল কখনও পাপকার্য্যে লিপ্ত
 হন না । সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া সকল লোক পবিত্র করেন ।
 সহস্র জন্মান্তরের পর “আমি বাহুদেবের দাস” যাহার এই মত
 বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই মহাত্মা সমস্ত লোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন
 এবং তিনি বিষ্ণুর সালোক্য (বিষ্ণুসহ এক লোকে বাস) প্রাপ্ত হন,
 ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । আর যে সকল জিতেন্দ্রিয় পুরুষের
 শ্রীকৃষ্ণগতজীবন সেই সকল ভাগ্যবানের কথা আর কি বলিব । ১০১ ।
 অনন্তর আচার সকল বলিতেছেন । শিষ্ট সকলের আচারানুসারে
 আচার অনেক প্রকার । অতএব এই গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণবগণের কৰ্ত্তব্য
 আচার সকল সংক্ষেপে লিখিতেছি । ১০২ । দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ,
 সিদ্ধগণ, বয়স ও জাতি বিজ্ঞাদ্বারা বৃহত্তর এবং গুরুবর্গকে অর্চনা

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রয়ান্নান্দোষানুদীরয়েৎ ।
 নান্দ্ভাশ্রয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ।
 ন দুৰ্দ্ধবানমারোহেৎ কুলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ।
 বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্ত বহুবৈরাতিকীটকৈঃ ॥ ১০৩ ॥
 নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে জনেশ্বর ।
 প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেমারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥ ১০৪ ॥
 ন কুর্যাদন্তসংঘর্ষং ন কুঞ্চীয়াচ্চ নাসিকাং ।
 নাসম্বৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাসকাশৌ বিবৰ্জয়েৎ ।
 নোষ্ঠৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্জেৎ পবনং ত্বধঃ ।
 নখান্নবাদয়েচ্ছিন্দ্যান্নতৃণং ন মহীং লিখেৎ ।
 ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্ট্রান্ গৃহীয়াদ্বিচক্ষণঃ ।
 জ্যোতীংষ্যমেধ্যা শস্তানি নাভিবীক্ষ্যেত চ প্রভো ।
 ন হৃক্ষুর্য্যচ্ছবং চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥ ১০৫ ॥

অর্থাৎ প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করিবে। তাঁহাদিগকে দুই সন্ধ্যা
 নমস্কার করিবে। সন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা করিবে। অলঙ্কৃতামল-
 কেশ ও সুগন্ধিশালী হইবে। সুন্দর-পবিত্র বেশ ধারণ করিবে
 কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না। অল্প পরিমাণেও অপ্রিয় বাক্য
 বলিবে না। X মিথ্যা বাক্য প্রিয় হইলেও তাহা বলিবে না। পরদোষ
 কীর্তন করিবে না। গুৰ্ব্বাদি ব্যতীত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে
 না। কাহার সহিত বৈরতা ইচ্ছা করিবে না। ভগ্নস্থানে আরোহণ
 করিবে না। কুলবৃক্ষের ছায়ায় বসিবে না। বিদ্বেষ প্রাপ্ত, পতিত
 উন্মত্ত, বহুজনের সহিত শত্রুতা বিশিষ্ট এবং অতিশয় কীটতুল্য
 পীড়ক ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করিবে না। ১০৩। একাকী পথে
 গমন করিবে না। জলের বেগে অগ্রে অবগাহন করিবে না।
 প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিবে না। বৃক্ষশিরে আরোহণ করিবে
 না। ১০৪। দন্তে দন্তে সঙ্ঘর্ষণ, মল প্রভৃতির অপসরণ জন্য সর্বদা

চতুষ্পথং চৈত্যতরুং শ্মশানোপবনানি চ ।
 দুষ্কৃত্রীসন্নিকর্ষণং বর্জয়েন্নিশি সর্বদা ।
 পূজ্যদেবদ্বিজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ ।
 নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্নজিহ্বাং রোচয়েদ্বুধঃ ।
 উপসর্পেন্নচ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্ঠেন্নচোখিতঃ ।
 যথেষ্ট ভোজকাংশ্চৈব তথা দেবপরাঙ্মুখান্ ।
 বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।
 অতীবজাগরস্বপ্নৌ তদ্বৎস্থানাসনে বুধঃ ।
 ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ।
 দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাক্তো দূরেণ বর্জয়েৎ ।
 অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরো বাতাতপৌ তথা ।
 ন স্নায়ান্নস্বপেন্নগ্নৌ নচৈবোপস্পৃশেদ্বুধঃ ।
 মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদেবাদ্যর্চ্যঞ্চ বর্জয়েৎ ।
 নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্তেত দ্বিজবাচনকে জপে ॥ ১০৬ ॥

নাসিকাকর্ষণ, মুখাবরণ পূর্বক জস্তগ করিবে না । শ্বাস-কাশ পরিত্যাগ করিবে না । উচ্চ হাস্য, শব্দ সহকারে অধোবায়ু ত্যাগ, নখবাণ্ড, নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন ও ভূমিতে লিখন করিবে না । দন্ত দ্বারা শ্মশ্রু (দাড়ি গোঁপ) চ্ছেদন ও লোষ্ট্র গ্রহণ করিবে না । অশুচি অবস্থায় সূর্যাদি জ্যোতিঃ সকলকে নিরীক্ষণ করিবে না । অমেধ্য ও অমঙ্গল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না । হৃঙ্কার করিবে না । শব এবং শবগন্ধকে নিন্দা করিবে না । ১০৫ । চতুষ্পথ, চৈত্যতরু অর্থাৎ বদ্ধবেদিক পূজ্য বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন এবং দুষ্কৃত্রী স্ত্রীর সান্নিধ্য সর্বদা রাত্রিতে বর্জন করিবে । পূজ্য, দেব, ব্রাহ্মণ ও প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করিবে না । কোন নীচ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না । কাহাকেও কোটিল্য শিক্ষা দিবে না । সর্পের নিকট গমন, উখিত হইয়া, বহুক্ষণ অবস্থিতি করিবে না । বহু ভোজনকারী দেব

ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেবৈব চোপ্থিতঃ ।
 পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ ॥ ১০৭ ॥
 আসনং ভোজনং বস্ত্রং পানং ভজনমেব চ ।
 তত্ত্বং সময়মাজ্জায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ ।
 শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্বদা প্রিয়মাচরেৎ ।
 পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্মৃৎ স পুত্রঃ কুলপাবনঃ ।
 ঔদ্ধত্যং পরিহাসম্ভা তদ্বজ্র্যং বহুভাষণং ।
 পিত্রোরগ্রে ন কুৰ্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং ।
 মাতরং পিতরং বীক্ষ্য উত্তিষ্ঠেচ্চ সসংভ্রমঃ ।
 বিনাজ্জয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ।

পরাঙ্গুখ ও বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াবিহীন মনুষ্য সকলকে দূরে বর্জন
 করিবে। অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, উচ্চ স্থান, উচ্চাসন,
 উচ্চশয্যা, অতিশয় ব্যায়াম, অতিশয় কায়িক পরিশ্রম বর্জনীয়।
 বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দংষ্টি ও শৃঙ্গিজন্তুকে দূরে পরিহার করিবে। হিম,
 সম্মুখ বায়ু, রৌদ্রকে স্পর্শ করিবে না। নগ্ন (উলঙ্গ) হইয়া স্নান,
 নগ্ন হইয়া শয়ন, নগ্ন হইয়া কোন দ্রব্য স্পর্শ করিবে না। মুক্তকচ্ছ
 (কাচা খুলিয়া) হইয়া আচমন করিবে না। মুক্তকচ্ছ হইয়া দেবাদির
 পূজা করিবে না। স্বস্তিবাচনাদি কৰ্ম্ম ও জপ এক বস্ত্র হইয়া করিবে
 না। ১০৬। স্নানান্তর আর্দ্র কেশ কম্পিত ও উত্তিত হইয়া আচমন
 করিবে না। পদের দ্বারা পদ আক্রমণ এবং পূজ্য ব্যক্তির সম্মুখে
 পাদপ্রসারণ করিবে না। ১০৭। বসিবার সময় আসন, ক্ষুধায় ভোজন,
 পরিধান বসন, পিপাসায় পানীয় জল সদা সর্বদা ভক্তি প্রদর্শন
 দ্বারা জনক জননীর সন্তোষ উৎপাদন করিবে। পিতা মাতার প্রতি
 সর্বদা মৃদু বাক্য প্রয়োগ এবং সর্বক্ষণ তাঁহাদিগের প্রিয় আচরণ
 দ্বারা আজ্ঞানুবর্তী হইলেই, সেই পুত্র তদীয় কুল পবিত্র করিতে
 সমর্থ হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পুত্র আপনার

বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং ।
 স বাতি নরকং ঘোরং সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ।
 অহং মহাত্মা ধনবান্ মত্তুল্যঃ কোহস্তি ভূতলে ।
 ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ ।
 মাতরং পিতরং পুত্রদারানতিথিসোদরান্ ।
 হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ।
 দূরাদ্বনং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতং ।
 অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্বমাগতঃ ॥ ১০৮ ॥
 অপসব্যং নৈবগচ্ছেদেবাগারচতুষ্পথান্ ।
 মাস্কল্যপূজ্যাংশ্চ তথা বিপরীতান্নদক্ষিণাং ।
 সোমাক্ষ্যাম্বুষ্বাযুনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখং ।

কামনা করে, সে জনকজননীর সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ, কোনরূপ পরিহাস ও বাচালতা পরিত্যাগ করিবে । মাতা পিতাকে দর্শন করিবা-
 মাত্র প্রণতিপূর্বক সসন্ত্রমে উত্তিত হইবে ; তাঁহাদের অনুমতি বিনা
 উপবেশন করিবে না ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালনে রত থাকিবে । বিজ্ঞা
 কি ধনমদে উন্মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা
 করে, সেই মূঢ় সর্বধর্ম বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে ।
 আমি মহাত্মা, আমি ধনবান্, আমার সমান এই পৃথিবীতে আর কে
 আছে, এইরূপ চিত্তের ইচ্ছাকেই পণ্ডিতগণ ‘মদ’ বলিয়া ব্যাখ্যা
 করিয়াছেন । কণ্ঠগত প্রাণ হইলেও গৃহী ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র,
দার, সোদরগণ ও অতিথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে
না । দূরদেশ হইতে পথশ্রান্ত ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিই অতিথি
 বলিয়া গণ্য হন । পূর্বাগত ব্যক্তি অতিথি বলিয়া গণ্য হইবেন
 না । অতিথি যে দিবস আগমন করিবেন, সেই দিবসেই গমন
 করিবেন । “অতিথি দেবো ভব” এই শ্রুতিবাক্যানুসারে অতিথিকে
 দেবতার সমান জ্ঞান করিতে হইবে । ১০৮ । দেবাগার ও চতুষ্পথকে

কুর্য্যাৎস্ৰীবনবীন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ।
 তিষ্ঠন্নমুত্রয়েত্তদ্বৎ পন্থানং নাবমুত্রয়েৎ ।
 শ্লেষ্মা বীন্মূত্ররক্তানি সর্বদৈব ন লজ্জয়েৎ ।
 শ্লেষ্মাস্ৰীবনকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্ততে ।
 বলিমঙ্গলজপাদৌ ন হোমে ন মহাজনে ।
 যোষিতো নাবমুত্রেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ ।
 অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্বদ্বশৌচকাদিষু ।
 অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাৎপরাগাদিকে তথা ॥ ১০৯ ॥
 বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ ।
 শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানংকঃ সদা ব্রজেৎ ।
 প্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ ।
 শ্রেয়স্তদ্রহিতং বাচ্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ং ।
 প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্রচ ।
 কন্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ১১০ ॥

প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না । মাঙ্গল্যদ্রব্য অর্থাৎ মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ ও জলপূর্ণঘটাদি এবং গুরু, বিপ্র, ধেনু ও বৃদ্ধগণকে প্রদক্ষিণ পূর্বক যাইবে । অমাঙ্গল্যাদিকে প্রদক্ষিণ না করিয়াই গমন করিতে হইবে । চন্দ্র, সূর্য্য অগ্নি, জল, বায়ু ও পূজ্য সকলের সম্মুখে স্ৰীবন (থুথু), মলমূত্র ত্যাগ করিবে না । দণ্ডায়মান হইয়া পথে মূত্রত্যাগ করিবে না । শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা, মূত্র ও শোণিত কখনই লজ্জন (ডিঙ্গান) করিবে না । ভোজনকালে শ্লেষ্মা ও স্ৰীবন ত্যাগ অপ্রশস্ত । পূজা, মঙ্গল-জপাদি ও হোমকালে তথা মহাজনের সম্মুখে শ্লেষ্মা, স্ৰীবন বিসর্জন অকর্তব্য । স্ত্রীলোকগণকে অবমান ও বিশ্বাস করিবে না । অকালগর্জ্জনে, অষ্টমী প্রভৃতি পর্ব সকলে, অশৌচ ও গ্রহণাদিতে পণ্ডিতব্যক্তি বেদাধ্যয়ন বা অধ্যাপন করিবেন না । ১০৯ । ষষ্টি এবং রৌদ্রে ছত্রধারণ, রাত্রিকালে

অসাবহমিতি ক্রয়াদ্বিজো বৈ হ্যভিবাদনে ।
 শ্রাদ্ধং ব্রতং জপং দানং দেবতাত্ত্বচনং তথা ।
 যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্বন্তুং নাভিবাদয়েৎ ।
 তথাস্নানং প্রকুর্বন্তুং ধাবন্তুমশুচিস্তথা ।
 ভুঞ্জানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসস্তথা ।
 ভিক্ষান্নধারণং চৈব রমন্তুং জলমধ্যগং ।
 কৃত্যভিবাদনো যস্ত ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনং ।
 নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ১১১ ॥
 অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জয়েৎ ।
 অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক ।
 কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনং ।
 পূর্বাহ্ন এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণং ॥ ১১২ ॥

ও অরণ্যগমনে দণ্ডগ্রহণ করিবেন । শরীররক্ষণকামী ব্যক্তি ভ্রমণ-
 কালে সর্বদা পাছুকা ধারণ করিবে । প্রিয় বলিলে ইহা হিতকর
 হইবার সম্ভব নয়, এরূপ বিবেচনা পূর্বক সেই প্রিয়বাক্যও কহিবে
 না । যদি অত্যন্ত অপ্রিয় ও হয়, অথচ যাহাতে অনিষ্ট নাই, এরূপ
 শ্রেয়োজনক বাক্য কহিবে । ফলতঃ ইহলোকে ও পরলোকে প্রাণি-
 গণের উপকার জন্য যাহা হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৰ্ম্ম, মনঃ,
 বাক্যদ্বারা তাহাই করিবেন । ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিবার সময়
 “এই আমি অভিবাদন করিতেছি” ইহা কহিবে । শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ,
 দান, দেবতাত্ত্বচন, যজ্ঞ ও তর্পণকারীকে অভিবাদন করিবে না ।
 স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্রে গমন করিতেছেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিতে
 নাই । অশুচি. ভোজনকারী, শয়ান, অভ্যক্ত মস্তক, ভিক্ষান্নধারী,
 রমমাণ, জলমধ্যস্থ ব্যক্তি স্বয়ং কৃত্যভিবাদন হইলেও এই সকলকে
 প্রত্যভিবাদন করিবে না । তিনি তৎ তৎকালে অভিবাদনের যোগ্য
 নহেন ; যেক্ষণ শূদ্র, তিনিও ততৎকালে সেইরূপ জানিতে হইবে । ১১১

পরশ্ব দণ্ডং নোদয়চ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ ।
 নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ স্নাতকী কচিৎ ।
 নচাপি রক্তবাসাঃ স্খাচ্চিত্রবাসধরোহপি বা ।
 ক্ষুরকর্শ্মণি চান্তে চ স্ত্রীসন্তোগে চ পুত্রক ।
 স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥ ১১৩ ॥
 শৌচকালেষু সর্বেষু গুরুষুল্লেষু বা পুনঃ ।
 ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ ।
 দেবতাতিথিসচ্ছাস্ত্রযজ্ঞসিদ্ধাদিনিন্দকৈঃ ।
 কুত্বা তু স্পর্শনালাপং শুদ্রৈর্দেবকীবলোকনাৎ ।
 অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজান্ পতিতং শঠং ।
 বিধর্ম্মিসূতিকাষণচবিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ১১৪ ॥

অসতের সহিত আলাপ, মিথ্যাবাক্য, পরনিন্দা, মায়াবাদরূপ অসৎ-
 শাস্ত্র, অসতের সহিত বাদ, অসৎসেবা বর্জন করিবে। কেশ-
 সংস্কার, আদর্শে মুখ দর্শন, দেবতাদিগের তর্পণ, এই সমুদায় কার্য্য
 পূর্ব্বাহ্নেই করিবে। ১১২। পরকে কখন দণ্ডপ্রদান করিবে না।
 পুত্র এবং শিষ্যকে শিক্ষার্থ দণ্ডপ্রদান করিবে। অস্নাত ও স্নানো-
 দ্ধত ব্যক্তি কখন গাত্রে অনুলেপন প্রদান করিবে না। হে পুত্র,
 বেদোক্ত সন্ন্যাসগ্রহণবিনা রক্তবস্ত্র ও চিত্র বিচিত্র বসন পরিধান
 করিবে না। ক্ষৌরকার্য্যের ও স্ত্রীসন্তোগের অন্তে এবং শ্মশান
 ভূমিতে গমনপূর্ব্বক প্রাজ্ঞব্যক্তি পরিধৃত বস্ত্রের সহিতই স্নান
 করিবেন। ১১৩। অধিক হউক বা অল্প হউক সকলপ্রকার শৌচ
 কালে শৌচ নিমিত্ত বিলম্ব করিবে না। মুখের দ্বারা পাকার্থ
 অগ্নিতে ধমন অর্থাৎ 'ফুঁ' দিবে না। দেবতা, অতিথি, শ্রীমদ্ভাগ-
 বতাদি সৎশাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধব্যক্তি প্রভৃতির নিন্দাকারীকে স্পর্শ
 বা তাহার সহিত আলাপ করিবে না, দৈবাৎ করিলে সূর্য্য দর্শন
 পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। এবং রজস্বলা, চণ্ডাল, পতিত, শব, বিধর্ম্মি,

যচ্চাপি কুর্ব্বতো নাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক ।
 তৎকর্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ।
 উপাসতে ন যে পূর্বাং দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাং ।
 সর্বাংস্তান্ ধান্মিকো রাজা শূদ্রকস্মিণি যোজয়েৎ ।
 স্ত্রবাসিনী গুর্বিণীশ্চ বৃদ্ধং বালাতুরৌ তথা ।
 ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ।
 বর্জয়েদধিশক্তুঞ্চ রাত্রৌ ধানাংশ্চ বাসরে ।—
 গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহ সারিকা ॥ ১১৫ ॥
 ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ব্রহ্মস্বং চ নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন ।
 ন বিষং বিষমিত্যাভ্রব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে ।
 দেবস্বং বাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ ।

সূতিক!, নপুংসক, বিবস্ত্র ও যবনাদিকে অবলোকন করিলে সূর্য্য-
 দর্শনে পরিশুদ্ধ হইবে। ১১৪। হে পুত্র! যে কস্মাচরণে মনো-
 গ্লানি হয় না এবং মহাজনের সন্নিধানে গোপনীয় নহে, নিঃশঙ্ক
 ভাবে সেই সমস্ত কস্ম করিবে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা
 বা সায়াংসন্ধ্যার উপাসনা না করে ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতি সেই সমস্ত
 ব্রাহ্মণকে শূদ্রের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। গৃহিব্যক্তি স্বগৃহস্থিতা
 বিবাহিতা কন্যা, গুর্বিণী, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর, ইহাদিগকে অগ্রে
 সংস্কৃতান্নের দ্বারা ভোজন করাইয়া, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করি-
 বেন। রাত্রিতে দধি, শক্তু (ছাতু) ভক্ষণ করিবে না ও দিবায়
 ভ্রষ্ট (ভাজা) যবাদি আহার করিবে না। যে ব্যক্তি ঐ বিধি
 উল্লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি পরমায়ুহীন ও অলক্ষ্মীবান্ হয়। গৃহী-
 ব্যক্তি গৃহে পারাবত (পায়রা) ও সারিকা সহ শুকপক্ষী (টিয়া)
 সকলকে রক্ষা করিবে। উহারা গৃহস্থের মঙ্গলকারী। ১১৫। হে
 দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া কহিতেছি যে, কখনই

ন ধর্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ত্রতঞ্চরেৎ ।
 ত্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন্ স্ত্রীশূদ্রদন্তনং ।
 দেবদ্রোহাদ্গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটীগুণাধিকঃ ।
 জ্ঞানাপবাদনাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকং ॥ ১১৬ ॥
 নিন্দয়েদ্যো গুরুন্ দেবান্ বেদং বা সোপবৃংহণং ।
 কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ ।
 তুষণীমাসীত নিন্দায়াং ন ক্রয়াৎ কিঞ্চিদুভরং ।
 কর্ণে পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ।
 বর্জয়েদ্বৈ রহস্তঞ্চ পরেয়াং গৃহয়েদ্বুধঃ ।
 বিবাদং স্বজনৈঃ সার্কং ন কুর্যাদ্বৈ কদাচন ।
 নাভিপ্রতারয়েদেবান্ ব্রাহ্মণান্ গামথাপি বা ।
 ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রগোব্রাহ্মণানলান্ ।
 ন চৈবান্নং পদাবাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ ।
 নাক্রমেৎ কামতশ্চায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি ॥ ১১৭ ॥

দেবদ্রব্যাপহারী হইবেন না । আপদকাল সমুপস্থিত হইলেও কোন-
 প্রকারে ব্রহ্মস্ব হরণ করিবেন না । বিষকে বিষ বলা যায় না ;
 যেহেতু তাহার প্রতিক্রিয়া আছে ; কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণরূপ বিষের
 প্রতিক্রিয়া নাই । অতএব ব্রহ্মস্বাপহরণ সর্ববাবস্থাতেই বর্জনীয় ।
 এই জ্ঞায়ে কোন কালেই দেবস্বকেও হরণ করিবে না । যত্নের
 সহিত পরিত্যাগ করিবে ॥ ধর্মের ছলে পাপ করিয়া ত্রতাচরণ
 করিবে না । ত্রতেরদ্বারা পাপকে আচ্ছাদন পূর্বক স্ত্রীশূদ্রকে বঞ্চনা
 করিবে না । দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণাধিক ।
 গুরুদ্রোহ হইতে পরমাত্মজ্ঞান শাস্ত্রের খণ্ডন ও নাস্তিকতা কোটি-
 গুণাধিক । ১১৬ । যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা, পুরাণ, আগম ও স্মৃতি-
 শাস্ত্রের সহিত বেদকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি কিঞ্চিদধিক কল্প
 কোটিশতকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে । আপনার নিন্দা উপস্থিত

পরিহর্তুং পুনর্লেখ্যং তত্তৎশাস্ত্রোক্তমনুথা ।

যদত্র লিখিতং কিঞ্চিৎ কৃত্যং মহাত্মাভিঃ ॥ ১১৮ ॥

আচারার্শেচদৃশাঃ সন্তি পরেহপি বহুলাঃ সতাং ।

তে লোকশাস্ত্রতো জ্ঞেয়া অপেক্ষা যদি বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামি-

বিরচিতায়াং শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিণ্যাং

প্রথমস্তরঙ্গঃ ॥ ১ ॥

হইলে তুষ্টীভাব অবলম্বন করিবে, কোন উত্তর প্রদান করিবে না ।
অসহ্য বোধ হইলে কর্ণে হস্ত দিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবে ।
কোন সময়েই নিন্দাকারীকে অবলোকন করিবে না । রহস্ত অর্থাৎ
গোপনীয় বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না । পরানিষ্ট গোপন
করিবে । কখন স্বজন সকলের সহিত বিবাদ করিবে না । হে
বিপ্রগণ ! দেব, ব্রাহ্মণ, গো, ইহাদিগকে প্রতারণা করিবে না ।
উচ্ছিষ্ট হস্ত হইয়া গো, ব্রাহ্মণ এবং অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না । অন্ন
আর দেবপ্রতিমাকে পদদ্বারা স্পর্শ করিবে না । ইচ্ছা বশতঃ
ব্রাহ্মণ এবং গো সমূহের ছায়া আক্রমণ করিবে না । ১১৭ । শ্রীবিষ্ণু
পুরাণাদিস্থিত শ্লোকনিচয়ের পাঠ পরিবর্তন করিবার জন্ত, যাহা
পুনর্লিখন হইয়াছে ও তত্তৎশাস্ত্রোক্ত শ্লোক পরিত্যাগ এবং কোন
স্থলে অন্যত্রস্থিত শ্লোকপাদের অন্যত্র সংযোজনা পূর্বক, এই গ্রন্থে
আমি যাহা লিখিয়াছি, মহাত্মা সকল আমার সেই দোষ ক্ষমা
করিবেন । ১১৮ । সাধুগণের এইরূপ উচ্চাবচ আচারাপেক্ষা আরও
বহুল আচার আছে, বৈষ্ণব সকলের যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে
সেই সমুদায় লোকাচার শাস্ত্রানুসারে জানিয়া লইবেন । ১১৯ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিবিরচিত

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গ

সম্পূর্ণ হইল ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়তরঙ্গঃ ।

গোবিন্দং পরমানন্দং শ্রীগোপীজনবল্লভং ।

শ্রীরাধারমণং বন্দে পূর্ণব্রহ্মসনাতনং ॥ ১ ॥

শ্রীবংশীবদনং বন্দে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়োত্তমং ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিদং দেবং সৎপরিষৎস্বরঞ্জনং ॥ ২ ॥

ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোখায় কর্তব্যং যদিহে দিনে ।

তৎসর্বং সংপ্রবক্ষ্যামি সাধুনাং হিতকারকং ॥ ৩ ॥

অথ কালনির্ণয়ঃ ।

দিবসস্তাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্মোপদিশ্যতে ।

দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা ।

ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধারমণ, গোপীজন বল্লভ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, পরমানন্দ গোবিন্দকে আমি প্রণাম করি । ১ । শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিপ্রদানকারী, সৎসভা স্বরঞ্জন, দেব বংশীবদনকে আমি বন্দনা করি । ২ । ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শয্যা হইতে গাত্রো-
থান পূর্ব্বক, সজ্জনগণের প্রাত্যহিক যে সকল কর্তব্যকার্য্য, সাধু-
রূন্দের হিতকর সেই সকল কার্য্য আমি সম্যক্‌প্রকারে বর্ণনা করিতে
অগ্রসর হইতেছি । ৩ । অথ কালনির্ণয়ঃ— দিবসের প্রথম, দ্বিতীয়,
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টমাংশ কালের কৃত্য
সকল শাস্ত্রে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপদেশ করিতেছেন । “অত্র দিন
পদং ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তাদিপ্রদোষান্তকালপরং ।” অর্থাৎ এস্থলে “দিবস”
পদটি ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্ত হইতে প্রদোষান্তকালপর জানিতে হইবে । ৪ ।

ত্রিযামাং রজনীং প্রাহৃত্যভ্যাদ্যন্তচতুর্কয়ং ।

নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যো দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥ ৫ ॥

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যন্তৃতীয়কঃ ।

স ব্রাহ্ম্য ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥ ৬ ॥

চতশ্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে ।

যতীনাং স্নানকালোহয়ং গঙ্গান্তঃ সদৃশঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥

উদয়াভু মুহূর্ত্তাংশ্রীন্ প্রাতঃ শব্দেন উচ্যতে ।

মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ শ্রাদ্ধপরাহুস্ততঃ পরং ।

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ শ্রাদ্ধাঙ্কং তত্র ন কারয়েৎ ॥ ৮ ॥

অথ নিত্যকৃত্যানি ।

ব্রাহ্ম্যো মুহূর্ত্তে চোখায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ ।

প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ ।

আচম্য বসনং রাত্রেষুভ্যাত্ম্যং পরিধায় চ ।

পুনরাচমনে কুৰ্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥ ৯ ॥

পণ্ডিত সকল সূর্য্যাস্তের পর চারিদণ্ড ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড
পরিত্যাগ পূর্ব্বক রজনীকে ত্রিযামা (ত্রিপ্রহরাংশিকা) বলিয়াছেন ।
অতএব দিবসের আশু চারিদণ্ড এবং অন্ত্য চারিদণ্ড সন্ধ্যাকাল ॥ ৫ ॥
রাত্রির শেষপ্রহরের ত্রিমুহূর্ত্ত (দিবারাত্রের ত্রিংশভাগকে মুহূর্ত্ত
বলে) । কাল ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তকাল বলিয়া বিখ্যাত । সেই সময় নিদ্রা
হইতে জাগরণের সময় বলিয়া বিহিত হইয়াছে । ৬ । রাত্রি চারিদণ্ড
থাকিতে অরুণোদয় কাল । সেই কালে সামান্য জলও গঙ্গাজলের
সমান হয়, এইজন্য যতিগণ সেই সময় স্নান করিয়া থাকেন । ৭ ।
সূর্য্যোদয় হইতে ত্রিমুহূর্ত্তকাল প্রাতঃকাল । তাহার পর ত্রিমুহূর্ত্ত
কাল মধ্যাহ্ন কাল । তদনন্তর ত্রিমুহূর্ত্তকাল অপরাহ্ন কাল । তৎপর
ত্রিমুহূর্ত্তকাল সায়াহ্নকাল । ঐ কালে শ্রাদ্ধ করিতে নাই । ৮ ।
অনন্তর নিত্যকৃত্য সকল বলিতেছেন । ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে অর্থাৎ অরুণোদয়-

তত্র শ্রীভগবতা চৈতন্যদেবেনোক্তং

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনং ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং ॥ ১০ ॥

অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূৰ্দ্ধি ধ্যায়া ওরোঃ পদে ।

স্তুত্বা চ কীর্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরণশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥ ১১ ॥

কালে শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের উক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন অর্থাৎ “কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ইত্যাদি জগন্নাথ নাম কীর্তন করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক হস্তপদ প্রক্ষালনানন্তর দস্তধাবন করিবে । তদনন্তর আচমন করিয়া রাত্রির বসন বর্জন পূর্বক অপর বসন পরিধান করতঃ অগ্রে যে আচমনের বিধি লেখা হইবে, তদনুসারে পুনর্ববার বারদ্বয় আচমন করিবে । ৯ । ভগবান্ চৈতন্যদেবের উক্ত শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীৰ্ত্তনের গূঢ়ার্থ এই—বিপদ, বিস্ময় ও আনন্দস্থলে এক নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করায় দোষ হয় না । “বিপদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিত্বিরুক্তির্ন দৃশ্যতে ।” এই অভিপ্রায়ে ভক্তাবতার ভগবান্ চৈতন্যদেব এক “কৃষ্ণ” নাম বার বার উল্লেখ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার ভজনহীন বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিও না । তুমি জগন্নাথ ; অতএব স্বনামের সার্থকতা সম্পাদন নিমিত্ত কৃপা পূর্বক আমার স্বদাসরূপে গ্রহণ কর ; হে কৃষ্ণ ! আমায় রক্ষা কর ; এই দুঃস্থ কলিকালে তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও রক্ষাকর্তা দেখিতে পাই না । হে কৃষ্ণ ! সকল কালেই তুমিই একমাত্র ভুবনের রক্ষাকর্তা, গতি এবং সুখদাতা । বিপদে, বিস্ময়ে ও আনন্দে সকল অবস্থাতেই তুমি আমার, আমি তোমার । এই জন্য বার বার তোমায় ডাকিতেছি । ১০ । অনন্তর অন্তর্বাহাশুদ্ধি কামনা পূর্বক মস্তকোপরি শ্রীগুরুদেবের

অথ গুরুধ্যানং ।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাঙ্গে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং ।

প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্মামপূর্বকং ।

নমোহস্ত গুরবে তস্মাদিচ্ছদেবস্বরূপিণে ।

যস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং ॥ ১২ ॥

অথ গুরুস্তোত্রং ।

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহিনা ।

দক্ষং মাং কালদর্শকং ত্বামহং শরণং গতং ॥ ১৩ ॥

অথ গুরুপ্রণামঃ ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুভ্যনমঃ ॥

অথ আচার্য্যঃ ।

অহং কৃত্যমিহ তস্যোহস্মি ত্রৈলোক্যেহি ন শোকভাকৃ ।

কৃত্যমিহ কৃত্যমিহ নিত্যমুত্তমং স্বভাববান্ ।

সমেষাং কৃত্যমিহ স্বকৃৎ স্মৃতিস্মাত্রবপুর্ভবান্ ।

কৃত্যমিহ কৃত্যমিহ কৃষ্ণ নশ্বত্বাজ্জাবলাভব ।

পাদশ্লোকদ্বয়ানুসারে তদীয় স্তব করতঃ আত্মচিন্তা পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের
কীর্তন একান্ত মনোযোগে করিয়া নিম্নলিখিত এই শ্লোক পাঠ করিবে । ১১ ।
শ্রীকৃষ্ণের পাদশ্লোক প্রাতঃ অর্থাৎ অরুণোদয়কালে “শ্রীগুরু” নাম
উচ্চারণ করিয়া শিরস্থিত গুরুপদ্মোপরি দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, প্রসন্ন-
বদন, শান্তমুখী ইত্যদেবকে স্মরণ করিবে, ইচ্ছদেব স্বরূপ গুরুকে
প্রণাম করিবে এবং ত্রায়স্ব বাক্যামৃত দ্বারা সংসাররূপ বিষানল নির্বাপিত
হইতে ইচ্ছা করিবে অথ গুরুস্তোত্র । হে গুরো ! হে জগন্নাথ !
আমি জগন্নাথের দক্ষ ও কাল কর্তৃক দর্শ হইয়া তোমার
শরণাগত হইয়াছি । আমাকে ত্রাণ কর । ১৩ । অথ গুরু প্রণাম ।
যিনি জ্ঞানরূপ অজ্ঞানশলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধীভূত মদীয়
নয়নকে উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি । ১৪ ।

অহংতীর্ণোভবং ঘোরং কৃত্যং কিঞ্চিন্নমেহন্তি হি ।
 তথাপি দেহি মে নাথ হ্যাজ্জাং তব নিষেবনে ॥ ১৫ ॥
 মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
 ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যাদাবয়োরন্তরং মহৎ ॥ ১৬ ॥
 দাসভূতো হরেরেবেত্যাদিবাক্যপ্রমাণতঃ ।
 নিত্যদাসস্তবাস্মি চ তৎসেবনোৎসুকঃ সদা ॥ ১৭ ॥
 ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ।
 ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥ ১৮ ॥

অথ আশ্চর্যম্ । যদিও আমি সেই কৃষ্ণরূপ ব্রহ্মেরই অংশভূত জীব
 বলিয়া, তাঁহা হইতে অভিন্ন, শোকপরিশূন্য, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্য-
 মুক্ত, স্বভাবান্বিত যদিও আমার কোন কার্য নাই এবং সংসারে আমি
 বদ্ধ নহি, তথাপি হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ ! আমাকে আপনার নিষেবনে
 আজ্ঞা প্রদান করুন, অর্থাৎ ভবদীয় দাস্ত্রে আমার নিযুক্ত করুন । ১৫ ।
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, হে সখে ! স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ-
 ক্রমে আমার অংশ দ্বিবিধ । স্বাংশক্রমে আমি শ্রীরামনৃসিংহাদি
 রূপে ক্রীড়া করিয়া থাকি । বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যদাসরূপ
 জীবের প্রকাশ । স্বাংশ প্রকাশে মদীয় অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে থাকে ।
 বিভিন্নাংশ প্রকাশে মদীয় পারমেশ্বরী অহংতত্ত্ব থাকে না । সেই জন্য
 জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংতা উদয় হয় । সেই বিভিন্নাংশ তত্ত্ব-
 স্বরূপ জীবের দুইটি অবস্থা । মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা । উক্ত অবস্থায়
 জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য । (ভক্তিবিনোদভাস) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের
 বাক্য হইতে জানা গেল যে, কৃষ্ণের সহিত আমার মহদন্তর । আমি
 জীব, কখনই কৃষ্ণ হইতে পারি না । ১৬ । এবং জীব মাত্রেই
 ভগবান্ হরির দাস ইত্যাদি, শাস্ত্রে প্রমাণ দ্বারা আমি (জীব)
 তাঁহার নিত্য দাস হইতেছি, তজ্জন্য সর্বদাই তাঁহার সেবায় উৎসুক-
 চিন্ত । ১৭ । হে ভগবন্ ! যদ্বারা “আপনি প্রভু ও আমি দাস”

এবঞ্চ হনুমদ্বাক্যৈস্তৎসেবনপরো জনঃ ।

আত্মানঞ্চিস্তয়েদাসং সোহহং দেবো ন ভাবয়েৎ ॥ ১৯ ॥

অথ প্রাতঃস্মরণকীর্তনে ।

স্মৃতেঃ সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে ।

পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং ॥ ২০ ॥

লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব শ্রীনাথ বিষ্ণে ভবদাজ্ঞয়ৈব ।

প্রাতঃ সমুখায় তবপ্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে ॥ ২১ ॥

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ ।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥ ২২ ॥

এই সম্বন্ধ দূরীভূত হয়, ভববন্ধনমোচনকারী সেই মোক্ষে আমার স্পৃহা নাই। ১৮। এই প্রকার শ্রীহনুমানের বাক্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, হরিসেবনপরায়ণ ব্যক্তি, আপনাকে হরির দাসরূপেই ভাবনা করিবেন, কখন আমি সেই দেব হরি, এরূপ ভাবনা করিবেন না। “সোহহং” চিন্তার তাৎপর্য্যই “সোহহং দাসস্তদীয়ঃ” অর্থাৎ সেই আমি তোমার দাস। যে সকল অর্চনপদ্ধতিকার “সোহহং” চিন্তার অর্থ “আমি সেই উপাস্তদেব” স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। ১৯। অথ প্রাতঃস্মরণ ও কীর্তন। যাঁহাকে স্মরণ করিলে নিখিল কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই অজ্ঞ অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মহীন, নিত্যস্বরূপ শ্রীহরির আমি শরণাগত হই। ২০। হে ত্রৈলোক্য চৈতন্যময় ! হে আদিদেব ! হে শ্রীকান্ত ! হে বিষ্ণে ! আমি প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্ব্বক, আপনার আজ্ঞায় আপনার প্রিয় নিমিত্ত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব। ২১। হে হৃষীকেশ ! ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি বটে, কিন্তু সেই ধর্মে আমার প্রবৃতি নাই এবং অধর্ম কাহাকে বলে, তাহাও আমি জানি বটে, তথাপি তাহা হইতে আমার নিবৃতি নাই। আপনি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। আপনি আমার হৃদয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক আমাকে যে ভাবে প্রবৃত্ত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণে দময় মনঃ শময় বিষয়রসতৃষ্ণাং ।

ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ ॥ ২৩ ॥

স্থিতিঃ সেবা গতিযাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ ।

ভূয়াং সর্বাত্মনা বিষ্ণে মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥ ২৪ ॥

বিদম্ভগোপালবিলাসিনীনাং সন্তোগচিহ্নাঙ্কিতসর্বগাত্রং ।

পবিত্রমাম্মায়গিরামগম্যং ব্রহ্মপ্রপদ্যে নবনীতচৌরং ॥ ২৫ ॥

উদগায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমম্পৃশঙ্কনিঃ ।

দধ্মশ্চ নিম্নম্ভনশব্দমিশ্রিতো নিরস্ত্রতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥ ২৬ ॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো

যদুবরপরিষৎ সৈদোভিরস্যন্নধর্মং ।

স্থিরচরবৃজিনম্নঃ স্তম্বিতশ্রীমুখেন

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ২৭ ॥

আমার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কিছুই নাই। ২২। হে বিষ্ণে! আমার অবিনয় দূর করুন, চঞ্চল মনের দমন করুন, অনিত্য বিষয়রসের বাসনা উপশম করুন, সর্বপ্রাণীতে দয়া বিস্তার করুন, এবং সংসারসাগর হইতে উত্তরণ করুন। ২৩। হে হরে! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তুতি ও বাক্যানিচয় এবং চেষ্টিত আপনি যে বিষ্ণু আপনাতে সর্বতোভাবে পর্য্যবসিত হউক। ২৪। যিনি পরম পবিত্র, বেদবাক্যের অগোচর, পরব্রহ্ম অথচ রসিক, গোপাঙ্গনারূন্দের নখক্কাতা দি চিহ্ন দ্বারা ঘাঁহার নীলকমলসদৃশ সর্ববাস্তব অঙ্কিত, সেই নবনীতচৌর বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হই। ২৫। ব্রাহ্ম্যমূহর্ত্তে গাত্রোথান পূর্বক ব্রজাঙ্গনাগণ উচ্চৈঃস্বরে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি গান করাতে, তাহার ধ্বনি দধি-মন্ডন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। অহো! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে সর্বদিকের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ২৬। যিনি সমস্ত জীবে অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন অথবা যিনি

তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ ।

কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৮ ॥

ইত্থং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্তনস্মরণাদিকং ।

সর্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তুর্বিশোধনং ॥ ২৯ ॥

অথাদৌ শ্রী গুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাজয়োঃ ।

কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্বস্বকৃত্যান্তর্পয়েন্নমেৎ ॥ ৩০ ॥

অথ প্রাতঃপ্রণামঃ ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবং ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাগি কারয়েৎ ॥ ৩১ ॥

অথ বিজ্ঞাপনং ।

যদুৎসবাদিকং কৰ্ম তদ্বয়া প্রেরিতো হরে ।

করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনংমম ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধা প্রভৃতি স্বসখীসুন্দের সহিত বৃন্দাবনে সর্বদা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি শ্রীদেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কথাটি যাঁহার সম্বন্ধে অপবাদমাত্র ; আর যিনি স্থাবরজঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর পরিষৎরূপ হস্ত দ্বারা পৃথিবীর অধর্ম হনন পূর্বক সহাস্রবদন দ্বারা ব্রজপুর বনিতাগণের অনঙ্গবর্দ্ধন করণানন্তর সর্বকাল জয়যুক্ত হউন। ২৭। আমি প্রাতঃস্মরণ-কীর্তন সম্বন্ধে পূর্বের যাহা উল্লেখ করিয়াছি, কোন কোন স্থলে ব্যবহারানুসারে লিখিত হইল জানিতে হইবে। ফলতঃ নিজাভীষ্টানুসারে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি চিন্তা করিবে অর্থাৎ যাঁহার যে রূপে প্রীতি, তিনি সেই-রূপে চিন্তা করিবেন। ২৮। ভগবানের নামকীর্তন ও নামস্মরণাদি এই প্রকারে কৃত হইলে তাহা সর্বতীর্থাবগাহনের ফল প্রদান ও বাহ্যান্তর বিশুদ্ধ করেন। ২৯। তদনন্তর সর্ববাদৌ শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে কিঞ্চিন্ণিবেদন করিয়া, আপনার সমুদায় কৰ্ম অর্পণ ও প্রণাম করিবে। ৩০। অথ প্রাতঃপ্রণাম। সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ, আরাধনীয়, বরদাতা, মঙ্গলময় নারায়ণকে

প্রাতঃপ্রবোধিতো বিষেণ হৃদীকেশেন যদ্বয়া ।

যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্জয়া ॥ ৩৩ ॥

সংসারযাত্রামনুবর্তমানং ত্বদাজ্জয়া শ্রীনৃহরেহন্তরাশ্বন ।

স্পর্ধাতিরস্কারকলিপ্রমাদভয়ানি মা মাভিতবন্ত ভূমন্ ॥ ৩৪ ॥

অথ প্রণামবাক্যানি ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥

অম্বরবিবুধসিদ্ধৈর্জ্যৈতে যস্য নান্তং

সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ ।

নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্বসাক্ষী

তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোহস্মি ॥ ৩৬ ॥

নমস্কার পূর্বক সকল কৰ্ম করিবে। ৩১। অথ বিজ্ঞাপন। হে হরে! যাহা কিছু উৎসবাদি কৰ্ম আপনা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি আচরণ করিব, তাহা আপনি জানিবেন; এই আমার বিজ্ঞাপন। ৩২। হে বিষেণ! হে ঈশান! আপনি সর্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। আমি আপনার কৃপায় প্রাতঃকালে জাগরিত হইলাম। আপনি যাহা যাহা করান, ভবদীয় আজ্ঞায় আমি তাহাই করি। ৩৩। হে নৃহরে! হে অন্তরাশ্বন! হে ভূমন্! আমি যখন আপনার আজ্ঞায় সংসারানুষ্ঠান করিব, তখন যেন স্পর্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ এবং ভয় এই সকল মদীয় হৃদয়কে আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। ৩৪। অথ প্রণামবাক্য সকল। ব্রহ্মণ্যদেব, গো ব্রাহ্মণহিতকারি, জগন্মঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণ ও গোবিন্দকে বার বার নমস্কার করি। ৩৫। অম্বর, দেবতা ও সিদ্ধ সকল যাঁহার অন্ত জানিতে সমর্থ হন না। মুনিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণে চিন্তা করেন। যিনি পরম নিম্নল। যিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জীবের কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞাত আছেন, এবং যিনি সর্বসাক্ষী স্বরূপ, সেই অজ, সত্য,

যজ্ঞিভিষজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ ।

বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোহস্মি তং ॥ ৩৭ ॥

অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনং ।

ততো দেবালয়ে গত্বা ষষ্ঠ্যাদ্যদোষপূর্বকঃ ।

প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং ॥ ৩৮ ॥

অথ স্তোত্রাণি ।

জয় জয় জহজামজিতদোষগৃভীতগুণাং-

স্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।

অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে

কচিদজয়াত্মনা চ চরতোহনুচরেন্নিগমঃ ॥ ৩৯ ॥

সোহসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিরুদ্ধ-

প্রেমস্মিতেন নয়নান্মুরুহং বিজৃম্বন্-

ঈশ্বরও বাসুদেবকে আমি প্রণাম করি। ৩৬। যাজ্ঞিক সকল যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে বাসুদেব ও বেদান্তবিদেরা যাঁহাকে বিষ্ণু বলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। ৩৭। অথ শ্রীভগবৎ প্রবোধন অর্থাৎ ভগবানের জাগরণকরণ। তাহার পর দেবালয়ে গমনানন্তর ষষ্ঠ্যাদ্যপূর্বক দেবস্তুতি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া নীরাজন করতঃ এই প্রার্থনা করিবে। ৩৮। অথ স্তোত্রসকল বলিতেছেন। হে অজিত! আপনার জয় হউক, হে অখিলশক্তি অববোধক! অর্থাৎ আপনি সমস্ত শক্তির অন্তর্ধ্যামী, একারণ স্বাবর-জঙ্গমশরীরধারী প্রাণীগণের সম্বন্ধে আপনি স্থায় স্বরূপ অবতারণার্থ গৃহীত সহ, রজ, তমোগুণাশ্রিতা অবিদ্যাকে নষ্ট করুন। যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সর্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি-কালে আপনি অথগু একরস হইয়াও যখন মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদসকল সেই কালে আপনাকে প্রতিপন্ন করেন। ৩৯। সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় দয়াবান্, তিনি প্রসিদ্ধ

উথায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিবাদং
 মাধ্যা গিরাপনয়তাং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৪০ ॥
 দেব প্রপন্নভিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
 অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুত ॥ ৪১ ॥
 নাথ যোনিসহশ্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং ।
 তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা স্থয়ি ॥ ৪২ ॥
 যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
 স্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ৪৩ ॥
 যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা ।
 মনোহভিরমতে তদ্ব্যমনো মে রমতাং স্থয়ি ॥ ৪৪ ॥
 দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রাণীকানি কীর্তয়ন্ ।
 কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্যং নিম্মাল্যমপসারয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রেমসহ হাস্ত দ্বারা স্মরণশ্রুজ বিকসিত করিয়া, এই বিশ্বের
 উদ্ভব ও আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার জন্য নিদ্রা হইতে গাত্রোথান
 পূর্বক স্তম্ভুর বাক্যে মদীয় বিবাদ দূরীভূত করুন। ৪০। হে দেব,
 হে প্রপন্নজনভয়ভঞ্জন! হে কেশব! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ
 করুন। হে অচ্যুত! পুনরায় অবলোকন দান দ্বারা আমাকে
 পবিত্র করুন। ৪১। হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি সহস্রযোনির
 মধ্যে যে যে যোনিতে কৰ্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই
 সেই জন্মে যেন আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ৪২।
 বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলের প্রীতি কেবলমাত্র বিষয়েই সম্বন্ধ থাকে,
 কিন্তু আপনাকে স্মরণপূর্বক মদীয় অন্তঃকরণে যে প্রীতির উদয়
 হইল, ইহা যেন আমার হৃদয় হইতে কখন অপসারিত না হয়। ৪৩।
 হে কৃষ্ণ! যুবতীরূপের যুবা পুরুষে এবং যুবকগণের যুবতীতে হৃদয়
 যেরূপ প্রেমার্দ্র হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ হয়, সেইরূপ আমার হৃদয়
 তোমাতে অনুরক্ত হইয়া সর্বদা ক্রীড়া করুক। ৪৪। এইরূপ

অথ নিৰ্ম্মাল্যোত্তারণং ।

তৃষিতাঃ পশাবো বন্ধাঃ কন্যকা চ রজঃস্বলা ।

দেবতা চ সনিৰ্ম্মাল্যা হস্তি পুণ্যং পুরা কৃতং ॥ ৪৬ ॥

দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনং ।

স্নাপনং সৰ্ব্বদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতং ॥ ৪৭ ॥

যঃ প্রাতরুখ্যায় বিধায় নিত্যং নিৰ্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি ।

ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্ ॥ ৪৮ ॥

অরুণোদয়বেলায়াং নিৰ্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজে দিতিবচনা-
দনুদিনমরুণোদয়কালে দেবানাং নিৰ্ম্মাল্যাপসারণং বিহিত-
মিতিদিক্ ॥ ৪৯ ॥

স্তব পাঠ পূৰ্ব্বক, তদনন্তর দেবমন্দিরে প্রবেশ করতঃ আপনার
মনোমত মনোহর স্তোত্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামাদি কীর্তন করিতে
করিতে তুলসী ব্যতিরিক্ত অপর নিৰ্ম্মাল্য সমুদায় অপসারণ করিবে
। ৪৫ । অথ নিৰ্ম্মাল্য অপসারণ । পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃ
অর্থাৎ অরুণোদয়কালে শ্রীদেবের নিৰ্ম্মাল্য অর্থাৎ দেবনিবেদিত
পুষ্পাদি অপসারণ করিবেন । তৃষ্ণাযুক্ত পশু যদি বন্ধনগ্রস্ত থাকে,
অবিবাহিতা কাস্তা যদি রজঃস্বলা হয়, এবং দেবতা যদি নিৰ্ম্মাল্যযুক্ত
থাকেন, তাহা হইলে ইহারা পূৰ্ব্ব উপার্জিত পুণ্য নিশ্চয় বিনষ্ট
করিয়া থাকে । ৪৬ । দেবতার নিৰ্ম্মাল্য অপসারণ, সম্মার্জ্জনী দ্বারা
দেবগৃহের সম্মার্জ্জন ও দেবতাসকলকে স্নান করান, গোদানের সমান
ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৪৭ । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোথান
পূৰ্ব্বক যথোক্ত নিত্যকর্ম সমাপনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিৰ্ম্মাল্য উত্তারণ
করেন, তাঁহার দুঃখ দরিদ্রতা ও পীড়া উৎপন্ন হয় না । ৪৮ ।
অরুণোদয় কালেই নিৰ্ম্মাল্য শল্য (শেল) হইয়া থাকে, এই
বচনহেতু প্রতি দিন অরুণোদয় কালেই দেবতাসকলের নিৰ্ম্মাল্য
অপসারণ করাই বিহিত কার্য দেখা যাইতেছে । ৪৯ । অথ শ্রীমূর্তির

অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনং ।

শ্রীহস্তাজ্জিমুখান্ভোজক্ষালনায় চ তদগ্রহে ।

গণ্ডুষাণি জলৈর্দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ ॥ ৫০ ॥

জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাছুকে শুদ্ধমৃত্তিকাং ।

সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাৎসোহপি মুখমার্জনং ।

ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েদ্ভগবৎপ্রিয়াং ॥ ৫১ ॥

এবঞ্চ কর-চরণ-বদনক্ষালনপুরঃসরং পতদগ্রহে গণ্ডুষাণি
দত্ত্বা শ্রীতুলসীং সমর্প্য মঙ্গলনীরাজনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫২ ॥

অথ প্রিয়শ্লোকাঃ ।

এবং নিশা সা ক্রবতোব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্ ।

গোপ্যঃ সমুখায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তুন্ সমভ্যর্চ্য দধীমস্থন্ ॥ ৫৩ ॥

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজুরজ্জ্বলিকর্ষদুজকঙ্কণশ্রজঃ ।

চলনিতম্বস্তনহারকুণ্ডলদ্বিষৎকপোলারুণকুম্ভকুমাননাঃ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমুখ প্রক্ষালন । শ্রীমূর্ত্তির শ্রীহস্ত, শ্রীচরণ, শ্রীমুখপদ্ম প্রক্ষালনের
নিমিত্ত সেই গৃহের ভিতর জল দ্বারা গণ্ডুষ প্রদান পূর্বক দন্তকাষ্ঠ
অর্পণ করিবে । ৫০ । জিহ্বোল্লেখনিকা (জীবছোলা), কাষ্ঠপাছুকা-
দ্বয় ও পবিত্র মৃত্তিকা প্রদান করতঃ পুনর্ববার জল এবং শ্রীমুখমার্জন
ও বস্ত্রার্পণ করিবে । তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা পবিত্রা শ্রীতুলসী
প্রদান করিবে । ৫১ । এই প্রকারে শ্রীমূর্ত্তির করচরণবদনক্ষালন
পুরঃসর পতদগ্রহে অর্থাৎ আচমনীয় পাত্রে (পিকদানীতে বা ডাবরে)
জলগণ্ডুষ প্রদান পূর্বক শ্রীতুলসী সমর্পণ করণানন্তর শ্রীদেবের
মঙ্গলনীরাজন (মঙ্গল আরাত্রিক) করিবে । ৫২ । অথ প্রিয়শ্লোক সকল
বলিতেছেন । শ্রীনন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণানুচর উদ্ধবের এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের
গুণাদি কথোপকথনে সেই নিশা যাপিতা হইল । রজনীশেষে
গোপীসকল শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন
এবং দেহল্যাদি অর্থাৎ চোঁকাঠের অধঃ বা উপরিফলকাদি মার্জন
করিয়া দধিমস্থন করিতে আরম্ভ করিলেন । ৫৩ । মস্থনরজ্জু বিকর্ষণ

উদগায়তীনাং মরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিব্যমম্পৃশদ্বানিঃ ।
 দগ্ধশ্চ নিম্নম্ননশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥৫৫॥
 ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
 পুত্রস্নেহস্মুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ স্রুজঃ ।
 রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
 শ্মিন্নং বভ্রুং কবরবিগলন্মালতী নিম্নমম্ভু ॥ ৫৬ ॥
 বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
 বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাং ।
 রন্ধ্রান্ বেগোরধরস্বধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
 বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্যীতকীর্তিঃ ॥ ৫৭ ॥

করিতে করিতে তাঁহাদের করকঙ্কণস্ব মণিসকল প্রদীপের আলোকে উদ্দীপ্ত হওয়াতে অত্যধিক শোভা হইতে লাগিল। আর সেই সময় ঐ সকল গোপাঙ্গনার নিতম্বদেশ ও উচ্চপয়োধরস্থিত হার চলিত হইল অর্থাৎ দোতুল্যমান হইতে লাগিল ও কপোলদেশ কর্ণকুণ্ডলে উল্লাসিত এবং বদন অরুণবর্ণ কুসুমের রঞ্জিত হওয়াতে অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইতে লাগিল। ৫৪। সেই সকল ব্রজরমণী উচ্চৈঃস্বরে অরবিন্দলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি গান করাতে, তাহার ধ্বনি দধিমন্তনধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল। ওহো! সেই ধ্বনি সামান্য নহে, তাহাতে দিক্‌সমূহের অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। ৫৫। শ্রীমতীষশোদার বিশাল কটিতটে ক্ষৌম অর্থাৎ পটুবসন কাঞ্চী দ্বারা নিবদ্ধ ছিল, পুত্রস্নেহে স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ পতিত হইতেছিল। বারংবার মন্তনদণ্ডের রজ্জুর আকর্ষণে বাহুদ্বয় শ্রান্ত হওয়াতে তাহা হইতে কঙ্কণ চলিত ও কর্ণের কুণ্ডলযুগল কম্পিত এবং কবরী হইতে পুষ্পমাল্য স্থলিত হইতেছিল। অপর শ্রমনিমিত্ত তাঁহার বদন ঘন্ববিন্দুতে অঙ্কিত হইয়াছিল। ৫৬। ব্রজাঙ্গনাগণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ পূর্বক স্বপদাঙ্কিত

পাঠিত্বমান্ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রিনিঃ স্বনৈঃ ।

প্রভোনীরাজনং কুৰ্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতং ॥ ৫৮ ॥

অথ মঙ্গলনীরাজনম্ ।

মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা তৎকালোচিতসঙ্গীতপুরঃসরঞ্চ শ্রীভগবতো
মঙ্গলনীরাজনং কুৰ্য্যাৎ । এতচ্চ নীরাজনং সুবাসিনীভিঃ
পতিচিরায়ুষ্ট্ৱদ্বারা পুত্রাদিলাভায় । কন্যাভিঃ সদ্বরলাভায় ।
পুরুষৈশ্চ শ্বোদ্যমফললাভায় । সর্বৈরপি সমস্তদারিদ্র্যদৈন্য-
দুরিতোপশান্তয়ে চ নরৈরত্যাদরেণোথায় শুচিশরীরৈঃ কৰ্ত্তব্যং
॥ ৫৯ ॥ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উথায় যথাবিধিকৃতমলোৎসর্গঃ
শৌচাজ্জি করবদনপ্রক্ষালনদন্তধাবনগণ্ডূষাচমনানি বিধায় দেবা-

মনোহর বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন । তদীয় শিরোদেশে ময়ূরপুচ্ছময়
মুকুট, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার, পরিধান কনকবৎ কপিশবর্ণ বসন ও
গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা । তিনি স্বয়ং অধরস্থধা দ্বারা বেণুরন্ধ্র
পূরণ করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে গোপবালকেরা তদীয়
কীর্ত্তিসকল গান করিতেছে । ৫৭ । এই সকল প্রিয়শ্লোক পাঠ
পূর্বক তুমুল বাদ্যধ্বনি সহকারে জগতের হিতসাধক প্রভু শ্রীকৃষ্ণের
মঙ্গল আরাত্রিক করিবেন । ৫৮ । অথ মঙ্গল আরাত্রিক । মূলমন্ত্র
জপ করিয়া মহাবাদ্য ও তৎকালোচিত সঙ্গীতপুরঃসর শ্রীভগবানের
মঙ্গল আরাত্রিক করিবে । এই মঙ্গল আরাত্রিক সুবাসিনী স্ত্রীসকলের
পতির চিরায়ুষ্ট্ৱ দ্বারা পুত্রাদি লাভের, কন্যাগণের সদ্বরলাভের,
পুরুষদিগের স্বীয় উদ্যমফললাভের কারণস্বরূপ ও সকল মনুষ্যের
দারিদ্র্য, দৈন্য এবং দুরিত উপশমের কারণ ; অতএব অত্যন্তাদরের
সহিত ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে গাত্রোথান পূর্বক শুচিশরীরে এই মঙ্গল আরাত্রিক
করা বা দর্শন করা কৰ্ত্তব্য । ৫৯ । ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে গাত্রোথান
পূর্বক যথাবিধি মলত্যাগ করণানন্তর শৌচাচরণ বদন প্রক্ষালন,
দন্তধাবন গণ্ডূষাচমন বিধান পুরঃসর দেবমন্দিরে উপবেশন করিয়া

গারে উপবিষ্টা ঘণ্টাদি ঘোষণপূর্বক বেদস্তুতি দেবং প্রবোধ্য
নীরাজনং কুর্যাদিতি কেচিদ্বক্তা বদন্তি ॥ ৬০ ॥

অথ প্রাতঃস্নানার্থোত্তমঃ ।

ততোহরুণোদয়স্থান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ ।

কীর্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরং ॥ ৬১ ॥

উদয়াৎপ্রাক্চতস্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ ।

তত্র স্নানং প্রশস্তং স্নাত্ব পুণ্যতমং স্মৃতং ॥ ৬২ ॥

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে চোখায় শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ।

স্বস্তিকাদ্যাসনং বদ্ধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং ।

ততো নির্গত্য নিলয়ান্মানীমানি কীর্তয়েৎ ।

বাসুদেবানিরুদ্ধাথ প্রত্যাশ্রিতোক্ষজাচ্যুত ।

শ্রীকৃষ্ণানন্তগোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোহস্ত তে ॥ ৬৩ ॥

গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিষ্কিপ্য স্নানসাধনং ।

ঘণ্টাদিবাদন পূর্বক বেদস্তুতি দ্বারা শ্রীদেবকে প্রবুদ্ধ (জাগরিত)

ও আরাত্রিক করিবে, এই কথা কোন কোন ভক্ত বলেন । ৬০ ।

অথ প্রাতঃস্নানের উদ্যোগ । তদনন্তর অরুণোদয় কাল অতীত

হইলে, স্নান করিবার জন্য বাহিরে গমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী

কীর্তন করিতে করিতে পবিত্র জলাশয়সন্নিধানে উপস্থিত হইবে । ৬১ ।

সূর্যোদয়ের পূর্ব চারিদণ্ডকাল অরুণোদয়কাল, সেই সময় স্নান

করাই প্রশস্ত, তাহাই পুণ্যতম বলিয়া অভিহিত । ৬২ । ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে

উত্থান পূর্বক শুচি ও সমাহিত হইয়া স্বস্তিকাসনে (জানু এবং

উরুর মধ্যে উভয় পদতল রক্ষা পূর্বক সরলভাবে বসার নাম

স্বস্তিকাসন) উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম ধ্যান করিবে ।

তদনন্তর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এই সকল নাম সঙ্কীর্ণ করিবে

যথা—শ্রীবাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রত্যাশ্রিত, অধোক্ষজ, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ,

অনন্ত, গোবিন্দ, ও সঙ্কর্ষণ তোমাকে প্রণাম করি । ৬৩ । এই

বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচং বিধায় চ ।

আচম্য খানি সম্মার্জ্য স্নানং কুর্য্যাদবথোদিতং ॥ ৬৪ ॥

অথ বিন্মূত্রোৎসর্গঃ ।

বেগরোধো ন কর্তব্যস্তনুত্র ক্রোধবেগতঃ ॥ ৬৫ ॥

ততঃ কল্যে সমুখায় কুর্য্যামৈত্রং নরেশ্বর ।

নৈঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাত্যধিকং গৃহাৎ ॥ ৬৬ ॥

দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ।

পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৬৭ ॥

আত্মচ্ছায়াং তরোচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যানিলাংস্তথা ।

গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ।

ন কৃষ্ণে শস্যমধ্যে বা গোত্রজে জনসংসদি ।

ন বহ্নিনি ন নদ্যাদিতীরেষু পুরুষষভ ।

প্রকার নাম কীর্তন করিতে করিতে তীর্থাদিতে গমন পূর্বক সেই স্থানে স্নানোপযুক্ত সামগ্রী (বস্ত্র প্রভৃতি) রক্ষা করত বিধিপূর্বক মলত্যাগাদি কার্য্য, শৌচ, আচমন ও ইন্দ্রিয়ছিদ্র সকল ধৌত করিয়া বর্ণাশ্রমাদির অনুরূপ স্নান করিবে। ৬৪। অথ মলমূত্র পরিত্যাগ বিধি। ক্রোধবেগ ব্যতীত অপর কোন বেগ অবরোধ করিবে না অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগ কোন ক্রমেই ধারণ করিবে না। ৬৫। তদনন্তর কল্যে অর্থাৎ উষাকালে গাত্রোথান পূর্বক গ্রামের নৈঋত-কোণে গৃহ হইতে বাগক্ষেপের দূরতা অতিক্রম করত অধিক দূরে গিয়া মলত্যাগ করিবে। ৬৬। তাহার অভাব হইলে গ্রামের যে দিকেই হউক গৃহ হইতে দূরে গমন পূর্বক মলমূত্র বিসর্জন করিবে। পাদধৌত জল ও উচ্ছিষ্ট গৃহপ্রাঙ্গণে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। ৬৭। নিজের এবং তরুর ছায়াতে গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু আর ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কখন মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন না। কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্যমধ্যে, গোচারণ স্থানে, জন-

নাপ্পু নৈবান্তসন্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ ।
 উৎসর্গং বৈ পুরীষশ্চ মূত্রশ্চ চ বিসর্জ্জনং ।
 উদগ্ৰুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি ।
 কুর্বাণীতানাপদি প্রাজ্ঞো যুত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ।
 তৃণৈরাচ্ছাদ্য বস্ত্রধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ ।
 তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
 নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদগ্ৰুখঃ ।
 অন্তর্দ্রাপ্য মহীং কাঠৈঃ পত্রৈর্লৌষ্ট্রৈস্তৃণেন বা ।
 প্রাবৃত্য তু শিরঃ কুর্যাদ্বিন্মূত্রশ্চ বিসর্জ্জনং ॥ ৬৯ ॥
 কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্ত পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং ।
 বিন্মূত্রে চ গৃহী কুর্যাদযদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ ॥ ৭০ ॥
 নচৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণযোগবাং ।
 ন দেবদেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন ॥ ৭১ ॥
 ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্ত্বং নৈঋতীং দিশমাশ্রয়েৎ ।
 গ্রামাদ্বনুঃশতং গচ্ছেন্নগরান্ চতুর্গুণং ।

সমাজে, পথমধ্যে, নদীপ্রভৃতি তীর্থসকলে, জলমধ্যে, জলের তীরে ও
 শ্মশানে মলমূত্র বিসর্জন করিবে না । আপদকাল উপস্থিত ব্যতীত
 বিজ্ঞব্যক্তি দিবাভাগে উত্তর মুখ হইয়া ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া
 তৃণদ্বারা ভূমিআচ্ছাদন এবং বস্ত্রে শির আবৃত করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ
 করিবে, তথায় অধিক সময় থাকিবে না আর কোন কথাও কহিবে
 না । ৬৮ । দক্ষিণকর্ণে ব্রহ্মসূত্র অর্পণানন্তর উত্তরমুখ হইয়া কাঠ,
 পত্র, লৌষ্ট্র, তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করত আবৃত মস্তক হইয়া
 মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে । ৬৯ । দ্বিজগণ পৃষ্ঠ হইতে কণ্ঠদেশের
 অধঃপর্যন্ত হারের ন্যায় যজ্ঞসূত্র রক্ষাপূর্বক অথবা দক্ষিণকর্ণে ধারণ-
 পূর্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবেন । ৭০ । স্ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেব,
 দেবালয় ও জল এই সকলের সম্মুখীন হইয়া মলমূত্র বিসর্জন করিবে

কর্ণোপবীত্ব্যদধভ্ৰুঃ। দিবসে সন্ধ্যায়োরপি ।

বিন্মূত্রে বিন্মজ্জেশ্বোনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ ॥ ৭২ ॥

যথাস্থখমুখো রাত্রৌ দিবাচ্ছায়াঙ্ককারয়োঃ ।

ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জনং ॥ ৭৩ ॥

উদন্তবাসা উত্তিষ্ঠেদৃঢ়ং বিধৃতমেহনঃ ।

বামেন পাণিনা শিশ্নং ধ্বজোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্বান্ ॥ ৭৪ ॥

আহারন্ত রহঃ কুর্য্যান্নিহারক্বেব সর্বদা ।

গুপ্তাভ্যাং লক্ষ্যুপেতঃ স্তাৎ প্রকাশে হীয়তে তয়া ।

আহারনিহারবিহারযোগাঃ স্তসন্তু তা ধর্মবিদা তু কার্য্যাঃ ।

বাগ্বুদ্ধিগুপ্তিচ্চ তপস্তথৈব ধনায়ুধী গুপ্ততমে তু কার্য্যে ॥ ৭৫ ॥

ন চ সোপানংকো মূত্র পুরীষে কুর্য্যাদিতি ॥ ৭৬ ॥

করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্রপুরীষকে ।

মূত্রতুল্যন্ত পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণকরেৎ ॥ ৭৭ ॥

না । ৭১ । অনন্তর মলত্যাগাদি অবশ্য কর্তব্য কর্ম সংসাধন নিমিত্ত গ্রামের নৈঋত দিকে যাইবে । গ্রাম হইতে একশতধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত আর নগর হইতে তাহার চতুর্গুণ গমন করিবে । দক্ষিণকর্णे যজ্ঞোপবীত রক্ষাপূর্বক দিবসে ও উভয়সন্ধ্যায় উত্তরাস্ত্র হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণাস্ত্র হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবে । ৭২ । প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে দিবাতে ও রাত্রিতে যে দিকে স্থখবোধ হইবে, সেই দিকে মুখ করিয়া এবং ছায়াতে ও অন্ধকারেও মলমূত্র বিসর্জন করিবে । ৭৩ । মলত্যাগ শেষ হইলে কটিদেশ হইতে উৎক্লিপ্ত বসন এবং শিশ্ন যত্নপূর্বক বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া উত্তিত হইবে । ৭৪ । আহার, মলমূত্রত্যাগ, স্ত্রীসন্তোগ, সমাধি, অশুভালাপ, ধন, পরমায়া এই সকল গোপন করিলে মনুষ্য শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে । প্রকাশ করিলে শ্রীবিহীন হইতে হয় । তাৎপর্য্য এই যে, আহার বিহারাদি গোপনে করিবে । ৭৫ । পাছুকা

অথ শৌচবিধিঃ ।

বল্মীকমৃষিকোংখাতাং মৃদং নান্তর্জলান্তথা ।
 শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাদ্লেপসম্ভবাং ॥ ৭৮ ॥
 অন্তঃ প্রাণ্যবপন্নাক্ষ হলোংখাতাক্ষ পার্থিব ।
 পরিত্যজেন্মৃদশৈচতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥ ৭৯ ॥
 গুহে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চান্বসান্তরাঃ ।
 দশবামকরে চাপি সপ্তপাণিহয়ে মৃদঃ ।
 একৈকাং পাদয়োদদ্যাং তিস্রঃ পাণ্যোমৃদঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮০ ॥
 ইথং শৌচং গৃহী কুর্ঘ্যাদগন্ধলেপক্ষয়াবধি ।
 ক্রমাংদ্বিগুণমেতত্ত্ব ত্রিগুণচর্যাদিষু ত্রিষু ।
 দিবাবিহিতশৌচ্যাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ ।
 রুজার্দ্ধক্স তদর্দ্ধক্স পথি চৌরাদিপীড়িতে ।
 তদর্দ্ধং যোষিতাক্ষাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ ।
 আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮১ ॥

পরিধান করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না । ৭৬ । জলপাত্র হস্তে
 ধারণ পূর্বক মলমূত্র বিসর্জন করিলে, সেই পাত্রস্থ জল মূত্রতুল্য
 হইয়া থাকে । সেই জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে
 হয় । ৭৭ । অথ শৌচবিধি । বল্মীক (উই) ও মৃষিক (ইন্দুর)
 কর্তৃক উত্তোলিত, অভ্যন্তরে জল বিশিষ্ট (পঙ্কাদি) শৌচের অবশিষ্ট
 এবং গৃহের ভিত্তি (ভিত) স্থিত মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে অগ্রহণীয় । ৭৮ ।
 অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র কীটগণ কর্তৃক অধিকৃত, লাজল দ্বারা উত্থাপিত এই
 প্রকার মৃত্তিকা শৌচকর্ম্মে গ্রহণ করিবে না । ৭৯ । লিঙ্গে একবার,
 গুহে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুইহস্তে সাতবার ও দুই পদে এক
 একবার, পুনর্ব্বার দুইকরে তিনবার, জলযুক্ত মৃত্তিকা প্রদানানন্তর শৌচ-
 কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে । ৮০ । গৃহস্থব্যক্তি, যতক্ষণ হস্তাদির গন্ধলেপ
 দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার শৌচকর্ম্ম করিবেন ।

ন যাবদুপনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাদ্ভনা ।

গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং তেষাং বিধীয়তে ॥ ৮২ ॥

শৌচাচারবিহীনস্ত সমস্তা নিষ্ফলা ক্রিয়া ॥ ৮৩ ॥

শৌচস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরন্তথা ।

মৃজলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং ॥ ৮৪ ॥

গঙ্গাতোয়েন কৃৎস্নেন মৃদারৈশ্চ নগোপমৈঃ ।

আমৃত্যোঃ স্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুদ্ব্যতি ॥ ৮৫ ॥

ধাবন্তঞ্চ প্রমত্তঞ্চ মূত্রোচ্চারকৃতন্তথা ।

ভুঞ্জানমাচমনাইঞ্চ নাস্তিকং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমত্রে এই প্রকার শৌচ ক্রমশঃ দ্বিগুণ অর্থাৎ
গৃহীব্যক্তির যে প্রকার শৌচ ব্যবস্থা, ব্রহ্মচারীর তদপেক্ষা দ্বিগুণ ও
বানপ্রস্থের তিনগুণ এবং ভিক্ষুর চতুগুণ শৌচকর্ম জানিতে
হইবে। দ্বিভাগে শৌচের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, রাত্রিতে
তাহার অর্দ্ধ ব্যবস্থা। পীড়িতাবস্থাতেও অর্দ্ধ। চৌরাদি দ্বারা আক্রান্ত
পথে তাহার অর্দ্ধ। দ্বীপকলের তদর্দ্ধ। শরীর সুস্থ থাকিতে শৌচের
ন্যূনতা করিবে না। একবার শৌচকর্মে অর্দ্ধ আমলকীফল পরিমিত
মৃত্তিকা গ্রহণীয়। ৮১। যতদিন যজ্ঞোপবীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত
দ্বিজকুমার শূদ্রতুল্য, এই হেতু দ্বিজবালক ও দ্বীজাতির গন্ধলেপক্ষয়-
কর শৌচ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ৮২। শৌচাচার বিহীনব্যক্তির সমস্ত
কর্মই বিফল হইয়া থাকে। ৮৩। বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দুই
প্রকার। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশৌচ হইয়া থাকে। ভাবশুদ্ধি
দ্বারা আন্তর শৌচ হয়। ৮৪। বহু গঙ্গাজল এবং পর্বত সমান
মৃত্তিকা দ্বারা মরণকালাবধি স্নাতক হইলেও ভাব দুষ্ট (বিশ্বাসাদি
পরিশূন্য) ব্যক্তি কোনক্রমেই শুদ্ধ হইতে পারে না। ৮৫। গমন-
কারীকে, প্রমত্তকে, মলমূত্র পরিত্যাগকারীকে, ভোজনকারীকে,
আচমনকারীকে ও নাস্তিক ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। ৮৬।

জন্মপ্রভৃতিযৎকিঞ্চিচ্ছেতসা ধর্মমাচরেৎ ।

সর্বং তন্নিফলং যাতি চৈকহস্তাভিবাদনাৎ ॥ ৮৭ ॥

যস্মিন্স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ ।

ন শুদ্ধিস্তদ্ববেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

গোময়েন মৃদা বা কমণ্ডলুং প্রমুজ্য পূর্ববদুপম্পৃশ্য
আদিত্যং সোমমগ্নিং বালোক্য ইমং মন্ত্রং পঠেৎ ।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা ।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ।

যদ্যপ্যুপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তদুস্তরৈঃ ।

তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ আচমনবিধিঃ ।

অচ্ছেনাগন্ধফেণেন জলেনাবুদুদেন চ ।

আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৯০ ॥

জন্মাবধি চিত্ত প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু ধর্ম আচরিত হইয়াছে, এক-
হস্ত ভূমিতে রক্ষা পূর্বক দেবতা প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া সেই
ধর্ম নষ্ট হইয়া থাকে । ৮৭ । // যে স্থানে শৌচকার্য করা হয়
জলদ্বারা সেইস্থান পরিষ্কার করিবে, যে ব্যক্তি গঙ্গা প্রভৃতিতে স্নান করে,
সে ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না । ৮৮ । শৌচকার্য প্রাধান্যান্তর
গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা কমণ্ডলু ঘটি বা গাড়ু মার্জন করিয়া পূর্বের
ন্যায় আচমন অর্থাৎ গণ্ডুষজল যথামত গ্রহণান্তর সূর্য্য, চন্দ্র বা
অগ্নিকে অবলোকন পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে । জীব অপবিত্রই
হউন বা পবিত্রই হউন, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন,
যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে
পবিত্র হয়েন । জীব যদি অত্যন্ত দুস্তর নানাবিধ পাপেও দূষিত হয়,
তাহা হইলে মনোমধ্যে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেই বাহ্যভ্যন্তর বিশুদ্ধ
হইয়া থাকে । ৮৯ । অথ আচমন বিধি । স্বচ্ছ অথচ গন্ধ, ফেণ,

কৃত্বাদৌ পাদশৌচং বিমলমথজলং ত্রিঃ পিবেদুন্মৃজেদি-
 দ্দেশিন্যঙ্গুষ্ঠযুগ্মাং সজলমভিমৃজেন্নাসিকারন্ধ্রযুগ্মাং ।
 অঙ্গুষ্ঠানামিকাত্যাং নয়নযুগযুতং কর্ণযুগ্মংকনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাত্যাং
 নাভিদেশং হৃদয়মথতলেনাঙ্গুলীভিঃ শিরোহংশং ॥ ৯১ ॥
 প্রাগাস্য উদগাম্যো বা সূপবিষ্ঠঃ শুচৌ ভুবি ।
 উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ ।
 অনুষ্ণাতিরফেণাতিরদ্বিহৃদগাভিরত্বরঃ ।
 ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ ।
 কণ্ঠগাভিনৃপঃ শুক্লোভালুগাভিস্তথোরুজঃ ।
 স্ত্রীশূদ্রাবাপসংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুদ্ধ্যতঃ ॥ ৯২ ॥

বুধুদ (বিশ্ব) রহিত জল দ্বারা আচমন করিবে । পুনর্ব্বার সাবধান
 হইয়া পদে মৃত্তিকা প্রদান করিবে । ৯০ । প্রথমতঃ পাদদ্বয় প্রক্ষালন
 পূর্ব্বক বারত্রয় বিমলজল পান করিবে ; অর্থাৎ গণ্ডুষত্রয় জল-
 মুখের ভিতর দিয়া পুনর্ব্বার ফেলিয়া দিবে । তদনন্তর অঙ্গুলি-
 সকলের অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকারন্ধ্রের অধস্তনভাগে দুইবার উন্মার্জন
 করিয়া জলস্পর্শ করত অঙ্গুষ্ঠ (বৃদ্ধাঙ্গুলি) তর্জ্জনীকে (অঙ্গুষ্ঠনিকটস্থ
 অঙ্গুলি) লিপ্তনিত পূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকারন্ধ্রদ্বয় মার্জন
 করিবে এবং মিলিত অঙ্গুলি ও অনামিকা (কনিষ্ঠার নিকটস্থ অঙ্গুলি)
 দ্বারা নেত্র এবং কর্ণদ্বয়ে দুই দুইবার মার্জন করিবে । তারপর
 কনিষ্ঠা (ছোট অর্থাৎ কোড়ে) ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিতে, করতল
 দ্বারা হৃদয়ে, একত্রিত অঙ্গুলি সমূহের দ্বারা ভুজদ্বয় মূলের উর্দ্ধ-
 ভাগে ও মস্তকে এক একবার মার্জন করত আচমন সম্পূর্ণ করিবে
 । ৯১ । পূর্ব্বাস্থ বা উত্তরাস্থ হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ভস্ম বিরহিত
 পবিত্র ভূমিতে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া চিত্তের চাক্ষু্য পরিহার
 পূর্ব্বক শীতল, ফেণাবর্জিত, দুর্গন্ধবিহীন, স্নিগ্ধজল দ্বারা আচমন-
 করা বিধেয় । ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ অর্থাৎ হৃদমুজের মূল পর্য্যন্ত গমনশীল

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ ।
 যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমৌ বোধায়নোহব্রবীৎ ॥ ৯৩ ॥
 পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাস্থলিনাচমেৎ ।
 মুক্তাস্থূষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপত্য্যজেৎ ॥ ৯৪ ॥
 ভুক্ত্বা পাত্ৰা চ স্তম্ভা চ স্নাত্বা রথোপসর্পণে ।
 ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্টা বাসো বিপরিধায় চ ।
 রেতোমূত্রপুৰীষাণামুৎসর্গেহনৃতভাষণে ।
 ঈবিহ্নাধ্যয়নারম্ভে কাশশ্বাসাগমে তথা ।
 চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্ত দ্বিজোত্তমঃ ।
 সন্ধ্যায়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তোপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ৯৫ ॥
 শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোহপি বা ।
 অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোহপ্যশুচির্ভবেৎ ॥ ৯৬ ॥

দৃষ্টিপূত জল দ্বারা আচমন করিবেন । ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত জলদ্বারা,
 বৈশ্য তালুগামিজল দ্বারা আচমন করিবে এবং স্ত্রী আর শূদ্র
 ওষ্ঠে জল সংস্পর্শন মাত্রেই পবিত্র হইবে । ৯২ । ব্রাহ্মণ চরণ
 প্রক্ষালনাবশেষ জল দ্বারা আচমন করিবেন না । যদি আচমন
 করেন, তাহা হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ পূর্বক আচমন
 করিবেন, এই কথা বোধায়ন ঋষি বলিয়াছেন । ৯৩ । অঙ্গুলি সঙ্কোচ
 অর্থাৎ দক্ষিণকর তরণী আকৃতি করিয়া তদ্বারা আচমন করিবে ।
 জল যদি নখস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির সংযোগ
 বিশেষ পূর্বক পরিত্যাগ করিবে । ৯৪ । ভোজন ও পান করিয়া,
 নিদ্রা হইতে উথিত হইয়া, স্নান করিয়া, পথভ্রমণকালে, বিপরীত-
 ক্রমে ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্র, মূত্র ও
 মল পরিত্যাগ করিয়া, মিথ্যাবাক্য কহিয়া, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থু থু
 ফেলাইয়া, অধ্যয়নের আরম্ভ কাশ ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বর অর্থাৎ
 অঙ্গনে বা শ্মশান ভ্রমণ করিয়া এবং উভয় সন্ধ্যায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ আচমন

ন চৈব বর্ষধারাভিহস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ ।

নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ ।

ন পাছুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥ ৯৭ ॥

ক্ষুতে নিষ্ঠাবিতে স্থপ্তে পরিধানেহশ্রুপাতনে ।

কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ।

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ুরগ্নিশ্চ ধর্ম্মরাট্ ।

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ।

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ ।

কুর্ঘ্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যাকর্দর্শনং ।

কুর্ব্বীতালভনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য চ ॥ ৯৮ ॥

যঃ কর্ম্ম কুরুতে মোহাদনাচম্যেব নাস্তিকঃ ।

ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥

করিলেও পূর্বের স্থায় পুনর্ব্বার আচমন করিবেন । ৯৫ । মস্তকাবরণ
বা কণ্ঠাবরণ পূর্ব্বক কিম্বা কচ্ছ (কাছা) ও শিখামুক্ত করত
অথবা পাদদ্বয়ে মৃত্তিকাকোচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি
অবস্থায় থাকিতে হয় । ৯৬ । বর্ষধারার জলে, উচ্ছিষ্টহস্তে, এক-
হস্তার্পিত জলে কিম্বা যজ্ঞসূত্রবিহীন হইয়া আচমন করিবে না ।
পাছুকার উপর উপবেশন পূর্ব্বক, কি জানুকে বহির্ভাগে রাখিয়া,
আচমন করিবে না । ৯৭ । কর্ম্মস্থ ব্যক্তি ক্ষুতে, নিষ্ঠাবিতে, স্থপ্তে,
বস্ত্রান্তর পরিধানে, অশ্রুপাতে, আচমন না করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ
করিবে । আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বায়ু, অগ্নি, ধর্ম্মরাজ, এই
সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে নিত্য অবস্থান করেন । প্রভাসাদি
তীর্থ, গঙ্গাদিসরিৎ সকল, ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে অবস্থান করেন ।
আচমন, গোপৃষ্ঠ স্পর্শন, সূর্য্যদর্শন, দক্ষিণকর্ণ স্পর্শন যথাসম্ভব করিবে ।
৯৮ । যে নাস্তিক ব্যক্তি মোহবশতঃ আচমন না করিয়া কোন কর্ম্ম

অথ দন্তধাবনবিধিঃ ।

দন্তোল্লেখো বিতস্ত্য। ভবতি পরিমিতাদায়ুরিত্যাदिमन्त्रां
 प्रातः क्लीर्यादिकाष्टैर्बटखदिरपलाशैस्तथात्राक विनैः ।
 भुङ्क्ता। गण्डूषयट्कं विरपिकुशमृते देशिनीमङ्गलीभि-
 र्नन्दाभुताष्टपर्वण्यपि न च नवमीजन्मवारव्रतेषु ॥ १०० ॥

मन्त्रचार्यः ।

ওঁ আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ ।
 ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বমো ধেহি বনম্পতে ॥ ১০১ ॥
 নখং সমস্তং সংশোধ্য শুচিভূত্বা বিশেষংকরণং ।
 স্বস্তিকাদ্যাসনে ধ্যায়ৈকোবিন্দং স্বাত্মরূপিণং ॥ ১০২ ॥
 অহং দাসো ন চাত্যোহস্মি সদা তৎসেবনোৎসুকঃ ।
 তদংশভূতো জীবোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ।
 ইতি সংচিন্ত্য মনসা চোত্তিষ্ঠেৎ সাবধানতঃ ॥ ১০৩ ॥

করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত কৰ্ম্ম বৃথা হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ
 নাই। ৯৯। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুশ, তর্জ্জনী ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গুলি
 সকলের দ্বারা দ্বাদশ গণ্ডূষজল মুখে দিয়া দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত
 (আম্র, বট, খদির, পলাশ, বিষ্ণু ও অশ্বথ ব্যতীত) প্রশস্ত ক্লীরী-
 বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা “আয়ুঃ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।
 কিন্তু প্রতিপদ, দশমী, যষ্ঠী, ভূতচতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পৌর্ণমাসী
 প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে, শ্রাদ্ধদিনে এবং নবমী, সংক্রান্তি, ব্যতীপাত,
 জন্মবার ও ব্রতদিবসে দন্তকাষ্ঠে দন্তধাবন করিতে নাই। ১০০। দন্ত-
 কাষ্ঠ ব্যবহারের মন্ত্র এই—“হে বনম্পতে ! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ,
 বল, যশঃ, তেজঃ, সম্ভান, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতি
 প্রদান কর। ১০১।” তদনন্তর নখাদির সংশোধনপূর্ব্বক শুচি হইয়া
 স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন করিয়া, সেই পরমাত্মরূপী গোবিন্দকে
 চিন্তা করিবে। ১০২। “হে গোবিন্দ ! আমি তোমার দাস ব্যতীত

দিনেষ্টেতেষু কাঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু ।

নিষিদ্ধভাতৃণৈঃ কুর্য্যাত্তথা কাঠৈতরৈশ্চ তৎ ॥ ১০৪ ॥

প্রতিপদর্ষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্তধাবনং ।

পর্ণৈরন্যত্র কাঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সदैব হি ॥ ১০৫ ॥

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং ।

পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সदैব হি ॥ ১০৬ ॥

অথ তত্রৈবাপবাদঃ ।

কাঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনং ।

তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমাকাদশীং বিনা ॥ ১০৭ ॥

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ ।

অপাং দ্বাদশগণ্ডুযৈর্বিদধ্যাদন্তধাবনং ॥ ১০৮ ॥

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে ।

গণ্ডুযা দ্বাদশগ্রাহা মুখস্ত্য পরিশুদ্ধয় ইতি ॥ ১০৯ ॥

অপর কেহ নহি। সর্বদা হৃদীয় সেবনোৎসুক। আমি তদংশভূত
জীব। নিত্য মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট। মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
সাবধান পূর্বক উত্তিত হইবে। ১০৩। ঐ সকল দিনে কাষ্ঠ দ্বারা
দন্তধাবন নিষেধপ্রযুক্ত তৃণ, বৃক্ষের ত্বক্ (ছাল) ও পত্রদ্বারা দন্ত-
ধাবন করিবে। ১০৪। প্রতিপদ, অমাবস্তা, ষষ্ঠী, নবমী ও রবিবারে
পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে, কিন্তু সকল দিনেই কাষ্ঠদ্বারা জিহ্বা-
ল্লেখিকা করিবে। ১০৫। দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার
নিষিদ্ধ দিনে পবিত্র পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে। কিন্তু নিষিদ্ধ বা
অনিষিদ্ধ সকল দিনেই জিহ্বোল্লেখ করিবে। ১০৬। তদ্বিষয়ে বিশেষ
বিধি বলিতেছেন। প্রতিপদাদি তিথিসমূহে কাষ্ঠদ্বারা যে দন্তধাবন
নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা পত্রদ্বারা করিবে। কিন্তু অমাবস্তা এবং
একাদশীতে তৃণ পত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিবে না। ১০৭। দন্ত-
কাষ্ঠ অপ্রাপ্তে অথবা যে তিথিতে দন্তধাবন করিতে নাই, সেই তিথিতে

তৃণপর্ণাদিনা কেচিৎ উপবাস দিনেষপি ।
 দন্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ ॥ ১১০ ॥
 মুখে পযুর্যষিতে যস্মাৎ ভবেদশুচিভাঙ্নরঃ ।
 ততঃ কুর্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনং ॥ ১১১ ॥
 উপবাসেপি নো তুষ্যেদদন্তধাবনমঞ্জরং ।
 গন্ধালঙ্কারসদ্বস্ত্রপুষ্পমালানুলেপনং ॥ ১১২ ॥
 মধ্যাহ্নস্নানকালে চ যঃ কুর্যাদদন্তধাবনং ।
 নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥ ১১৩ ॥
 বমন্তং জন্তুমানঞ্চ কুর্বন্তং দন্তধাবনং ।
 অভ্যক্তশিরসঞ্চৈব স্নান্তং নৈবাভিবাদয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
 স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্মবিধিক্রিয়াঃ ।
 মঙ্গলাচারনিয়মাঃ শৌচভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ ॥ ১১৫ ॥

দ্বাদশ গণ্ডুষজলে দন্তধাবন করিবে । ১০৮ । দন্তকাষ্ঠের অভাবে
 অথবা নিষিদ্ধ দিবসে মুখশুদ্ধির জন্তু দ্বাদশ গণ্ডুষজল গ্রহণীয় ।
 ১০৯ । ঘাঁহাদের মুখশোধন কার্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এমন কোন
 কোন ব্যক্তি উপবাস দিনে তৃণপত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন ইচ্ছা করেন ।
 ১১০ । যেহেতু মুখ পযুর্যষিত থাকিলে মনুষ্য অপবিত্র হয়, এই
 হেতু শুদ্ধির জন্তু যত্নপূর্বক দন্তধাবন করিবে । একাদশী প্রভৃতি
 উপবাস দিনেও দন্তধাবন, অঞ্জন, চন্দন, অলঙ্কার, সদ্বস্ত্র, পুষ্প-
 মালা এবং গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিলে দোষ নাই । ১১২ । মধ্যাহ্ন
 স্নানের সময় যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, তাহার পিতৃলোকের সহিত
 দেবগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন । ১১৩ । বমনকারী, জন্তনকারী,
 দন্তধাবনকারী, অভ্যক্তশিরস্ক, স্নানকারী ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে
 না । ১১৪ । শৌচহীন ব্যক্তির স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মন্ত্রজপ,
 কর্ম, বিধিবোধিতক্রিয়া, মঙ্গলাচার, নিয়ম সকল বিফল হইয়া থাকে ।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যন্তু মামুপসর্পতি ।

সর্বকালকৃতং কৰ্ম তেন চৈকেন নশ্চতি ॥ ১১৬ ॥

অথ কেশপ্রসাধনং ।

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনং ।

স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যো নিবল্লীয়াচ্ছিত্বা দ্বিজঃ ॥ ১১৭ ॥

ন দক্ষিণামুখোনোদ্ধং কুর্যাৎ কেশপ্রসাধনং ।

স্মৃত্যেঁ্যাকারঞ্চ গায়ত্রীং নিবল্লীয়াচ্ছিত্বান্ততঃ ॥ ১১৮ ॥

অথবা মূলমন্ত্রেণ নিবল্লীয়াচ্ছিত্বান্ততঃ ॥ ১১৯ ॥

তত্র গায়ত্রীয়ং ।

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ১২০ ॥

অস্তুার্থঃ ।

তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতঃ ।

১১৫। শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, দন্তকাষ্ঠ চর্বণ না করিয়া যে ব্যক্তি আমার উপাসনা করে, সেই এক কৰ্ম কৰ্ত্তকই তাহার সর্বকাল কৃতকৰ্ম বিনষ্ট হয়; অর্থাৎ তাহার সেই উপাসনা বিফল। ১১৬। অনস্তর কেশ সংস্করণ। তাহার পর দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দন্তধাবনানস্তর আচমন পূর্বক পশ্চাৎলিখিত বিধানানুসারে কেশসংস্কার করতঃ প্রণব (ওঁ) ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া শিখাবন্ধন করিবে। ১১৭। দক্ষিণমুখ বা উদ্ধমুখ হইয়া কেশবন্ধন করিবে। ১১৮। অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা শিখাবন্ধন করিবে। ১১৯। তথায় গায়ত্রী এই ওঁ ভূভুবঃ ইত্যাদি। গায়ত্রীর অর্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতি পরম ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু “ভর্গ” তেজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া পুনর্ববার বলিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃই ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই নিখিল জগতের জন্মাদির কারণ। কোন কোন ব্যক্তি সেই জ্যোতিকে শিব বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি তাহাকে শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কেহ

ইত্যারভ্যপুনরাহ ।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদিকারণং ।

শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ ।

কেচিৎ সূর্যং কেচিদগ্নিৎ দৈবতান্ অগ্নিহোত্রিণঃ ।

অগ্ন্যাদিক্রুপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ।

নিত্যং শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম নিত্যভগমধীশ্বরং ।

অহং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ধ্যামেহমহি বিমুক্তয় ইতি ।

যভূদ্বাদশে ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গদ্যেযু তদর্থত্বেন সূর্য্যঃ স্তুতঃ
তৎপরমাত্মদৃষ্ট্যেব ন তু স্বাতন্ত্র্যেণেত্যদোষঃ । যথৈবাগ্রে ।

ক্রুহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনোহরেরিতি ।

ন চাস্ম ভগস্ম সূর্য্যমণ্ডলমাত্রাধিষ্ঠানত্বং । মন্ত্রে বরেণ্য
শব্দেনাত্র পরমৈশ্বর্য্য পর্য্যন্ততয়া দর্শিতত্বাৎ ।

ধ্যানেন পুরুষোহয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে ।

সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ।

কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি, কেহ কেহ অগ্নিতে হবনীয় দেবগণ
বলিয়া কীর্তন করেন । ফলতঃ অগ্ন্যাদিক্রুপী ভগবান্ “বিষ্ণুই” বেদ
প্রভৃতিতে “ব্রহ্ম” বলিয়া গীত হইয়াছেন । যিনি নিত্য, শুদ্ধ,
পরমব্রহ্ম, যিনি নিত্য তেজময় অধীশ্বর, যিনি “অহং জ্যোতিঃ” পরম-
ব্রহ্মস্বরূপ, বিমুক্তির জন্য আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি,
ইতি । যদিচ দ্বাদশস্কন্ধে “ওঁ নমস্তে ইত্যাদি গচ্ছ সকলে গায়ত্রীর
অর্থ দ্বারা সূর্য্যদেবকে স্তব করিয়াছেন, তাহা কেবল পরমাত্মদৃষ্টি
দ্বারাই জানিতে হইবে । স্বতন্ত্রভাবে সেই স্তব নহে ; একারণ
তাহাতে কোন দোষ হয় নাই এবং ঐ দ্বাদশস্কন্ধের কিছু অগ্রে
বলিয়াছেন । হে সূত ! আমরা শ্রদ্ধধান হইয়াছি ; অতএব আমা-
দিগের নিকট সূর্য্যরূপী ভগবান্ শ্রীহরির ব্যূহ বর্ণন কর ? উল্লিখিত
“ভগ” শব্দের সূর্য্যমণ্ডলমাত্রে অধিষ্ঠান নহে ; কারণ গায়ত্রীমন্ত্রে

ত্রিলোকী জনানামুপাসনার্থং প্রলয়ে অবিনাশি সূর্য্যমণ্ডলে
চান্তর্যামিতয়া প্রাহুভূতোহয়ং পুরুষো ধ্যানেন দ্রষ্টব্য উপা-
সিতব্যঃ । যত্ত্বু বিষ্ণোস্তুস্য মহাবৈকুণ্ঠরূপং পরমং পদং তদেব
সত্যং কালত্রয়াব্যভিচারি সদাশিবমুপদ্রবশূন্যং যতো ব্রহ্ম-
স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

অথ শূদ্রস্ত শিখাবন্ধনোন্মোচন মন্ত্রো ।

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ ।

বিষ্ণোর্নামসহস্রৈঃ শিখাবন্ধং করোম্যহং ॥ ১২২ ॥

গচ্ছন্ত সকলা দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।

তিষ্ঠত্বত্রাচলালক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং ॥ ১২৩ ॥

শূদ্রস্ত মুক্তশিখত্বং কেচিদাহ্মর্মনীষিণঃ ॥ ১২৪ ॥

অথ স্ত্রীশূদ্রাদীনাং গায়ত্র্যাচ্চারণনিষেধমাহ ।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি । সাবিত্রীং

“বরেণ্য” শব্দ দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হইয়াছে ।
ধ্যানদ্বারা এই পুরুষকে সূর্য্যমণ্ডলে দর্শন করিতে হয় । সত্য, সদা-
শিব, ব্রহ্ম এবং সেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া অভিহিত । এই যে
ত্রিভুবনস্থ জনগণের উপাসনার নিমিত্ত প্রলয়কালে বিনাশরহিত
সূর্য্যমণ্ডলে অন্তর্যামিরূপে প্রাহুভূত এই পুরুষকে ধ্যানদ্বারা দর্শন
ও উপাসনা করিতে হয় । যাহা সেই ভগবান্ বিষ্ণুর মহাবৈকুণ্ঠাখ্য
পরমপদ, তাহাই সত্য, অর্থাৎ কালত্রয়ে অব্যভিচারী, সদাশিব অর্থাৎ
সে সর্বোপদ্রববিহীন ; যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপ । ইহাই গায়ত্রীর অর্থ ।
১২১ । অথ শূদ্রের শিখাবন্ধন ও উন্মোচনের মন্ত্র । সহস্র ব্রহ্মবাণী,
একশত শিববাণী, সহস্র বিষ্ণু নাম দ্বারা আমি শিখাবন্ধন করিতেছি ।
১২২ । ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সকলে গমন করুন, লক্ষ্মী অচলা
হইয়া রহুন । আমি শিখামুক্ত করিতেছি । ১২৩ । শূদ্র মুক্তশিখ
হইয়া স্নান করিবে, এই কথা কোন কোন পণ্ডিত বলেন । ১২৪ ।
অনন্তর স্ত্রীশূদ্রাদির গায়ত্রী প্রভৃতি উচ্চারণ নিষেধ, ইহাই বলি-

প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোহধোগচ্ছতি ।
লক্ষ্মীং লক্ষ্মীমন্ত্রং ॥ ১২৫ ॥

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা ।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং ॥ ১২৬ ॥

অথ স্নানবিধিঃ ।

স্নানস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তমন্তর্বাহবিভেদতঃ ।
মন্ত্রসংস্মরণেনান্তর্বাহস্ত মৃজ্জলাদিনা ।
ধৌতাস্মরাণি দত্তাংশ্চ গৃহীত্বা মৃত্তিলাংস্তথা ।
নদ্যাতিতীরমাগত্য স্নায়াৎ স্ব স্ব বিধানতঃ ॥ ১২৭ ॥
অর্ধোতেন ন বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং ।
কুর্বন্ ফলং ন চাপ্নোতি দত্তং ভবতি নিষ্ফলং ॥ ১২৮ ॥

তেছেন । গায়ত্রী, প্রণব, যজু, লক্ষ্মীমন্ত্র, স্ত্রী শূদ্রকে প্রদান করিতে
পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন না । ঐ সকল যদি স্ত্রী-শূদ্র জানিতে পারে,
তাহা হইলে সেই স্ত্রী-শূদ্রের মৃত্যু বা নরকগতি হইয়া থাকে । ১২৫ ।

স্ত্রী-শূদ্র ও নিন্দিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বেদে অধিকার নাই ; এই হেতু
শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) সাধনকর্মমার্গে মূঢ় স্ত্রী-শূদ্রাদির কিরূপে নিস্তার
হইবে, এই বিষয় বিবেচনা পূর্বক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি কৃপা করিয়া
তাহাদের শ্রেয়ঃ নিমিত্ত মহাভারত আখ্যান রচনা করিলেন । ১২৬ ।

অথ স্নানবিধি বলিতেছেন । অন্তর ও বাহ্যভেদে স্নান দুই প্রকার ।
অন্তর স্নান নিজ মূলমন্ত্র স্মরণ এবং মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য স্নান
সিদ্ধ হইয়া থাকে । সৌত্তরীয় ধৌতবসন, দর্ভ (কুশ) মৃত্তিকা ও
তিল গ্রহণপূর্বক নদ্যাদির তীরে গমনানন্তর স্ব স্ব বিধানানুসারে
স্নান করিবে । ১২৭ । অর্ধোত বস্ত্র পরিধান পূর্বক নিত্য-নৈমিত্তিক
কর্ম করিলে, তাহার ফল লাভ হয় না । (না করিলে পাপভাগী
হইতে হয় ও করিলে পাপ মাত্রের ক্ষয় হয়, এইরূপ বেদবিহিত

ধৌতাজ্জি পাণিরাচান্তঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পমাদৃতঃ ।

কৃষ্ণার্চাপ্রতয়া স্নানং করিষ্যেহং তদাজ্জয়া ॥ ১২৯ ॥

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রচারণঃ ।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকস্মিন্ মাসি অমুকস্মিন্ পক্ষে
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-
কামঃ অস্মিন্জলে তদর্চনাপ্রসন্নানমহং করিষ্যে ॥ ১৩০ ॥

গঙ্গাজলে “অস্তাং গঙ্গায়াং” ইতি পঠেৎ । শূদ্রশ্চেৎ
“শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ” “শ্রীঅমুক দাসঃ ইতি ব্রূয়াচ্চ ॥ ১৩১ ॥

ততো গঙ্গাদিতীর্থানি স্মৃত্বা শ্রীভৈরবং স্মরেৎ ॥

তত্রৈব গঙ্গাদিতীর্থস্মরণং ।

জাহ্নবীং যমুনাং সিন্ধুং গোদাবরীং সরস্বতীং ।

প্রভাসং পুষ্করাদীংশ্চ স্নানকালে নমাম্যহং ইতি ॥

ততস্তু শ্রীভৈরবস্মরণং ।

সাগরস্বননির্ঘোষদগুহস্তাস্থরাস্তক ।

জগৎস্রষ্টর্জগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং হরেশ্বর ॥ ইতি ॥

নিত্য কৰ্তব্য কৰ্ম্মই নিত্য কৰ্ম্ম । পুত্র জন্ম প্রভৃতি নিবন্ধন যে
যাগাদি করিতে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ।) এবং দানাদি করিলে,
তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে । ১২৮ । তদনন্তর হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া
আচমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে তদীয় অর্চনার অঙ্গস্বরূপ
স্নান করিতেছি, এই প্রকারে নামগোত্র প্রভৃতি উল্লেখপূর্বক সঙ্কল্প
করণানন্তর স্নান করিবে । ১২৯ । অথ সঙ্কল্প মন্ত্র এই ।—“ওঁ
বিষ্ণুরোম্” ইহাতে আরম্ভ করিয়া “স্নানমহং করিষ্যে” পর্য্যন্ত সঙ্কল্প
মন্ত্র । ১৩০ । শূদ্রব্যক্তি “ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ” ইতি মন্ত্রের পরিবর্তে
“শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ” ইহাই বলিবে । এবং “শ্রীঅমুক দেবশর্মা” স্থলে
“শ্রীঅমুক দাসঃ” ইহাই পাঠ করিবে । ১৩১ । তদনন্তর গঙ্গাদিতীর্থ
সকলকে স্মরণপূর্বক শ্রীভৈরবকে স্মরণ করিবে । তথায় গঙ্গাদি-
তীর্থ স্মরণ বলিতেছেন । জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী,

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ ।

অন্যথা তৎফলস্ফাৰ্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ং ॥

নত্ৰাথ ভগবদ্বিষ্ণুং স্নানার্থং প্রার্থয়েদ্দিদং ।

দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর ।

দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তবতীর্থনিষেবণে ॥ ইতি ॥

ততস্তু মৃদমালায় ললাটাদিষু ত্রক্ষয়েৎ ॥

তত্র মৃত্তিকাহরণমন্ত্রশ্চারণং ।

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বহুন্ধরে ।

মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া তুষ্কতং কৃতং ।

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা ।

নমস্তে সৰ্বভূতানাং প্রভাবারিণি স্তব্রতে ॥ ইতি ॥

ততো নারায়ণোচ্চার্য ধ্যান্বা তদ্ভূতমুত্তমং ।

স্নায়াচ্চ বিধিবদ্বিপ্রো নদ্যাদিষু দিনে দিনে ॥

প্রভাস এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থসকলকে স্নানকালে আমি নমস্কার করি। তাহার পর শ্রীভৈরবস্মরণ। হে সাগরধ্বনিতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দশালিন্! হে দণ্ডহস্ত! হে অশুরাস্তক! হে জগৎসৃষ্টিকারিন্! হে জগন্মর্দিন্! হে সুরেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তীর্থস্নান করিবে; ইহার অন্যথা করিলে তীর্থের ঈশ্বর স্বয়ং তীর্থস্নানের অর্দ্ধ ফল অপহরণ করেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া তীর্থস্নান জন্য এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর! হে বিষ্ণো! আপনার তীর্থনিষেবণে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। তদনন্তর মৃত্তিকাগ্রহণ পূর্বক ললাট প্রভৃতিতে যথানিয়ম ত্রক্ষণ করিবে। তথায় মৃত্তিকা হরণ মন্ত্র এই।—হে বহুন্ধরে! তুমি অশ্ব কর্তৃক আক্রান্ত, রথদ্বারা আক্রান্ত ও বিষ্ণু কর্তৃক আক্রান্ত। হে মৃত্তিকে! আমি যে পাপাচরণ করিয়াছি, তুমি আমার সেই পাপ হরণ কর।

তদ্যানং ।

অনন্তাদিত্যসঙ্কশং বাসুদেবং চতুর্ভুজং ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং ।

তৎপাদোদকজাং ধারাং নিপতন্তীং স্বকাং তনুং ।

তয়া সংকালয়েৎ সর্বমন্তর্দেহগতং মলং ॥

ধ্যাত্বাথবা স্বমূলেন স্নানং কুর্যাদযথোদিতং ॥ ১৩২ ॥

কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ ।

কৃতা চাঘমর্ষণঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ ।

তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ ।

ওঁ শ্রীকেশবায় নমঃ । ১। ওঁ শ্রীমধুসূদনায় নমঃ । ২। ওঁ শ্রীদামো-
 দরায় নমঃ । ৩। ওঁ শ্রীবাসুদেবায় নমঃ । ৪। ওঁ শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ
 । ৫। ওঁ শ্রীমাধবায় নমঃ । ৬। ওঁ শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ । ৭।
 ওঁ শ্রীঅখোক্ষজায় নমঃ । ৮। ওঁ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ । ৯। ওঁ শ্রীঅচ্যুতায়
 নমঃ । ১০। ওঁ শ্রীনারায়ণায় নমঃ । ১১। ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥ ১২ ॥

হে সূত্রতে, বরাহরূপী শতবাহু শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রসাতল হইতে
 উদ্ধার করিয়াছেন, তুমি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি স্থান, তোমাকে
 প্রণাম করি। তাহার পর শ্রীনারায়ণ, উচ্চারণ পূর্বক তদীয়
 সুন্দররূপ চিন্তা করিয়া, নদী প্রভৃতিতে প্রতিদিন বিধিবৎ স্নান
 করিবে। শ্রীনারায়ণের ধ্যান। অনন্তাদিত্যসঙ্কশ, চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-
 গদা-পদ্মধারী, বনমালা বিভূষিত ভগবান্ বাসুদেবের চরণোদকধারা
 দ্বারা স্বদেহান্তর্গত সমস্ত মল সংকালিত হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া
 বা মূলমন্ত্র দ্বারা যথা বিধি স্নান করিবে। ১৩২। বাসুদেব কৃষ্ণকে
 চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ জলে নিমগ্ন হইয়া স্নান করিবে। অঘমর্ষণ
 করণানন্তর শ্রীকেশবাদি দ্বাদশ নাম সহকারে জলে নিমগ্ন হইয়া
 দ্বাদশবার স্নান করিবে। (বৈদিকসম্বন্ধায় অঘমর্ষণ দেখ)। “ওঁ
 শ্রীকেশবায় নমঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ”

শূদ্রশ্চেৎ শ্রীকেশবায় নমঃ ইত্যাদি পঠেৎ । নিমজ্জনাৎ প্রাক্
মুদগ্রহণং তথাঘমর্ষণঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণাধ্যানাদিকং
মূলমন্ত্রজপনং কেশবাदिनामभिर्द्वादशवारनिमज्জनादिकঞ্চৈতেষাং
মিশ্রিতং বিবেচनीয়ং ইতি ॥

অকুতাঘমর্ষণস্ত চৈদং স্নানং সুসিদ্ধ্যতি ।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ।

ইত্যাদিশুকবাক্যঞ্চ প্রমাণং তত্র চৈবহি ॥ ইতি ॥

ইদং স্নানং বরং মন্ত্রাং সহস্রমধিকং স্মৃতং ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীমদ্বিষ্ণুপাসকানাং দ্বিজানাং প্রীতিহেতবে ।

বক্ষ্যামি তান্ত্রিকং স্নানং স্মৃত্বা বিষ্ণুপদাম্বুজং ॥

ধৌতাজ্জি পাণিরাচান্তঃ কুর্যাৎ সঙ্কল্পমাদৃতঃ ।

কৃষ্ণার্চাস্ততয়া স্নানং করিষ্যেহং তদাজ্জয়া ॥ ১৩৪ ॥

এই পর্য্যন্ত দ্বাদশ নাম । শূদ্র কেবল “শ্রীকেশবায় নমঃ” ইত্যাদি
পাঠ করিবে । (এই স্নানবিধি বৈদিক ও তান্ত্রিক । স্নানের পূর্বে
মৃত্তিকা গ্রহণ, তদনন্তর অঘমর্ষণ, ইহাই বৈদিক এবং কৃষ্ণাধ্যানাদি,
মূলমন্ত্র জপ, কেশবাদি নামোচ্চারণ পূর্বক দ্বাদশবার নিমজ্জন, ইহাই
তান্ত্রিক । অতএব এই স্নানবিধি বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্রিত বিধি
বিবেচনা করিতে হইবে । তান্ত্রিক অঘমর্ষণ কৃষ্ণসঙ্কায় দেখ)
অঘমর্ষণ না করিয়াও এই স্নান সুসিদ্ধ হয় । কেন না ভগবান্
বিষ্ণুর নামগ্রহণ অশেষ অঘ অর্থাৎ পাপহারক জানিবে ইত্যাদি
শুকবাক্য তথায় নিশ্চয় অর্থাৎ অকাট্য প্রমাণ । এই স্নানমন্ত্র স্নান
হইতে শ্রেষ্ঠ, সহস্রগুণ ফলদায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । ১৩৩ ।
অনন্তর তান্ত্রিকস্নান বলিতেছেন । শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক
শ্রীমদ্বিষ্ণুপাসক দ্বিজগণের প্রীতি নিমিত্ত আমি এই তান্ত্রিক স্নান
বিধি বলিতেছি । “ধৌতাজ্জি পাণিরাচান্তঃ” ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ

অথ সঙ্কল্পমন্ত্রচাৰ্যং ।

ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদিত্যাদি পূর্ববৎ ॥ ততঃ
 বিনশ্চাঙ্গে যড়ঙ্গানি প্রাণায়ামপুরঃসরং ।
 শ্রীসূর্য্যমণ্ডলাভীৰ্ধমাক্ষ্যাক্ষশমুদ্রয়া ।
 বমিত্যনেন চাপ্লাব্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ ॥
 সংরক্ষ্যাদ্বৈণ মূলেন মন্ত্রয়েদ্রোদ্রসংখ্যয়া ।
 নিমজ্জ তস্মিন্ ধ্যয়েচ্ছ্রীকৃষ্ণভক্ত্যা জপেন্মনুং ।
 উন্নজ্য কুন্তুমুদ্রাঞ্চ বদ্ধা স্নায়াদ্বিষট্‌ততঃ ॥ ১৩৫ ॥

অথ তত্রৈব প্রাণায়ামঃ ।

দশাক্ষরেণ চেত্তত্র অষ্টাবিংশতি রেচয়েৎ ।
 পূরয়েদ্ধাময়া তদ্বন্ধারয়েত্তৎ প্রমাণতঃ ।

পূর্বের করা হইয়াছে । ১৩৪ । অথ সঙ্কল্পমন্ত্র এই—“ওঁ বিষ্ণুরোম্
 তৎ সৎ” ইত্যাদি পূর্ববৎ । তদনন্তর প্রাণায়াম পুরঃসর যড়ঙ্গাঙ্গাস
 করিয়া, অক্ষুশমুদ্রা (দক্ষিণহস্তের মুষ্টি হইতে বিনিঃসৃতমধ্যমাঙ্গুলি
 জলস্পর্শ জন্য সরলভাবে এবং তর্জন্যাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রক্ষা
 করিলেই অক্ষুশমুদ্রা হইয়া থাকে । মতান্তরে তর্জনী সরলভাবে
 ও মধ্যমা বক্রভাবে রক্ষা করিলেই অক্ষুশমুদ্রা হয়) দ্বারা শ্রীসূর্য্য-
 মণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন পূর্বক বরুণবীজ (বং) দ্বারা আপ্লাবন,
 তদনন্তর কবচমন্ত্র (হং) দ্বারা অবগুণ্ঠন (মুষ্টিবদ্ধ বামহস্তের
 তর্জনীকে মুষ্টি হইতে বাহির পূর্বক অধোমুখে সরলভাবে স্থাপনের
 নাম অবগুণ্ঠন মুদ্রা) তদনন্তর অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা রক্ষিত পূর্বক
 একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করতঃ তাহাতে নিমগ্ন হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণকে
 ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে । তাহার পর
 কুন্তুমুদ্রা (দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে সংলগ্ন পূর্বক দুই হস্তে এমন
 একটা মুষ্টিবন্ধন করিবে, যেন তাহার ভিতরে শূন্য থাকে, ইহার
 নামই কুন্তুমুদ্রা) দ্বারা জল তুলিয়া আটবার স্নান করিতে হইবে
 ॥ ১৩৫ ॥ তথায় প্রাণায়াম । দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিবার

প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুস্তকৈঃ ।
 চেভদ্বাদশার্গেন দ্বাদশৈবং সমাচরেৎ ।
 একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্ ।
 পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ।
 সর্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন চাচরেৎ ।
 অশক্তৌ কথিতশ্চৈবং শক্তৌ চ যোগিনাং মতং ।
 অথবা সর্বমন্ত্রেষু বর্ণানুক্রমতো জপন্ ।
 প্রাণায়ামঞ্চরেন্মন্ত্রী রেচপূরককুস্তকৈঃ ।
 মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিকং কথয়ামি তে ।
 রেচয়েদক্ষয়া বিদ্বান্ মাত্রা ষোড়শকেন চ ।
 দ্বাত্রিংশমাত্রাপূর্য্য চতুঃষষ্ঠ্যা তু ধারয়েৎ ।
 একশ্বাসশ্চৈকমাত্রো মাত্রায়া নিয়মো মতঃ ।
 বামজানুনি তদ্বাস্ত্রামণং যাবতা ভবেৎ ।

সময় অষ্টাবিংশতি রেচন করিবে । ঐ প্রমাণে বামনাসিকায় পূরণ
 এবং যথানিয়ম কুস্তক করিবে । অষ্টাদশাঙ্কর মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম-
 কালে দ্বাদশবার রেচন করিবে । কামবীজ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ একবার
 রেচন করিবে । সপ্তবার জপ দ্বারা পূরণ করিবে । বিংশতিবার
 জপ দ্বারা ধারণ করিবে । সকল কৃষ্ণমন্ত্রেই কামবীজ দ্বারা কার্য্য
 করিতে হইবে । আবার সকল মন্ত্রেই বর্ণানুক্রমেই জপ করিয়া
 প্রাণায়াম করিতে হইবে । ইহার নাম মন্ত্র প্রাণায়াম । তদনন্তর
 যৌগিক প্রাণায়াম বলিতেছেন । ষোড়শমাত্রায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা
 রেচন করিবে । দ্বাত্রিংশমাত্রায় বামনাসায় পূরণ করিবে । চতুঃ-
 ষষ্টি মাত্রায় উভয় নাসিকা রুদ্ধ পূর্ব্বক কুস্তক করিবে । একটি
 শ্বাসই একটি মাত্রার নিয়ম । যত সময়ে আপনার হস্ত আপনার
 জানুমণ্ডল বেষ্টিত করিতে পারে, তত সময়ের নাম মাত্রা । বেদজ্ঞ
 মুনিসকল ঐ সময়কেই এক একটি মাত্রা বলিয়া কীর্ত্তন করেন ।

কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।
 প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভশ্চ নিগর্ভকঃ ।
 সগর্ভো মন্ত্রজাপেন প্রাণায়ামো মতো বুধৈঃ ।
 নিগর্ভশ্চ প্রাণায়ামো মাত্রায়াঃ সংখ্যা ভবেৎ ॥ ১৩৬ ॥

কচিচ্চ ।

রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পুরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ ।
 চতুঃষষ্ঠ্যা ভবেৎ কুন্ত এবংশ্রাং প্রাণসংযমঃ ।
 বিরেচ্য পবনং পূর্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলং ।
 পূরয়িত্বা বিধানেন সশক্ত্যা কুন্তকে স্থিতঃ ।
 তত্র প্রাণবমভ্যস্তন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগং ।
 ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কূর্ঘ্যাক্ষ্যানমতদ্রিতঃ ।

মন্ত্রমূর্দ্ধগং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র শিরঃ স্থিতং মান্মথং বীজং
 বা অভ্যস্তন্ । মনসা আবর্তয়ন্ প্রাণবাত্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তং ।
 অস্ত্র প্রাণবমন্ত্রস্ত্র প্রজাপতিঋষির্দেবীগায়ত্রীছন্দঃ পরমাত্মাদেবতা
 আকারো বীজং উকারঃ শক্তির্মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে
 বিনিয়োগঃ । ইতি বীজাত্যাসে চ মন্ত্রস্ত্র ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ
 তত্তদেবতয়া এবত্যহং বিকল্পশ্চ মুক্তি ভুক্ত্যাদিফলভেদেন
 বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতিদিক্ ।

সগর্ভ এবং নিগর্ভভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার । মন্ত্র জপ বা মাত্রার
 সংখ্যানুসারে যে প্রাণায়াম, তাহারই নাম সগর্ভ । তদ্ব্যতিরিক্ত
 প্রাণায়ামের নাম নিগর্ভ । ১৩৬ । কোন স্থলে এইরূপ কথিত হই-
 য়াছে । ষোড়শমাত্রায় রেচক, দ্বাত্রিংশমাত্রায় পূরক ও চতুঃষষ্টি
 মাত্রায় কুন্তক । এইরূপ করিলে প্রাণবায়ু দমন করা হয় । (দেহ
 হইতে বায়ু পরিত্যাগের নাম রেচক । শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করার
 নাম পূরক । শরীরাত্যন্তরে বায়ু অবরোধ করার নাম কুন্তক ।)
 অগ্রে শরীরস্থ বায়ুবিরেচনপূর্বক গুহদেশ সঙ্কোচিত করিবে ।

তদ্ব্যনকোত্তমঃ ।

বিষ্ণুং ভাস্বংকিরীটান্গদবলয়কলা কল্লহারোদরাজি-
শ্রোণীভূষণং সবক্ষো মণিমকরমহাকুণ্ডলামৃগগুণ্ডং ।
হস্তোদ্যচ্ছাচক্রান্মুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসং
বিদ্যাভদ্রাসমুদ্যাদিনকরসদৃশং পদ্মসংস্থং নমামি ॥ ১৩৭ ॥
একান্তিভিষ্চ ভগবান্ সর্বদেবময়ঃ প্রভু ।
কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্বতঃ ॥ ১৩৮ ॥

অথ তত্রৈব ষড়ঙ্গন্যাসঃ ।

ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ । কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা । গোবিন্দায়
শিখায়ৈ বষট্ । গোপীজন কবচায় হুঁ । বল্লভায় নেত্রাভ্যাং
বৌষট্ । স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১৩৯ ॥

স্বশক্ত্যানুসারে বায়ু পূরণ করতঃ কুম্ভক করিবে । যদি কামবীজ
(ক্লীং) কিস্বা বীজমন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র) জপ করে, তাহা হইলে
ঋষি প্রভৃতি স্মরণ পূর্বক আলস্য বিহীন হইয়া ধ্যান করিবে ।
(প্রণবমন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি । চন্দ্র গায়ত্রী । দেবতা পরমাত্মা ।
বীজ আকার । শক্তি উকার । আধারদণ্ড মকার । প্রাণায়াম কার্য্যে
এই মন্ত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে । উহার ধ্যান এইরূপ কথিত হইয়াছে ।
যাঁহার উজ্জ্বল কিরীট শিরোভূষণ, হস্তে অঙ্গদবলয় শোভিত, গলদেশে
শ্রেষ্ঠমনোহর হার, যাঁহার উদর ও চরণ ও শ্রোণীদেশ (কটি)
অলঙ্কারে বিভূষিত, যাঁহার গণ্ডস্থল বক্ষোমণি-সংলগ্ন মহাশ্রেষ্ঠ
মকরাকৃতি কুণ্ডলে চুম্বিত, যাঁহার হস্তে উত্তম শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম,
যিনি অত্যন্ত নিম্নল পীত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গ
হইতে দিব্য দীপ্তি (তেজঃ) বহির্গত হইতেছে, যিনি দেখিতে
উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় এবং যিনি সহস্রদলপদ্মমধ্যে বিরাজমান,
আমি সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি । ১৩৭ । যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-
চরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, সেই একান্তভক্তগণের সকল
কার্য্যেই গোপ-গোপীঅভিমতজনবেষ্টিত সর্বদেবময় ভগবান্ প্রভু

বর্ণে নৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরোমতং ।
 চতুর্ভিষ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতং ।
 নেত্রং তথা চতুর্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথামতমিতি ॥ ১৪০ ॥
 ততশ্চাপাদমাকেশান্যসেদোভ্যামিমং মনুং ।
 বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন অসেচ্চ প্রণবং সৰ্ব্বং ॥ ১৪১ ॥
 অথ তত্রৈব তীর্থাবাহনং ।

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা ।
 ত্রাহি নস্ত্বেগসস্তম্মাদাজন্মমরণান্তিকাত্ ।
 গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
 নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ১৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণকেই চিন্তা করা কর্তব্য । ১৩৮ । অনন্তর সেই স্থলে ষড়ঙ্গ-
 ন্যাস । “ক্লী” হইতে আরম্ভ “অস্ত্রায় ফট্” পর্য্যন্ত ষড়ঙ্গন্যাসের
 মন্ত্র জানিতে হইবে । ১৩৯ । “ক্লী” এই একবর্ণে হৃদয় । “কৃষ্ণায়”
 এই বর্ণত্রয়ে মস্তক । “গোবিন্দায়” এই বর্ণচতুষ্টয়ে শিখা । “গোপী
 জন” এই চারিবর্ণে কবচ । “বল্লভায়” এই বর্ণচতুষ্টয়ে নেত্র ।
 “স্বাহা” এই বর্ণদ্বয়ে অস্ত্র কল্পনা করিতে হয় । ১৪০ । তদনন্তর
 দুই হস্তে বেষ্টিত করণভাবে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পাদ হইতে মস্তক
 পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গের চতুর্দিকে বারত্রয় ন্যাস করিবে । ঐ প্রকারে
 একবার প্রণব (ওঁ) ন্যাস করিতে হইবে । ১৪১ । অনন্তর সেই স্থানে
 তীর্থ আবাহন করিতে হইবে । তাহার মন্ত্র এই—হে মাতর্গঙ্গে !
 তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর
 শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা ; অতএব আমি আজন্মমরণাবধি যে
 সকল পাপাচরণ করিব, সেই সকল পাপ হইতে তুমি আমায়
 পরিত্রাণ কর । হে গঙ্গে ! হে যমুনে ! হে গোদাবরি ! হে সরস্বতি !
 হে নর্মদে ! হে সিন্ধো ! হে কাবেরি ! আমি স্নান করিতেছি ;
 অতএব তোমরা সকলে এই জলে আগমন কর ইতি । ১৪২ ।

অথ গুরুাদিসন্নিহিতে গুরু-পিতৃ-মাতৃ-বিপ্রপাদোদকেন
বারমেকং স্নানং কুর্যাদিতি ।

গুরোঃ সন্নিহিতস্তাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ ।

বিপ্রাণাঞ্চ পদান্তোভিঃ কুর্যাম্মূর্দ্ধাভিষেচনম্ ॥ ১৪৩ ॥

অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতস্নানং ।

তথৈব তুলসীমিশ্রা শালগ্রামশিলান্তসা ।

অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎকিঞ্চিদগ্ৰতঃ ॥ ১৪৪ ॥

শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতং ।

কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি ।

শালগ্রামশিলাতোয়মপাত্বা যন্তু মন্তুকে ।

প্রক্ষেপণং প্রকুব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ।

বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ ।

বিরুদ্ধমাচরেন্মোহাৎ ব্রহ্মহা সা নিগদ্যতে ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে ।

সমাগরাণি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্ত দক্ষিণে ॥ ১৪৫ ॥

অনন্তর শ্রীগুরু প্রভৃতি নিকটে থাকিলে, গুরু পিতামাতা ও
ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা একবার স্নান করিবে, অনন্তর যদি সেই
সময় গুরুবর্গ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে, গুরু, পিতা
মাতা ও ব্রাহ্মণদিগের পাদোদক দ্বারাও মন্তুকে অভিষেক করিবে
। ১৪৩। অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত স্নান বলিতেছেন। তথা শ্রীতুলসী
মিশ্রিত শ্রীশালগ্রাম শিলার স্নানজল অগ্রে কিঞ্চিৎ পান করিয়া,
তদ্বারাও স্নান করিবে। ১৪৪। তুলসী-চন্দন মিশ্রিত শ্রীশালগ্রাম
শিলার স্নানজল শঙ্খ করিয়া, স্বমন্তুকোপরি বারত্ৰয় ঘুরাইয়া
স্বমন্তুকে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জল অগ্রে
কিঞ্চিৎ পান না করিয়া, মন্তুকে নিক্ষেপ করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী
বলা যায়। শ্রীবিষ্ণুপাদোদকের পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের পাদোদক পান

অথ শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাদিবিনাশনং ।

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ইতি ॥ ১৪৬ ॥

ততো জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্ত্বা মূর্দ্ধিত্রীন্ কুন্তমুদ্রয়া ।

মূলেনাথ বিশেষেণ কুর্যাদেবাদিতর্পণং ॥ ১৪৭ ॥

অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং ।

ওঁ ব্রহ্মাণং তর্পয়ামি উপবীতী পূর্বাভিमुखঃ । ওঁ বিষ্ণুং
তর্পয়ামি । ওঁ রুদ্রং তর্পয়ামি । ওঁ প্রজাপতিং তর্পয়ামি ।
ওঁ ভূর্দেবাংস্তর্পয়ামি । ভুবো দেবাংস্তর্পয়ামি । স্বর্দেবাং-
স্তর্পয়ামি । ভূভুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি । ওঁ কৃষ্ণদ্বৈপায়-
নাদয়ো যে ঋষয়স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি । ভূঋষীংস্তর্পয়ামি । ওঁ
ভুবঋষীংস্তর্পয়ামি । ওঁ স্বঋষীংস্তর্পয়ামি । ওঁ ভূভুবঃ স্বঋষীং
স্তর্পয়ামি । ইত্যনেন প্রত্যেকেন দৈবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং
দদ্যাৎ ॥ ১৪৮ ॥

করিবে; যে ব্যক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করে, সে
ব্যক্তিকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত তীর্থ
আছে, সেই সকল তীর্থ সাগরে অবস্থিত এবং সাগর সহিত তীর্থ
সমুদায় ব্রাহ্মণের দক্ষিণচরণে বিদ্যমান। ১৪৫। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু-
চরণামৃত ধারণের মন্ত্র বলিতেছেন। অকালমৃত্যুহরণকারী, সর্ব-
ব্যাদিবিনাশক, বিষ্ণুর চরণোদক পানানন্তর আমি মস্তকে ধারণ
করিতেছি। ১৪৬। তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কুন্তমুদ্রা দ্বারা
বারত্রয় মস্তকে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ বিশেষরূপে দেবতা প্রভৃতির
তর্পণ করিবে। ১৪৭। অথ সামান্যভাবে দেবতা প্রভৃতির তর্পণ
বলিতেছেন। স্বাভাবিক বামস্কন্ধের উপরি হইতে দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া
লম্বিত যজ্ঞোপবীতকে উপবীত কহা যায়। এইরূপ যজ্ঞোপবীত
ধারণপূর্বক পূর্বাভিमुखে “ওঁ ব্রহ্মাণং তর্পয়ামি” হইতে আরম্ভ করিয়া

ততঃ প্রাচীনাবীতিঃ

ওঁ অগ্নিষভাঃ পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ
সৌম্যাঃ পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ হবিষন্তঃ
পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ উষ্মপাঃ পিতর
স্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ ঋকালিনঃ পিতরস্তু প্যন্তা-
মেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ বহিষ্কঃ পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং
তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ
স্বধা । ইত্যনেন প্রত্যেকেন জনাঙ্গমিত্রয়ং পিতৃতীর্থেন
দদ্যাৎ ॥ ১৪৯ ॥

পীড়য়িত্বাস্বরং চোরু প্রকল্যাদিত্যং ততঃ ।

ধারয়েদ্বাসসী শুক্রে পরিধানোত্তরীযকে ॥ ১৫০ ॥

কচিৎ ।

আচম্যাস্থানি সংমার্জ্য স্নানবস্ত্রাণ্যবাসসা ।

পরিধায়াংশুকে শুক্রে দ্বিবিপ্রাচরনং চরেৎ ॥ ১৫১ ॥

“ওঁ ভূভুবস্বখা ষিংস্তপ্যামি, গঙ্গাং তপ্যামি করিবে । প্রত্যেককে
দৈবতীর্থ (অঙ্গুলির অগ্রভাগে পীড়িত করিবে) দ্বারা এক এক
অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । ১৪৯ । ততঃ প্রাচীনাবীতি (দক্ষিণ-
স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণের কালে প্রাচীনাবীতি) হইয়া দক্ষিণাভি-
মুখে “ওঁ অগ্নিষভাঃ পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা” ইহাতে
আরম্ভ করিয়া “ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তু প্যন্তামেতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা,
পর্যন্ত তর্পণ করিবে । প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও
তর্জনির মধ্যস্থান) দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । ১৪৯ ।
এইরূপে দেবতাদির তর্পণ করিয়া স্নানপীড়ন করিবে । তাহার
পর উরুদ্বয় প্রক্ষালন করণানন্তর আচমন করতঃ পরিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ
অচ্ছিন্ন সৌন্দরীয় বসন ধারণ করিবে । ১৫০ । কাহার মত এই
যে, উক্ত মতে দেবতাদির তর্পণ সাধনের পূর্বক যে বসন পরিধান

বিধিবত্তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ ।

বিধায় বৈদিকীং সঙ্ক্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীং ॥ ১৫২ ॥

অথ গৃহস্থানং ।

নদ্যাদৌ স্নানাশক্তস্তু গৃহস্থানং বিধীয়তে ॥ ১৫৩ ॥

ওঁ বিষ্ণুরোন্তুৎসদদ্যামুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথে
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দোদকমিশ্রি-
তেনোদকেন তদর্চনাস্নানমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্ল্য

নলিনী নন্দিনী সীতা মালতী চ মহাপগা ।

বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্বৃত্তা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ।

ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী ।

(ইতি দ্বাদশনামভির্জলভাজনে গঙ্গামাবাহানুজ্ঞাপ্রস্তাবং
বিধায় ত্রাসং কৃত্বাস্নানমপদার্ঘ্য স্নাত্বা আপোহিষ্ঠেতি সন্মার্জ্য
জলং বিলোড়্য নাসানয়েন চুস্তুকেনাঘমর্ষণং কৃত্বা গুরুবিপ্রাদি
তীর্থাভিষেকপূর্বকং তুলসীমিশ্রিতশালগ্রামতীর্থং শস্ত্রে কৃত্বা

করিয়া স্নান করা হইয়াছিল, অগ্রে আচমনপূর্বক সেই পরিধেয়
বসন ব্যতীত অপর বসন দ্বারা সন্মার্জন করিবে। তাহার পর
শুরুবর্ণ সোভরীয় বসন পরিধান করিয়া উপবেশনানন্তর পুনর্ববার
আচমন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, স্নান-
বস্ত্রের অঞ্চল কিংবা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে না। ১৫১।
তদনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি পরের লিখিত নিয়মানুসারে তিলক নিষ্কাশন
করিয়া বৈদিকী সঙ্ক্যা করণানন্তর তান্ত্রিকী সঙ্ক্যা করিবেন। ১৫২।
যে ব্যক্তি নদীপ্রভৃতিতে স্নান করিতে অশক্ত, সে ব্যক্তির গৃহে
স্নান করা কর্তব্য। ১৫৩। গৃহে স্নান করিতে হইলে অগ্রে “ওঁ
বিষ্ণুরোম্” হইতে আরম্ভ করিয়া, “স্নানমহং করিষ্যে” পর্য্যন্ত এই
সঙ্কল্ল মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্ল করিয়া, নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালতী, মহাপগা,
বিষ্ণুচরণার্ঘ্যসম্বৃত্তা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী,

মূলে নৈকাদশাভিষিচ্য মূলে ন্যাসং কৃৎস্না পূর্বোক্তক্রমেণ
তর্পণং সমাপ্যচম্য বাসঃ পরিদধ্যাৎ । তদনন্তরমাসনে
উপবিষ্ট্য পুনরাচম্য বিধিবত্তিলকং কৃৎস্না পুনশ্চাচম্য বৈদিকীং
সঙ্ক্যাং বিধায় তান্ত্রিকীং সঙ্ক্যাং কুর্য়াদিতি ॥ ১৫৪ ॥)

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ ।

যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃদ্ধু ব্রহ্মচারিণঃ ।

সর্বৈ চাপি সকৃৎ কুর্য়ুরশত্তৌ চোদকং বিনা ॥ ১৫৫ ॥

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশত্তৌ কশ্মিণাং সদা ।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জনং ॥ ১৫৬ ॥

অশত্তৌ উদকং বিনেতি মন্ত্রস্নানাদিকং কুর্য়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং শ্রাদন্যত্রাকসংমুখঃ ॥ ১৫৮ ॥

ত্রিদশেশ্বরী এই দ্বাদশ নাম দ্বারা জলপাত্রে গঙ্গাকে আবাহন করতঃ
অনুজ্ঞা প্রস্তাব করণানন্তর ন্যাসপূর্বক অঙ্গের মলাপসরণ করিবে ।
তদনন্তর স্নান পূর্বক “আপোহিষ্ঠা” এই মন্ত্র দ্বারা সম্মার্জন করিয়া
জলকে চালনাপূর্বক নাসালগ্ন চুলুক অর্থাৎ গণ্ডুষ প্রমাণ জল দ্বারা
অঘর্মষণ (অঘর্মষণ মন্ত্র সামবেদীয় সঙ্ক্যা মধ্যে অথবা কৃষ্ণসঙ্ক্যায়
দেখিয়া লইবে) পূর্বক গুরু-বিপ্রাদির পাদোদকাভিষেক করত
শ্রীতুলসীমিশ্রিত শালগ্রামচরণামৃত মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশবার অভিষেক
করত মূলমন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে তর্পণ সমাপনানন্তর
আচমন করিয়া বসন পরিধান করিবে । তদনন্তর আসনে উপবেশন
পূর্বক পুনরায় আচমন করিয়া বিধিবৎ তিলক ধারণ করত পুনর্ববার
আচমনপূর্বক বৈদিকীসঙ্ক্যা করত তান্ত্রিকীসঙ্ক্যা করিবে । ১৫৪ ।
বানপ্রস্থও গৃহস্থের প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নকালে স্নান । যতির
ত্রিসঙ্ক্যা স্নান । ব্রহ্মচারির একবার স্নান বিধেয় । অশক্ত হইলে
সকলের পক্ষেই একবারমাত্র স্নান । তাহাতেও অশক্ত হইলে
কেবলমাত্র মন্ত্রস্নানাদি বিধেয় । ১৫৫ । অশক্ত অবস্থায় কশ্মিব্যক্তির

অথ সামবেদীয় সন্ধ্যা ।

তত্রাদৌ শ্রীবিষ্ণু স্মরণং । ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ।
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততম্
ইতি বিষ্ণুং স্মৃত্বা আচমনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫৯ ॥

অথামচনবিধিঃ ।

অন্তর্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ ।
প্রাথ্য ব্রাহ্মণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ।
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্মুবীক্ষিতং ।
সম্ভৃত্যঙ্গুষ্ঠমূলে দ্বিঃ প্রযজ্যাত্ততো মুখং ।
সংহত্য তিস্রঃ পূর্বমাস্ত্রমেবমুপস্পৃশেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিত্যা ত্রাণং পশ্চাদনন্তরং ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ।

সকল সময়েই মস্তকব্যতীত স্নান হইতে পারে । আর্দ্রবস্ত্র বা আর্দ্রকর
দ্বারা গাত্রমার্জন করিলেই স্নান হয় । ১৫৬ । “অশক্তৌ উদকং
বিনেতি” বাক্যদ্বারা অশক্তপক্ষে মন্ত্রস্নান করিবে । ১৫৭ । নদীতে
প্রবাহাভিমুখে এবং পুষ্করণী প্রভৃতিতে সূর্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে
। ১৫৮ । অনন্তর সামবেদীয় সন্ধ্যা । সর্বত্রাণে বারত্রয় সপ্রণব
বিষ্ণুর স্মরণ করিবে । আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষুর দর্শনশক্তির
যেমন কোন প্রকার বাধা হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী দেবতাসকল
অবাধে বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণুর বেদাদিসিদ্ধ উৎকৃষ্ট তেজোময়
রূপ সর্বদা দর্শন করেন । এইরূপ বিষ্ণু স্মরণপূর্বক আচমন
করিবে । ১৫৯ । অনন্তর আচমন বিধি বলিতেছেন । পবিত্রস্থানে জানু
(হাঁটু) দ্বয়মধ্যে হস্ত রাখিয়া উত্তর কিংবা পূর্বমুখে উপবেশন করত
ব্রাহ্মণসকল ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিবেন । (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মতীর্থ,
অঙ্গুল্যাগ্র দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূলে প্রজাপতিতীর্থ ও তর্জনীবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
মধ্যে পিতৃতীর্থ) প্রথমতঃ হস্ত-পদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক বারত্রয় জলপান

নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেন বৈ ।

সর্বাব্যস্ত শিরঃ পশ্চাদ্ভ্যু চাগ্রৈঃ সংস্পৃশেৎ ।

ইত্যাচম্য বিষ্ণুং স্মরন্ স্বশিরসি কিঞ্চিজ্জল প্রোক্ষণানন্তরং
সন্ধ্যামুপাসয়েৎ । কালাতিপাতে গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপো-
মার্জনং কুর্যাদিতি ॥ ১৬০ ॥

সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ । অথ আপোমার্জনং ।

ওঁ শন্ন আপো ধমন্ত্যাঃ শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ ।

শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্ত কৃপ্যাঃ ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ শ্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব ।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ ।

করিবে । (একটা মাশকলাইমাত্র নিমগ্ন হইতে পারে, এই পরিমাণ
এক একুট জল দক্ষিণ করতলে রক্ষাপূর্বক ঐরূপ পান) তদনন্তর
অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা বারদ্বয় মুখমার্জনপূর্বক তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা
(অঙ্গুষ্ঠ হইতে দ্বিতীয়াঙ্গুলির নাম তর্জনী, অঙ্গুষ্ঠ হইতে তৃতীয়াঙ্গুলির
নাম মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ হইতে চতুর্থ অঙ্গুলির নাম অনামিকা) এই
অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা মুখস্পর্শ করিবে । তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা
নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করণানন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বারদ্বয় চক্ষুঃ
ও কর্ণ স্পর্শ করিবে । তাহার পর কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ (ছোট অঙ্গুলির
নাম কনিষ্ঠ ও প্রথম অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির নাম অঙ্গুষ্ঠ) দ্বারা নাভি
এবং করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল ও সর্ববাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক আর সর্ববাঙ্গুলির
অগ্রভাগ দ্বারা বালুদ্বয় স্পর্শ করিবে । এইমত আচমন করতঃ বিষ্ণুকে
স্মরণপূর্বক সমস্তকে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণ করিয়া সন্ধ্যাকে উপাসনা
করিবে । সন্ধ্যার সময় অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া
সন্ধ্যা আরম্ভ করিবে । ১৬০ । সন্ধ্যাপ্রয়োগ অর্থাৎ সন্ধ্যানুষ্ঠান
বলিতেছেন । অথ আপ (জল) মার্জন । মরুদেশোদ্ভব জল
আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন । জলময় দেশের জল আমাদের
মঙ্গল প্রদায়ক হউন । বারিধির জল আমাদের মঙ্গল করুন ।

ওঁ আপো হিষ্ঠাময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন ।
 মহে রণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমোরস
 স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ ।
 ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্থথ ।
 আপো জনয়থা চ নঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ
 তপসোহধ্যজায়ত । ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ
 সমুদ্রোহর্গবঃ । সমুদ্রাদর্গবাদধিসংবৎসরোহজায়ত ।
 অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী ।
 সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ ।
 দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ১৬১ ॥

কূপের জল আমাদের ভদ্রদায়ক হউন । কার্য্যক্রিষ্ট ঘর্ম্মাক্ত মানব
 যেমন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নানানন্তর
 যেরূপ দেহের মল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, ঘৃত যেমন মন্ত্রদ্বারা
 পবিত্র হয়, সেইরূপ ঐ সকল জল আমাকে পাপ হইতে পরিশুদ্ধ
 করুন । হে জলসকল ! তোমরা পরম সুখপ্রদায়ক, সেই নিমিত্ত
 ইহকালে আমাদের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দাও এবং পরকালে অত্যন্ত
 রমণীয় দর্শন পরমব্রহ্ম বিষ্ণুর সহিত আমাদের মিলন করিয়া দিও ।
 স্নেহময়ী জননী যে প্রকার আপনার স্তন্যরস পান করাইয়া সন্তানের
 কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, হে জলনিচয় ! সেই প্রকার তোমরাও
 ইহকালে আমাদেরকে তোমাদের কল্যাণময় রসদান কর । হে
 জলসকল ! যে রসদ্বারা তোমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে পরিতৃপ্ত
 করিতেছ, তোমাদের সেই রসদ্বারা আমরা যেন তৃপ্তিলাভ করিতে
 পারি । তোমরা আমাদেরকে সেই আশ্চর্য্যরস ভোগ করিতে দাও ।
 মহাপ্রলয়কালে কেবল একমাত্র পরমব্রহ্ম নারায়ণই ছিলেন, (একো
 নারায়ণঃ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ) তদ্ভিন্ন সমস্তই অন্ধকারময়
 ছিল । তদনন্তর সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই নারায়ণের শক্তিতে

অথ প্রাণায়ামঃ তত্র বদ্ধাঞ্জলিঃ ।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্বকর্মা-
রন্তে বিনিয়োগঃ । সপ্তব্যাহতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যক্ষি-
গনুষ্কুবৃহতীপংক্তি ত্রিষ্কুব্ জগত্যচ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ু-
সূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনি-
য়োগঃ । (ইত্যুক্ত্বা জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ) গায়ত্র্যা
বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনি-
য়োগঃ । (ইত্যুক্ত্বা পুনশ্চ জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ)
গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নি
সূর্য্যাস্ততশ্চো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । (ইত্যুক্ত্বা

সৃষ্টির মূলীভূত কারণস্বরূপ জলরাশিপূর্ণসমুদ্র উৎপন্ন হইল ।
সেই সমুদ্র হইতে জগন্নির্মাণসমর্থ বিধাতা (ব্রহ্মা) জন্ম
গ্রহণ করিলেন । সেই বিধাতাই যথানিয়মে সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি
করিলেন, তাহাতেই দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল । তদ্বারাই সংবৎ-
সরের অর্থাৎ তদবধি দিন, রাত্রি, ঋতু, অয়ন ও বর্ষাদি সৃষ্টি
হইল । তাহার পর সেই বিধাতা পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও মহাদাদি
লোক সমূহ সৃষ্টি করেন । (আপো নারা ইতি প্রোক্ত আপো বৈ নর-
সূনবঃ) ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি বাক্যদ্বারা উক্ত জল্পনার নিগূঢ়ার্থ
সেই নারায়ণেরই উপাসনা বুঝিতে হইবে । যাঁহারা অদূরদর্শী,
তাঁহারা উহাকে সামান্ত জলের উপাসনা মনে করিয়া থাকেন । ১৬১ ।
অনন্তর প্রাণায়াম । বদ্ধাঞ্জলি হইয়া,—প্রণবের অর্থাৎ ওঁকারের
ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি, সমস্ত কর্ম্মারন্তে উহার
প্রয়োগ আবশ্যক হয় । “ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য, এই
সপ্ত ব্যাহতির (ঐ সাতটি মন্ত্রের নাম সপ্ত ব্যাহতি) ঋষি প্রজাপতি ;
ছন্দঃ গায়ত্রী-উষ্ণিক-অনুষ্কুবৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্কুব্ ও জগতী ; দেবতা
অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতি-ইন্দ্র এবং বিশ্বদেব, প্রাণায়াম কার্য্যে

পুনশ্চ জলেন শিরোবেষ্টনং কুর্য্যাৎ) ততস্ত দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠেন
 দক্ষিণনাসাপুটং ধ্বজা বামনাঙ্গাপুটেন বায়ুমাকর্ষয়ন্ নাভিদেশে
 ব্রহ্মাণং ধ্যায়ৎ) নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্শ্মুখং দ্বিভুজং
 অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্ । ওঁ
 ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং । ওঁ তৎ
 সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ব ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।
 ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরৌ ।।
 (তদনন্তরং অনামিকাকনিষ্ঠাভ্যাং বামনাঙ্গাপুটং ধ্বজা বায়ুং
 সংস্তুভয়ন্ হৃদি কেশবং ধ্যায়ৎ) হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং
 চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদমহস্তং গরুড়াকূটং কেশবং ধ্যায়ন্ ।
 ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ।
 ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ব ধীমহি ধियो যো নঃ
 প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ

ইহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই বলিয়া জলদ্বারা শিরো-
 বেষ্টন করিবে । গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ গায়ত্রী, সবিতা
 (সূর্য) : দেবতা প্রাণায়ামে প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই মন্ত্র
 পাঠ পূর্বক পুনর্ববার জলদ্বারা শিরোবেষ্টন করিবে । গায়ত্রীর শির
 অর্থাৎ “আপোজ্যোতী” মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী,
 ব্রহ্ম-বায়ু-অগ্নি ও সূর্য, এই চারি দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগ হয় ।
 এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনর্ববার জলদ্বারা শিরো বেষ্টন করিবে । তদনন্তর
 দক্ষিণ করাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ পূর্বক বামনাঙ্গাপুট
 দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মাকে ধ্যান (চিন্তা) করিবে ।
 নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্শ্মুখ, দ্বিভুজ, দক্ষিণ করে রুদ্রাক্ষমালা, বাম
 করে কমণ্ডলু, হংসাকূট ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে সূর্যমণ্ডল
 মধ্যস্থিত তেজের জীবনীভূত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণীশক্তির আধার
 স্বরূপ সেই পরম ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি চিন্তা করি । (“জ্যোতি-

স্বরেঁ।। (ততোহপ্পৃষ্ঠমুভোল্য দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং
তাজন্ ললাটে শব্দুং ধ্যায়ৈৎ) ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং
ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারুঢং
শস্ত্রুং ধ্যায়ন্ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ
ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং । ওঁ তৎসবিতুর্বরেন্যং ভর্গোদেবশ্চ
ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপো জ্যোতী
রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরেঁ।। ১৬২ ॥

রভ্যস্তরে রূপং পুরুষং শ্যামসুন্দরং” অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ময় সূর্য্য-
মণ্ডলাভ্যস্তরে শ্যামসুন্দরাকৃতি পুরুষ বিরাজমান ।) যিনি জন্ম
মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি স্বশক্তি-
প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে উন্মুখী
করিতেছেন, তিনিই আবার ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ,
সত্য, এই সপ্ত লোক ব্যাপিয়া স্বজ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন,
(“জ্যোতিরূপেণ ভগবান্”) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে,
সেই ভগবান্ কৃষ্ণই স্বাঙ্গজ্যোতিব্রহ্মরূপে সর্বত্র বিরাজমান ।)
তিনিই জগতের হেতুভূত জলস্বরূপ (আপো নারায়ণ প্রোক্তঃ
অর্থাৎ নারায়ণস্বরূপ ; তিনিই মণি পাষণ প্রভৃতি স্বাবরে জ্যোতিঃ
স্বরূপ অর্থাৎ জ্যোতিব্রহ্মরূপে সেই ভগবান্ মণিপাষণাদিতে বিরাজ-
মান এবং তৃণ বৃক্ষ ওষধী সকলের অন্তরে রসরূপে তিনিই
অবস্থিত (রসো বৈ সঃ) ইত্যাদি বাক্যে সেই ভগবান্ শ্রীহরিই রসরূপ
ব্রহ্ম । তিনিই অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণই মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীটাদি জঙ্গম
সমূহের হৃদয়ে চেতনাত্মারূপে বিরাজমান । (“ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি
ভগবানিতি শব্দ্যতে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে, সেই এক
অদ্বয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম-আত্মা ও ভগবানরূপে ভাসমান ।) তিনিই
গুণত্রয়াতীত পরমব্রহ্ম ; (“হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ
পরঃ” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জানাইতেছেন যে, হরিই গুণত্রয়াতীত

অথ প্রাতরাচমনং ।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পাঠিত্বা চাচমনং
 কুর্য্যাৎ) সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্ত ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্চন্দ আপো
 দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মনু্যশ্চ মনু্য-
 পতয়শ্চ মনু্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং । যদ্রাত্ৰ্যা
 পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ম্যামুদরেণ শিখা, অহ-
 স্তদবলুপ্তাতু । যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ
 সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৬৩ ॥

পরমব্রহ্ম ।) তিনিই সত্ত্ব-রজ-তমো গুণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে
 জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন । (“হরি বিরিক্ষি হরেতি”,
 ইত্যাদি বাক্যে জানাইতেছেন যে, এক সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃ-
 তির গুণে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে ঐ ত্রিবিধ কার্য্য
 করিতেছেন । রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে মহেশ্বর ।)
 তদনন্তর অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ পূর্ব্বক
 বায়ুকে স্তম্ভন করিতে করিতে হৃদয়ে নীলোৎপলদলপ্রভাবিশিষ্ট
 চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গরুড়াকৃৎ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতে
 করিতে পূর্ব্ববৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়া, তমোগুণে
 মহেশ্বর পর্য্যন্ত সপ্তব্যাহতি যুক্ত ও সশিরস্ক গায়ত্রীর অর্থ ভাবনা
 করিবে । তদনন্তর ললাটে শ্বেতবর্ণ-দ্বিভুজ-ত্রিশূল ও ডমরুধারী
 অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত-ত্রিনয়ন-ব্রহ্মাকৃৎ শক্তিকে ধ্যান করিতে করিতে, পূর্ব্ব-
 বৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে । ১৬২ । তদনন্তর প্রাতঃকালের
 আচমন । দক্ষিণ হস্তে জলগ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক
 আচমন করিবে । “সূর্য্যশ্চ মা” ইতি মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, চন্দঃ
 প্রকৃতি, দেবতা জল, ইহাদের আচমনে প্রয়োগ হয় । সূর্য্য ও
 ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়নিচয় ক্রোধকৃত পাপ হইতে আমাকে
 রক্ষা করুন ; অর্থাৎ কোন সময় যেন আমার এরূপ ক্রোধ উৎপন্ন

অথ মধ্যাহ্নাচমনং ।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পাঠিত্বা চাচমনং
কুর্য্যাৎ) আপঃ পুনস্ত্বিতি মন্ত্রস্তা বিষ্ণুঋষিরনুষ্ণুপ্ছন্দ
আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপঃ পুনস্ত
পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্ । পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্ম
পূতা পুনাতু মাম্ । যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম ।
তৎ সর্বং পুনস্ত মামাপোহসতাক্ষ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥ ১৬৪ ॥

না হয়, যদ্বারা আমি কোন অপকার্য্য করি। পরন্তু আমি নিশা-
কালে মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গদ্বারা বাহা
কিছু পাপ করিয়াছি, দিবস সেই সমুদায় নষ্ট করুক। অর্থাৎ মনঃ
দ্বারা অসচ্চিন্তা, বাক্যদ্বারা অসদালাপ, হস্তদ্বারা অস্পৃষ্ট স্পর্শ,
পদদ্বারা অসংস্থানে গমন, উদরে অভোজ্য পূরণ এবং লিঙ্গদ্বারা
অগম্যাগমনরূপ যে সকল পাপ করিয়াছি, দিনপতি সূর্য্য সেই সকল
পাপ হইতে আমায় মুক্ত করুন। আমার হৃদয়ে যে কিছু পাপ
আছে, তন্মিশ্রিত এই জলকে আমি হৃৎপদ্মমধ্যস্থিত অমৃতযোনি
(যোনিস্থাদাকরে ভগে তাম্রয়োরিতি মেদিনী) স্বরূপ অগ্নির আধার-
ভূত বা কারণস্বরূপ জ্যোতির্ময় সূর্য্যে হোম করিলাম ; এখন তাহা
সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়া যাউক । ১৬৩। অনন্তর মধ্যাহ্নকালের
আচমন। উক্তরূপে জল গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন
করিবে। “আপঃ পুনস্ত” ইতি মন্ত্রের ঋষি বিষ্ণু, ছন্দঃ অনুষ্ণুপ্ ও
দেবতা জল, ইহাদের আচমনে প্রয়োগ হইয়া থাকে। জল মদীয়
পার্শ্ববদেহকে পবিত্র করুন। দেহ জলে পবিত্র হইয়া জীবাত্মাকে
পবিত্র করুন। (অর্থাৎ জীবাত্মা মায়াশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক “আমি
নিত্যমুক্ত স্বভাববিশিষ্ট এবং শ্রীহরির নিত্য দাস” ইহা জানিতে
পারুক) এবং জল জ্ঞানার্থিতা পরমাত্মাকেও পবিত্র করুক।
(অর্থাৎ বিশুদ্ধ করুক, যদ্বারা আমি তাঁহাকে জানিব।) পরমাত্মা

অথ সায়াহ্নাচমনং ।

(দক্ষিণহস্তে জলং নিধায় ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা চাচমনং
কুর্যাৎ) অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্ত রুদ্রঋষি প্রকৃতিছন্দ আপো
দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিশ্চ মা মনুষ্যশ্চ মনু-
পত্যশ্চ মনুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদহা পাপমকার্ষং
মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ শিখা রাত্ৰিস্তদবলুপ্ততু ।
যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ সত্যে
জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৬৫ ॥

অথ পুনর্সাজ্জনং ।

(জলে গায়ত্রীং জপ্ত্বা এতন্মন্ত্রত্রয়েণ শিরসি বারত্ৰয়ং
জলং দদ্যাৎ) আপো হি স্তেতি ঋকত্রয়স্ত সিন্ধুদ্বীপঋষি-

পবিত্র হইয়া আমার গোচরীভূত হওত আমাকে পবিত্র করুন ।
উচ্ছিষ্ট, অভোজ্য, অসদাচরণ ও অসৎপ্রতিগ্রহনিবন্ধন আমার
শরীরে যাহা কিছু পাপ আছে, সেই সকল হইতে জল (জলরূপী
নারায়ণ) আমাকে রক্ষা করুন । এই সমুদায় পাপ মিশ্রিত
সামান্যোদক সম্পূর্ণভাবে দক্ষ হইয়া যাউক । ১৬৪ । অথ সায়াহ্ন-
আচমন । উক্ত প্রকারে জলগ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্র পঠনানন্তর
আচমন করিবে । “ অগ্নিশ্চ মা ” এই মন্ত্রের ঋষি রুদ্র, ছন্দঃ
প্রকৃতি এবং জল দেবতা, আচমন কার্যে ইহাদের প্রয়োগ হইয়া
থাকে । অগ্নি, ক্রোধ, ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধকৃত পাপ
হইতে আমাকে রক্ষা করুন । (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ইন্দ্রিয়-
জনিত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন ।) আমি দিবাভাগে মন,
বাক্য, হস্তদ্বয় পদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গদ্বারা যে সমস্ত পাপ করিয়াছি,
আমার সেই পাপ সকল রাত্রি বিনষ্ট করুন । আমার দেহেতে
যে কিছু পাপ আছে, তন্মিশ্রিত এই জলকে আমি অমৃতযোনি
অর্থাৎ অমৃতনামক হৃতাশনস্থিত হৃদয়স্থ জ্যোতির্ময় সত্যে (সত্যং

গায়ত্রীছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপো
হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন উর্জে দধাতন । মহে রণায় চক্ষসে ।
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্ত্য ভাজয়তেহ নঃ । উশতী-
রিব মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিহথ ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৬৬ ॥

অথ অঘমর্ষণঃ ।

(ততো জলগণ্ডুষং নাসিকায়ামারোপ্য অঘমর্ষণং কুর্য্যাৎ)
ঋতমিত্যস্ত অঘমর্ষণঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা
অশ্বমেধাবভূথে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাতপসো-
হধ্যজায়ত । ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোহর্গবঃ ।
সমুদ্রাদর্গবাদধি সংবৎসরোহজায়ত । অহোরাত্রাণি বিদধদ্
বিশ্বস্ত মিশতো বশী । সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব

পরং ধীমহি) হোম করিলাম, (অর্থাৎ সত্যরূপ জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরে
অর্পণ করিলাম,) এক্ষণে তাহা নিঃশেষে দগ্ধ হউক । ১৬৫ ।
অনন্তর পুনর্মার্জ্জন বলিতেছেন । জলে গায়ত্রী জপ করিয়া এই মন্ত্র
তিনটির দ্বারা মন্তকে তিনবার জল দিবে । পুনর্মার্জ্জন—“আপো
হিষ্ঠা” এই মন্ত্রত্রয়ের ঋষি সিন্ধুরীপ, গায়ত্রী ছন্দঃ, দেবতা জল,
ইহাদের মার্জ্জনে প্রয়োগ হইয়া থাকে । হে জল ! তোমরা অত্যন্ত
সুখদ ; এ নিমিত্ত আমরাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং
পরকালে আমরাদিগকে মহা কমণীয় পরব্রহ্মের সহিত সংযোজিত
করিও । হে জল ! তোমরা পরম হিতাভিলাষিণী স্নেহময়ী জননীর
ন্যায় ইহলোকে পরমমঙ্গলদায়ী নিজ রসের ভাগী করিও । হে
জল ! তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ, আমরা সেই
রসে তৃপ্তি লাভ করি । ১৬৬ । অথ অঘমর্ষণ । তদনন্তর এক
গণ্ডুষ জল নাসিকার উপর অর্থাৎ নাসিকাসংলগ্ন পূর্বক অঘমর্ষণ
করিবে । “ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ” এই মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, ছন্দঃ

মকল্পয়ৎ । দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ । (ইতি পঠিত্বা
বামনাসয়া বায়ুমাক্ষ্য দক্ষিণনাসয়া কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ
তদ্বায়ুং নিঃসার্য বামহস্ততলে কল্লিতশিলায়াং পাপপুরুষেণ
সহ তজ্জলং নিক্ষিপেৎ । ইখমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ । ততঃ
করপ্রক্ষালনানন্তরং গায়ত্র্যা জলাঞ্জলিত্রয়ং সূর্য্যায় দদ্যাৎ ।
ততঃ সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ ॥ ১৬৭ ॥

সূর্য্যোপস্থানং ।

(প্রাতঃ সায়াহুচাঞ্জলিবদ্ধা মধ্যাহ্নেচোদ্ধবাহুভূত্বা
ইদং মন্ত্রদ্বয়ং পঠেৎ) উদুত্যমিত্যস্য প্রক্ষন্ন ঋষির্গায়ত্রী-
চ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উদুত্যং
জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ । দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ।
চিত্রমিত্যস্য কোৎসঋষির্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যো-

অনুষ্টুপ, দেবতা ভাবরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইহাদের অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে
স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয় । (অপর মন্ত্রানুবাদ মার্জ্জনস্থলে দেখিয়া
লইবে ।) এই মন্ত্র পাঠান্তে বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক
দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা অন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সেই
বায়ু নিঃসারণ করতঃ বাম হস্ততলে কল্লিত শিলাতে পাপপুরুষের
সহিত সেই জলগণ্ডুষ নিক্ষেপ করিবে । এই প্রকার বারত্রয় করিয়া
অঘর্ম্মণ অর্থাৎ পাপমর্ষণ কার্য্য শেষ সমাধা পূর্ব্বক তদনন্তর কর-
প্রক্ষালন করণান্তর গায়ত্রীদ্বারা তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যকে প্রদান
করিবে । তাহার পর সূর্য্যোপস্থান করিবে । ১৬৭ ।

সূর্য্য উপস্থান (উপাসনা) বলিতেছেন । প্রাতঃকাল ও সায়া-
কালে অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া এবং মধ্যাহ্নে উদ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র দুইটি
পাঠ করিবে । “উদুত্যং” এই মন্ত্রের ঋষিপ্রক্ষন্ন, ছন্দঃ গায়ত্রী ও
দেবতা সূর্য্য, ইহাদের সূর্য্য উপাসনায় প্রয়োজন । জগতের প্রকাশ

পস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চিত্রং দেবনা-মুদগাদনীকং, চক্ষু-
মিত্রশ্চ বরুণশ্চাগ্নেঃ । আপ্রা দ্যাবাপৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য
আত্মা জগতস্তম্বুশ্চ ॥ ১৬৮ ॥

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ । ওঁ আচার্য্যেভ্যো
নমঃ । ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ । ওঁ গুরুভ্যো নমঃ । ওঁ বেদেভ্যো
নমঃ । ওঁ দেবেভ্যো নমঃ । ওঁ মৃত্যবে নমঃ । ওঁ বায়বে
নমঃ । ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । ওঁ উপজায় নমঃ । (ইতি প্রত্যেকং
জলাঞ্জলিনা প্রত্যুপস্থানং কুর্য্যাৎ) ॥ ১৬৯ ॥

অথ গায়ত্র্যা আবাহনং । [তত্র কৃতাঞ্জলিঃ]

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি ।

গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর ঋষোনি নমোহস্ত তে ॥ ১৭০ ॥

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা

দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ১৭১ ॥

নিমিত্ত রশ্মি সমূহ সেই সূর্য্যদেবকে ধারণ করিতেছে । “চিত্র-
মিত্যাদি” মন্ত্রের ঋষি কোৎস, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ, দেবতা সূর্য্য, ইহাদের
সূর্য্য উপসনায় প্রয়োজন । মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এই দেবতাত্রয়ের
চক্ষুস্বরূপ ; সকল দেবতার সমষ্টি স্বরূপ ; স্বাবর জন্মের আত্মা-
স্বরূপ, সূর্য্যদেব আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন এবং স্বর্গ, মর্ত্য,
আকাশকে নিজ রশ্মিজাল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন । ১৬৮ ।
“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “ওঁ উপজায় নমঃ” পর্য্যন্ত
সকলকে ঐরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া
তর্পণ করিবে । ১৬৯ । অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া গায়ত্রীর আবাহন
করিবে । হে বরদে ! হে দেবি ! হে ত্র্যক্ষরময়ি ! হে ব্রহ্মবাদিনি !
হে ছন্দোজননি ! হে বেদোদ্ভবে গায়ত্রি ! আগমন কর । তোমাকে
নমস্কার করি । ১৭০ । গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী,
সবিতা দেবতা, ইহারা জপ এবং উপনয়ন সময়ে প্রয়োগ হন । ১৭১ ।

অথ ঋষ্যাদিষ্ঠাসঃ ।

শিরসি-বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ । মুখে-গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ ।
হৃদি-সবিত্রে দেবতায়ৈঃ নমঃ ॥ ১৭২ ॥

অথ ষড়ঙ্গষ্ঠাসঃ ।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা । ওঁ ভুবঃ
শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায়
বৌষট্ । ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ।
(ইত্যঙ্গষ্ঠাসং কৃৎস্না তালত্রয়ং দত্ত্বা দিগ্বন্ধনং কুর্য্যাচ্চ । ততঃ
কূর্শ্ম মুদ্রাং বদ্ধ্বা গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ ।) ॥ ১৭৩ ॥

তত্র প্রাতর্ধ্যানং ।

ওঁ কুমারীমুখেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥ ১৭৪ ॥

মধ্যাহ্ন ধ্যানং ।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চতাক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্ ।
যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥ ১৭৫ ॥

অথ ঋষ্যাদিষ্ঠাস । “শিরসি বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ” হইতে “হৃদি
সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ” পর্য্যন্ত ঋষ্যাদি ঋষাস । ১৭২ । অথ ষড়ঙ্গষ্ঠাস ।
“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ” হইতে “অস্ত্রায় ফট্” পর্য্যন্ত ষড়ঙ্গষ্ঠাস । এইরূপে
ষড়ঙ্গষ্ঠাস করিয়া তালত্রয় প্রদানানন্তর দিগ্বন্ধন করিবে । তদনন্তর
কূর্শ্মমুদ্রা (বামকরের তর্জনীতে দক্ষিণ করের কনিষ্ঠা ও দক্ষিণ করের
তর্জনীতে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ সংযোজিত পূর্ব্বক দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ
উন্নত এবং বামকরের মধ্যমা প্রভৃতি অঙ্গুলি দক্ষিণ করের ক্রোড়-
দেশে সংযোজিত করিবে । তাহার পর দক্ষিণ করের মধ্যমা ও
অনামিকা বামকরের মূলদেশে অধোমুখে স্থাপনানন্তর করের উপরি-
ভাগ কূর্শ্ম পৃষ্ঠের ন্যায় করিলেই কূর্শ্মমুদ্রা হয়) বদ্ধ হইয়া গায়ত্রীর
ধ্যান করিবে । ১৭৩ । তত্র গায়ত্রীর প্রাতঃকালের ধ্যান । কুমারী,
ঋখেদযুতা, ব্রহ্মরূপা, মরালোপরি অবস্থিতা, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডল-

সায়াহ্ন ধ্যানঞ্চ ।

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং যুবতবাহিনীম্ ।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং সামবেদ সমাযুতাম্ ॥

(প্রাতরাদিকালভেদেন যথাক্রমং গায়ত্রীং সাবিত্রীং সর-
স্বতীং ধ্যায়ন্, প্রাতরুত্তানকরো মধ্যাহ্নে তিৰ্য্যাক্করঃ সায়ঞ্চা-
ধোমুখকরঃ ভূত্বা গায়ত্রীং জপেৎ । জপস্ত সংখ্যা দশধা,
সমর্থশ্চেৎ শতধা সহস্রধা বা । দশধা জপে দক্ষিণহস্তাঙ্গুষ্ঠেন
যথাক্রমং অনামিকায়ামধ্যং মূলং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়ামূল মধোহগ্র-
পর্ব্ব, অনামিকায়ামধ্যমায়াশ্চাগ্রপর্ব্ব, তর্জ্জন্যাগ্র মধ্যমূলপর্ব্ব
চোপস্পৃষ্টশ্চ জপসংখ্যাং কুর্য্যাৎ । শতধা জপে দক্ষিণকরে-
গোত্র ক্রমেণৈকবার জপং সমাপ্য বামকরেণোক্তক্রমেণৈকৈক
পর্ব্বণাসংখ্যাং রক্ষেৎ ।) ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেন্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭৬ ॥

স্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে । ১৭৪ । গায়ত্রীর মধ্যাহ্নকালের
ধ্যান । মধ্যাহ্নে যুবতী, যজুর্বেদযুতা, চতুর্ভূজা, বিষ্ণুস্বরূপিনী,
গরুড়োপরি অবস্থিতা, পীতাম্বর পরিধানা, রবিমণ্ডলস্থিতা গায়ত্রীকে
চিন্তা করিবে । ১৭৫ । গায়ত্রীর সায়াহ্নকালের ধ্যান । সায়াহ্নে
বৃদ্ধা, সামবেদধারিণী, শিবরূপা, যমোপরি অবস্থিতা, সূর্য্যমণ্ডল
মধ্যস্থিতা গায়ত্রীকে চিন্তা করিবে । প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে
সাবিত্রী ও সায়াহ্নে :সরস্বতীরূপা গায়ত্রীকে ধ্যান করিতে করিতে
প্রাতঃকালে উত্তান করে (চিৎকরে), মধ্যাহ্নে তিৰ্য্যাক্ক করে
(আকুঞ্চিত করে) এবং সায়াহ্নে অধোমুখ করে গায়ত্রী জপ করিতে
হইবে । জপের সংখ্যা দশবার, যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে শতবার
বা সহস্রবার জপ করিবে । দশবার জপে দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল মধ্য ও
অগ্রপর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর অগ্র-মধ্য

ওঁ মহেশ বদনোৎপন্ন বিষোহৃদয় সন্তুবা ।

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টয়া ॥

(এতন্ মন্ত্ৰেণৈকাঞ্জলি জলং দত্ত্বা গায়ত্রীং বিসর্জয়েৎ) ॥ ১৭৭ ॥

অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্ৰৌ প্রীয়েতাম্ ।

ওঁ আদিত্য শুক্রাভ্যাং নমঃ ॥

(ইতি পাঠিত্বৈকাঞ্জলি জলং দদ্যাৎ) ॥ ১৭৮ ॥

অথ আত্মরক্ষা ।

(দক্ষিণহস্তানুষ্ঠেন দক্ষিণশ্রবণস্য পৃষ্ঠদেশে স্পৃষ্ট্ৱা) জাত-
বেদস ইত্যস্ত কাশ্যপ ঋষিঃ পুচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা আত্মরক্ষায়াং
জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম, মরাতীয়তো
নিদহাতি । বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং
দুরিতাত্যগ্নিঃ । (ইত্যুচ্চার্য শিরসি জলং দদ্যাৎ) ॥ ১৭৯ ॥

মূল পর্ব স্পর্শ পূর্বক সংখ্যা রক্ষা করিবে । শতবার জপে, দক্ষিণ
করে ঐ প্রকার একবার জপ সম্পূর্ণ হইলে, বামকরে ঐরূপ ক্রমে
একটি একটি পর্বের জপ সংখ্যা রাখিবে । গায়ত্রী । স্বর্গ-মর্ত্য-
আকাশরূপ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রৈলোক্যস্বরূপ এবং জন্ম-মৃত্যু-
দুঃখাদি বিনাশ নিমিত্ত উপাসনীয় সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিত তেজের জীবনী-
ভূত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তির আধারভূত সেই সর্ববাস্তুয়ামি
পরমব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা করি । যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে
ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন । (বিস্তার অর্থ
স্মান প্রকরণে করা হইয়াছে ।) ॥ ১৭৬ ॥ হে দেবি গায়ত্রি !
তুমি মহেশের বদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছ । বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান
করিতেছ । ব্রহ্মা তোমায় বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন । এক্ষণে তুমি
নিজের ইচ্ছানুসারে প্রস্থান কর । এই মন্ত্রদ্বারা একাঞ্জলি জল
প্রদান পূর্বক গায়ত্রীকে বিসর্জন করিবে । ১৭৭ ! এই রূপে
ভগবান্ আদিত্য এবং শুক্র প্রীত হউন । আদিত্য ও শুক্রকে নমস্কার
করি । এইটি পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । ১৭৮ ।

অথ রুদ্রোপস্থানং । [কৃতাজ্জলিভূত্বা]

ঋতমিত্যশ্চ কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রোদেবতা
রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম,
পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং । উদ্ধালিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো-
নমঃ ॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । ওঁ অদ্যো নমঃ । ওঁ বরুণায়
নমঃ । ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ । ওঁ রুদ্রায় নমঃ ॥ (ইত্যনেন
মন্ত্রেণৈকৈকাজ্জলি জলমর্পয়েৎ) ॥ ১৮০ ॥

অনন্তর আত্মরক্ষার বিষয় বলিতেছেন । দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ
কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া,—“জাতবেদসে” ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি
কাশ্যপ, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, অগ্নিদেবতা, ইহারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত জপে
প্রয়োগ হন । আমরা অগ্নির প্রীতির জন্ত সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি ;
যেহেতু অগ্নি আমাদের অহিত সকল ভস্ম করেন । বেদকে
আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেন । যে বেদজ্ঞান দ্বারা আমরা সেই
শ্যামসুন্দরাকৃতি শ্রীহরিকে জানিতে পারি । নৌকা দ্বারা যেমন নদী
পার হয়, সেইরূপ এই জগৎ অগ্নি কর্তৃক পাপরাশি সকলকে অতিক্রম
করিয়া থাকে । এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্বমন্তকে জল প্রদান
করিবে । ১৭৯ । অনন্তর রুদ্রোপস্থান অর্থাৎ রুদ্রোপাসনা বলি-
তেছেন । কৃতাজ্জলি হইয়া—“ঋতমিত্যাदि” মন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র,
ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, রুদ্র দেবতা, ইহারা রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়েন ।
যিনি ঋত, অর্থাৎ একাক্ষর স্বরূপ—সত্য, অর্থাৎ অনন্তজ্ঞান স্বরূপ
পরমব্রহ্ম, যিনি কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী অথবা
চৈতন্যরূপ ভগবান্, উদ্ধালিঙ্গ অর্থাৎ উপরে যাঁহার স্থান, বিরূপাক্ষ
(সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি) এই বিশেষরূপ যাঁহার নয়ন, সেই বিশ্বরূপ পুরুষ
ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি । প্রণাম করি । ব্রহ্মা, জল, জলাধি-
পতি বরুণ, বিষ্ণু ও রুদ্রকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । ১৮০ ।

অথ সূর্য্যার্ঘ্যঃ ।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । জগৎ-
সবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কৰ্মদায়িনে । ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায়
নমঃ । (ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ শ্রীসূর্য্যায় অৰ্ঘ্যং তদভাবে বা জলং
দদ্যাৎ) ॥ ১৮১ ॥

অথ সূর্য্য প্রণামঃ ।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্রুতিম্ ।
ধ্বান্তারিং সৰ্বপাপহ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ।
(ইতি মন্ত্ৰেণ শ্রীসূর্য্যং প্রণমেৎ) ॥ ১৮২ ॥

অথ প্রার্থনা ।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্ৰাহীনঞ্চ যদ্রবেৎ ।
পূৰ্ণং ভবতু তৎসৰ্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ।
(ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ গণ্ডুষৈকং জলং পরিত্যজেৎ) ॥ ১৮৩ ॥
ইতি সামবেদীয় সঙ্ক্যা প্রয়োগঃ ॥ ১৮৪ ॥

অথ সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান বলিতেছেন । হে ব্রহ্মস্বরূপ সবিতু দেব ! তুমি
তেজস্বী, দীপ্তিমান, তুমিই বিষ্ণুতেজস্বরূপ, জগতের কৰ্ত্তা, গবিত্র
স্বরূপ এবং সমস্ত কৰ্মের প্রবর্তক, তোমাকে নমস্কার করি । এই
অৰ্ঘ্য শ্রীসূর্য্যকে অৰ্পণ করিলাম । এই মন্ত্ৰে সূর্য্যদেবকে অৰ্ঘ্য,
তাহার অভাবে জল প্রদান করিবে । ১৮১ । অথ সূর্য্যের প্রণাম ।
জবাকুসুমের সদৃশ রক্তবর্ণ, কাশ্যপের পুত্র, অত্যন্ত দীপ্তিমান, অন্ধকার-
বিনাশী ও সৰ্বপাপপ্রণাশক দিবাকরকে প্রণাম করি । এই মন্ত্ৰ
দ্বারা শ্রীসূর্য্যকে প্রণাম করিবে । ১৮২ । তদনন্তর প্রার্থনা । হে
দেবি গায়ত্রি ! তুমি শ্রীভগবানের শক্তিরূপা, অতএব করুণাময়ী ;
সেই নিমিত্ত তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা যে, যদি এই সঙ্কোপা-
সনায় কোন অক্ষরের উচ্চারণ না করিয়া থাকি ও যদি কোন মাত্ৰার
উচ্চারণ না হইয়া থাকে, হে সুরেশ্বরি গায়ত্রি ! তদীয় প্রসন্নতায়
সেই সমুদায় সম্পূর্ণ হউক । ১৮৩ । এই সামবেদীয় সঙ্ক্যা প্রয়োগ

অথ সন্ধ্যায়াঃ কালনির্ণয়ঃ ।

পূৰ্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে স নক্ষত্রে প্রকীৰ্ত্তিতে ।

সম সূর্যোহপিমধ্যাহ্নে মুহূৰ্ত্তে সপ্তমোপরি ॥

অথ সন্ধ্যারাস্তাংপর্য্যাব্যাপ্যাস্তামঃ ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচির্নরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহংশশী ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভেশো যক্ষরক্ষসাং ।

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং ।

সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ।

সমাপ্ত হইল । অনন্তর সন্ধ্যার কালনির্ণয় । গগনমণ্ডলে যে সময় দুই একটি নক্ষত্র দেখা যায়, সেই সময় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে । দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত যখন সূর্য আকাশের মধ্যস্থলে থাকেন, তখনই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল । অনন্তর সন্ধ্যার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন । ১৮৪ । আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্ময় বস্তু সকলের মধ্যে আমি কিরণমালী সূর্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্র সকলের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র, বেদ সমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে আমি মন, ভূত নিচয়ের মধ্যে আমি চেতনা অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষস সকলের মধ্যে আমি বিভেশ কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি অগ্নি, পর্বত সকলের মধ্যে হুমেরু, পুরোহিত সকলের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক ও জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর । মহর্ষিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি ওঙ্কার, যজ্ঞ

মহর্ষীগাং ভৃগুরহং গিরামশ্যেকমক্ষরং ।
 যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ।
 অনন্তশাস্মি নাগানাং বরুণোষাদসামহং ।
 পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃসংযমতামহং ।
 পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহং ।
 অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দং সামাসিকশ্চ ।
 অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ।
 বৃহৎসামতথাসান্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহং ।
 যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
 ন তদস্তি বিনা যৎশ্রান্ময়াভূতং চরাচরং ।
 নাত্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।

সকলের মধ্যে আমি জপ যজ্ঞ, স্থাবর সমূহের মধ্যে আমি হিমালয়,
 নাগদিগের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণ
 মধ্যে আমি অর্যমা, দণ্ড-প্রদাতাগণের মধ্যে আমি যম, বেগবান ও
 পবিত্রকারীর মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি পরশুরাম,
 অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস,
 সংহারকারীদিগের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র, স্রষ্টা সকলের মধ্যে
 আমি ব্রহ্মা, সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম, ছন্দ সকলের মধ্যে
 আমি গায়ত্রী, সর্বভূতের প্ররোহ কারণ বীজই আমি, যেহেতু
 চরাচর বিশ্বমধ্যে আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক কোন বস্তুর অস্তিত্ব
 থাকিতে পারে না। হে পরন্তপ! মদীয় দিব্য বিভূতি সকলের
 অন্ত নাই। আমার অসংখ্য বিভূতির উদ্দেশ্য মাত্র তোমার নিকট
 কীর্তন করিলাম। ঐশ্বর্য্যান্বিত সম্পত্তিযুক্ত, বল-প্রভাব প্রভূতির
 আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সমস্তই আমার বিভূতি বলিয়া
 জানিবে। সে সমুদায়ই মদীয় শক্তিলেশ দ্বারা সম্ভূত। হে অর্জুন!
 চিদচিদাত্মক হর বিরিক্তি প্রমুখাবধি সমস্ত জগৎ আমি, আমার

এষতুদ্দেশাতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ।
 যদযদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ।
 ততদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবঃ ।
 অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
 বিষ্ণুত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৮৫ ॥
 ইত্যাদীশ্বরবাক্যেন সন্ধ্যা তদ্বিভূতির্মতা ।
 তস্মাদ্বৈষ্ণববিপ্রাণামুপাস্তা হি সতাং মতং ॥ ১৮৬ ॥
 সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরূপাসিতঃ ।
 দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৮৭ ॥
 ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ শাক্তিকাঃ ।
 উপাসন্তে যতঃ সন্ধ্যাং হরেঃশক্ত্যাদিরূপিণীং ॥ ১৮৮ ॥

অথ কৃষ্ণসন্ধ্যা ।

কৃষ্ণা তু বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃষ্ণসন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ১৮৯ ॥

একমাত্র প্রকৃতিতে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অধিষ্ঠান বা ঈক্ষণপূর্বক
 সৃষ্টি, পালন, ধারণ এবং অবস্থান করিতেছি । ফলিতার্থ এই যে,
 আমি নিজ বিভূতি সকলের দ্বারা বিশ্বস্রষ্টাদি সমস্তই করিয়া থাকি ।
 আমার বিভূতির অন্ত নাই । আর আমার প্রকৃতি সর্বশক্তিবিশিষ্ট ।
 তোমার নিকট মদ্বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম । ১৮৫ ।
 ইত্যাদি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যদ্বারা সন্ধ্যা যে তদীয় বিভূতি, তাহা
 নিশ্চয় হইয়াছে । সেই হেতু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের সন্ধ্যা উপাস্তা,
 তাহাতে কোন সংশয় নাই, ইহাই বিদ্বান্দিগের মত । ১৮৬ ।
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভূত্যাди পর্যালোচনা পূর্বক যোগীযাজ্ঞবল্ক্য
 বলিয়াছেন, যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনা
 করিয়া থাকেন ; তদ্বারা দীর্ঘায়ুলাভ করেন ও সমস্ত পাপ হইতে
 মুক্ত হন । ১৮৭ । ব্রাহ্মণমাত্রেই বৈষ্ণব, তাঁহারা শৈব বা শাক্ত
 নহেন ; যেহেতু হরির শক্ত্যাদিরূপিণী সন্ধ্যাকে উপাসনা (ভজনা)

শ্রীগোবিন্দং হরিং নম্রা কৃষ্ণসঙ্ক্যাং সমাচরেৎ ।

সায়ং প্রাতঃ মধ্যাহ্নে কৃষ্ণং ধ্যান্তা মনুং জপেৎ ॥ ১৯০ ॥

অথ সঙ্ক্যাপ্রয়োগঃ ।

তত্রাদৌ সামান্যচমনং সমাপ্য জলে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র গঙ্গে চ যমুনে চেত্যাदिना तीर्थमावाह मूलेन कुशेन त्रिवारं भूमौ जलं निक्षिप्य तज्जलेन सपुधा मूर्त्तानमभिषिञ्चेत् । ततः मस्तुके “क्लीं गोपीजनায়”, ललाटे “विद्महे”, चक्षुर्द्वये “गोपीजनায়” बाह्वद्वये “धीमहि” पदद्वये “तन्नःकृष्णः” सर्वान्से “प्रचोदयात्”, इति क्रमेण पूर्वोक्तक्रमेण वा षडङ्गन्यासं कृत्वा वामहस्ते जलं निधाय दक्षिणहस्तेनाच्छाद्य हं यं वं लं रं इति त्रिवारमभिमन्त्र्य मूलमुत्तरन् गलितोदकविन्दुभिस्तुम्बमुद्रया मूर्त्तिं सपुधाभ्यङ्गणं कृत्वा शेषजलं दक्षिणहस्ते समायत्वा तेजोरूपं ध्यात्वा इड्यारुम्य देहान्तः पापं प्रक्षाल्य कृष्णवर्णं

करेन । १८८ । अथ कृष्ण सङ्क्या । अग्रे वैदिकी सङ्क्या करिया तं-परे कृष्णसङ्क्या करिबे । १८९ । श्रीगोविन्द हरिके नमस्कार पूर्वक कृष्णसङ्क्याचरण करिबे एवं सायं-प्रातः-मध्याह्नकाले श्रीकृष्णके ध्यान करिया तदीय मन्त्र जप करिबे । १९० । सङ्क्याप्रयोग बलि-तेछेन । प्रथमे सामान्यरूपे आचमन करतः जले त्रिकोणमण्डल करिया, मण्डलमध्यस्थ जले “गङ्गेच” इत्यादि मन्त्रद्वारा तीर्थ आवाहन पूर्वक मूलमन्त्रे कुशद्वारा तिनवार भूमि ते जलनिक्षेप पूर्वक সেই जल सातवार मस्तुके अभिषेचन करिबे । तदनन्तर मस्तुके “क्लीं गोपीजनায়” इत्यादि मन्त्रे अथवा पूर्वोक्त मन्त्र द्वारा षडङ्गन्यास-करतः वामहस्ते जल राधिया दक्षिणहस्त द्वारा आच्छादन पूर्वक “हं” इत्यादि मन्त्र बारत्रय उच्चारण करतः मूलमन्त्र उच्चारण करिते करिते करगलितोदक जलविन्दु सकल तन्त्रमुद्रा द्वारा (दक्षिणकर अधोमुख करिया अनामिकार अग्रभागे अङ्गुष्ठ संयोग करिलेई तन्त्रमुद्रा হয়)

তজ্জলং পাপরূপং ধ্যাত্বা পিঙ্গলয়া বিরেচ্য পুরঃ কল্মিতবজ্র-
শিলায়াং ফড়িতিমন্ত্ৰেণ পাপপুরুষরূপং তজ্জলং ক্ষিপেদিত্য-
ঘমর্ষণং । ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীং হং সঃ ইদমর্ঘ্যং
শ্রীসূর্যায় স্বাহা ওঁ ষ্ণিসূর্য্য আদিত্য ইতিমন্ত্ৰেণ বা সূর্য্যার্য্যং
দদ্যাৎ । ততঃ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং
স্বাহা । (অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রিনিবেদয়েদিতি
কেচিৎ) তদ্গায়ত্র্যা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য, তর্পণং কুর্ঘ্যাৎ ।
ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি । ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি । ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি । ওঁ
গুরুং তর্পয়ামি । ওঁ পরমগুরুং তর্পয়ামি । ওঁ পরাপরগুরুং
তর্পয়ামি । ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুং তর্পয়ামি । ওঁ নারদং তর্পয়ামি ।
ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি । ওঁ জিষ্ণুং তর্পয়ামি । ওঁ নিশাঠং
তর্পয়ামি । ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি । ওঁ দারুকং তর্পয়ামি । ওঁ

সপ্তবার মন্ত্ৰকে অভ্যুক্ষণ (অভিষেচন) করিয়া শেষ জল দক্ষিণ-
হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক তেজোরূপ ধ্যানকরতঃ ঐ জল “ইড়য়া” অর্থাৎ
বামনাসা দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহমধ্যগত পাপপ্রক্ষালন করিয়া,
সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ চিন্তাকরতঃ “পিঙ্গলয়া” অর্থাৎ
দক্ষিণনাসা দ্বারা বিরেচনপূর্ব্বক সম্মুখে কল্মিত বজ্রশিলাতে “ফট্”
এই মন্ত্ৰে পাপপুরুষরূপ সেই জল ক্ষেপণ করিবে, ইহাকেই অঘমর্ষণ
বলে । তদনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া “হ্রীং” ইত্যাদি
অথবা “ওঁ ষ্ণি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা শ্রীসূর্য্যদেবকে কেবলমাত্র নীর
দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে । তাহার পর “ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ” ইত্যাদি
মন্ত্ৰে অথবা শ্রীগোপাল গায়ত্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানানন্তর
তদ্গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক তিনবার জল দিয়া তর্পণ করিবে । “ওঁ
দেবাংস্তর্পয়ামি” হইতে আরম্ভ করিয়া “ওঁ শৈলৈয়ং তর্পয়ামি” পর্য্যন্ত
প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিয়া, তদনন্তর
মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক “শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

বিশ্বকসেনং তর্পয়ামি । ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি । ততো মূল-
মুচ্চার্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ ইতি ত্রিস্তপয়েৎ । ততো
গায়ত্রীং ধ্যয়েৎ । ওঁ উদ্যাদাদিত্যসঙ্কাশাং পুষ্টকান্ধকরাং
স্মরেৎ । কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যয়েত্তারকিতেশ্বরে ॥ ১৯১ ॥

মধ্যাহ্নে । ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ভূজাং শঙ্খচক্রলসৎকরাং ।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াং ॥ ১৯২ ॥

(সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ)

ওঁ শুক্লাংশুক্লান্ধরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং ।

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং ।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ১৯৩ ॥

ইতি ধ্যাত্বা গায়ত্রীং শতধা দশধা বা জপেৎ । ক্লী
গোপাজনায় বিদ্মহে, গোপাজনায় ধীমহি, তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচো-

তর্পণ করিবে । তাহার পর গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে । প্রাতঃ-
কালের ধ্যান । উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বামকরে
বেদপুস্তক ও দক্ষিণকরে জপমালাধারিণী, কৃষ্ণাজিনবিধারিণী,
তারকিতাম্বরা ব্রাহ্মীশক্তিকে ধ্যান করিবে । ১৯১ । মধ্যাহ্নকালের
ধ্যান । শ্যামবর্ণা, চতুর্ভূজা, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধারিণী, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া
দেবীকে ধ্যান করিবে । ১৯২ । সায়াংকালের ধ্যান । সায়াংকালে
বরদা, গায়ত্রীরূপা, শ্বেতবর্ণা, শ্বেতান্ধরপরিধানা, বৃষাকৃতা, ত্রিনেত্রা,
বর-পাশ-শূল ও নৃকরোটিকা অর্থাৎ নরভাগ্যফলধারিণী, সূর্য্যমণ্ডল-
মধ্যস্থা দেবীকে ধ্যান করিবে । ১৯৩ । এইমত ধ্যান করিয়া গোপাল
গায়ত্রী ১০০ শতবার বা ১০ দশবার জপ করিবে । “ক্লী” গোপী-
জনায়” হইতে আরম্ভ করিয়া “প্রচোদয়াৎ” পর্য্যন্ত গোপাল গায়ত্রী ।
ঐ গায়ত্রীর অর্থ এই—লকার হইতে পৃথিবীর, ককার হইতে জলের,
ঈকার হইতে অগ্নির, নাদ হইতে বায়ুর এবং বিন্দু হইতে আকাশের
উৎপত্তি । ক-ল-ঈ-এই পাঁচ মিলিত হইয়া ক্লী বীজ বা শব্দ

দয়াৎ । (ইতি শ্রীমদগোপালগায়ত্রী) ততো মূলমন্ত্রং জপ্ত্বা
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রাজক্ৰীড়ারতং শ্রীকৃষ্ণং বিভাব্য প্রাণায়াম-
ত্রয়ং কৃত্বা উৎক্লিপ্তভূজো মূলমন্ত্রং গায়ত্রীং বা শতধা দশধা
বা জপেৎ । ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্ভকৃতং জপং ।
সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেব ত্বং প্রসাদাৎ সুরেশ্বর । ইতি মন্ত্রেণ
শ্রীকৃষ্ণস্ত দক্ষিণকরে জপং সমৰ্প্য, প্রাণায়ামং কৃত্বা, ওঁ
শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব, ইতি সংহারমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাৎ ইষ্টদেবং

নিষ্পন্ন হইয়াছে, উহাকেই কামবীজ কহে । অথবা ঐ কামবীজ
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ । “কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হর কৃষ্ণের স্বরূপ” ইত্যাদি
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী ও শ্রীবিশ্ব-
নাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত বীজার্থ প্রকাশিকা বা দীপিকায় কামবীজ
কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া সপ্রমাণ লিখিত হইয়াছে । কাহার কাহার মতে
“ককারো ভগবান্ কৃষ্ণ ঈকারঃ প্রকৃতি রাধা ।” অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের
অভিন্ন রূপই কামবীজ । এই সকল অভিপ্রায় গায়ত্রীদ্বারা স্পষ্টই
প্রকাশ পাইতেছে । “গোপীজনায় বিদ্রাহে” অর্থাৎ আমরা সেই গোপী-
জনকে অবগত হই । “গোপীজনায় ধীমহি” অর্থাৎ গোপীজনকে
ধ্যান করি । “তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ” অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে
পরমতত্ত্ব (তদীয় প্রেম) প্রেরণ করুন, ইহাই গোপাল গায়ত্রীর
মর্ম্মার্থ । তদনন্তর মূলমন্ত্র জপ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ রাজক্ৰীড়ারত
শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনাপূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া হস্তদ্বয় উত্তোলন
পূর্ব্বক মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী শতবার বা দশবার জপ করিবে । হে
দেব ! হে দেবেশ্বর ! আপনি গুহ্য অর্থাৎ হৃদয়ের বস্তু, একারণ
গোপনীয়, এবং অতি গুহ্যবিষয়েরও রক্ষাকারী । অতএব আমার
কৃত গোপনীয় জপ গ্রহণ করুন । আপনার প্রসাদে আমার সিদ্ধি-
লাভ হউক । (তোমার শ্রীচরণসেবাই আমার সিদ্ধি ইত্যাদি অভি-
প্রায়) এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম
করিয়া “ওঁ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব” এই বলিয়া সংহার মুদ্রায় (বামহস্ত

স্বহৃদয়মানীয় ধ্যান তীর্থং প্রণমেৎ । জাহ্নবীং যমুনাং সিন্ধুং
গোদাবরীং সরস্বতীং । প্রভাসং পুষ্করাদীংশ্চ স্নানকালে
নমাম্যহং ॥ ইতি কৃষ্ণসঙ্খ্যা ॥ ১৯৪ ॥

হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং ।
অর্চন্তি সূর্যো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ।
সূর্যো চাভ্যাহ্নং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥ ১৯৫ ॥
ন কুৰ্যাদযদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাप्नुয়াৎ ।
সঙ্খ্যাত্রয়ং যথা কুৰ্যাদ্ভ্রাক্ষণো বিধিপূর্বকং ।
তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বকং শূদ্রঃ সঙ্খ্যাং সমাচরেৎ ।
সংক্ষেপসঙ্খ্যামথবা কুৰ্য্যান্মত্ৰী হৃশক্তিভঃ ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যানমুং জপেৎ ।
সঙ্খ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ॥ ১৯৬ ॥

অধোমুখে রক্ষাপূর্বক তরুপরে দক্ষিণহস্ত (উত্তান) চিৎ করিয়া রক্ষা
করিবে, পরে বামকরের অঙ্গুলি সমূহের মধ্যে মধ্যে দক্ষিণকরের
অঙ্গুলি সকল প্রবেশ করাইয়া, উভয়করের অঙ্গুলি বাঁকাইয়া পর-
স্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মোড়া দিয়া বক্ষের নিকট ঘুরাইয়া
আনিয়া উভয় তর্জজনী একবারে নির্গত করিবে, ইহাকেই সংহার-
মুদ্রা কহে ।) সূর্য্যমণ্ডল হইতে ইষ্টদেবকে নিজ হৃদয়ে আনয়ন
পূর্বক তদীয় ধ্যান করতঃ তীর্থকে প্রণাম করিবে । জাহ্নবী, যমুনা,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরস্বতী, প্রভাস ও পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ সকলকে
স্নানকালে আমি নমস্কার করি, এই কৃষ্ণসঙ্খ্যা । ১৯৪ । পণ্ডিত
সকল অগ্নিতে ঘৃত দ্বারা, জলমধ্যে পুষ্প দ্বারা, হৃদয় মধ্যে ধ্যান
দ্বারা ও রবিমণ্ডলে জপদ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করিবেন । সূর্য্যমণ্ডলে
অর্চনা শ্রেষ্ঠ এবং জলমধ্যে জলাদি দ্বারা অর্চনা করাই কর্তব্য ।
১৯৫ । যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত সঙ্খ্যানুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি
দীক্ষা ফল লাভ করিতে পারে না । ব্রাহ্মণ বিধিপূর্বক প্রাতঃ,

অথ বিশেষতো দেবাদি তর্পণং ।

(তত্রাদৌ আচমনং কৃত্বা প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ
কৃতাজ্জলিঃ পঠেৎ ।) ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি
চ । তীর্থাশ্চেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ ॥ ১১৭ ॥

অথোপবীতী পূর্বাভিমুখঃ দেবতর্পণং কুৰ্য্যাৎ ।

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং । ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং । ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ।
ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং । (ইত্যনেন মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন

মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নকালে তিনবার সন্ধ্যা করিবেন । ব্রাহ্মণ প্রভৃতি
বর্ণত্রয়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সন্ধ্যা করিবেন । শূদ্র তন্ত্রোক্ত
রিধিপূর্বক কেবলমাত্র তান্ত্রিক সন্ধ্যা (কৃষ্ণসন্ধ্যা) করিবে । উভয়
প্রকার সন্ধ্যাচরণে অশান্ত হইলে, সকলেই সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবেন ।
সংক্ষেপ সন্ধ্যা এই—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াংকালে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান
করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে । নির্দিষ্টকালে সন্ধ্যা না করিলেই
সন্ধ্যা পতিত হইয়া থাকেন । সন্ধ্যা পতিত হইলে দ্বিজগণ দশবার
ব্রহ্মগায়ত্রী এবং তদিতর ব্যক্তিগণ দশবার কৃষ্ণগায়ত্রী জপপূর্বক
কৃষ্ণসন্ধ্যা করিবেন । (দ্বিজগণও কৃষ্ণগায়ত্রী জপ করিতে পারেন ।
চতুর্বর্ণ বৈষ্ণবমাত্রেরই কৃষ্ণ-গায়ত্রীতে অধিকার আছে । ত্যাগী
বৈষ্ণব সম্বন্ধে বর্ণাদির বিচার নাই) ! ১১৬ । অথ বিশেষরূপ দেবতা
প্রভৃতির তর্পণ বলিতেছেন । অগ্রে আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতী
(স্বভাবতঃ যে প্রকার যজ্ঞোপবীত ধারণ করা যায়, তাহার বিপরীত
অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধের উপর হইতে বামপার্শ্ব দিয়া লম্বমান যজ্ঞো-
পবীতকে প্রাচীনাবীতী বলা যায়) হইয়া দক্ষিণাভিমুখে করযোড়ে
“ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র,
গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থসকল তর্পণকালে
আগমন করুন । ১১৭ । তদনন্তর উপবীতী হইয়া অর্থাৎ সচরাচর
যজ্ঞোপবীত যে ভাবে রাখা যায়, সেইভাবে রাখিয়াই দেবতীর্থ
দ্বারা (অঙ্গুলী সকলের অগ্রভাগকে দেবতীর্থ কহে) পূর্বাভিমুখ

প্রত্যেকেন জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ) ওঁ দেবা যক্ষাস্তথানাগা গন্ধর্বা-
 প্সরসোহসুরাঃ । ক্রূরাঃ সর্পা সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ ।
 বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকশগামিনঃ । নিরাহারাশ্চ যে
 জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে । তেষামাপ্যায়নায়ৈতদীয়তে
 সলিলং ময়া । (ইতি মন্ত্রেণ দেবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং
 দদ্যাৎ) ॥ ১৯৮ ॥

অথ নিবীতীপশ্চিমাভিমুখঃ মনুষ্যতর্পণং কুর্যাৎ ।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ । কপিলশ্চা-
 সুরিশ্চৈব বোদ্ধুঃ পঞ্চশিখস্তথা । সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়াস্ত মদ-
 ভেনাস্থনা সদা । (ইতি মন্ত্রং বারদ্বয়ং পঠিত্বা কায়তীর্থেন
 ক্রোড়াভিমুখে জলাঞ্জলিদ্বয়ং দদ্যাৎ) ॥ ১৯৯ ॥

হইয়া দেবতর্পণ করিবে । “ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং” হইতে আরম্ভ করিয়া
 “ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং” পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রত্যেককে এক
 এক অঞ্জলি জল দিবে । তদনন্তর “ওঁ দেবায়ক্ষাস্তথানাগা” হইতে
 আরম্ভ করিয়া, “দীয়তে সলিলং ময়া” পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ দেবতীর্থ
 দ্বারা পূর্ব্বমুখে এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । “দেবায়ক্ষাঃ”
 ইত্যাদি শ্লোকার্থ এই—দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা সকল,
 নির্দয় প্রাণী সকল, সুপর্ণ সকল, তরু সকল, বক্রগামী জীবসকল,
 পক্ষীসকল, বিদ্যাধরগণ, জলাধার মেঘগণ, গগনচারীগণ, নিরাহার-
 জীবগণ এবং পাপকর্ম্মরত প্রাণীগণ, আমি তাহাদের তৃপ্তিজন্ম
 এই জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম । ১৯৮ । অনন্তর নিবীতী হইয়া
 (যজ্ঞোপবীতকে মাল্যবৎ ধারণ করার নাম নিবীতী) পশ্চিমাভি-
 মুখে মনুষ্য তর্পণ করিবে । “ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ” হইতে আরম্ভ
 করিয়া “মদভেনাস্থনা সদা” পর্য্যন্ত মন্ত্র দুইবার পাঠপূর্ব্বক কায়তীর্থ
 দ্বারা (কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ কায়তীর্থ) ক্রোড়াভিমুখে দুই অঞ্জলি
 জল দিবে । “সনকশ্চ” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই—সনক, সনন্দ,

অথোপবীতী পূর্বাভিমুখঃ ঋষিতর্পণং কুর্যাৎ ।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং । ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং । ওঁ অঙ্গিরা-
স্তৃপ্যতাং । ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং । ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং । ওঁ
ক্রতুস্তৃপ্যতাং । ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং । ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ।
ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং । ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং । (ইত্যনেন মন্ত্রেণ
প্রত্যেকেন দেবতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং দদ্যাৎ) ॥ ২০০ ॥

অথ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ দিব্যপিতৃতর্পণং কুর্যাৎ ।

ওঁ অগ্নিস্বাভাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং
তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিল
গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ শুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তা-
মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ বর্হিষদঃ পিতর-
স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা । ওঁ আজ্যপাঃ
পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা ।
(ইত্যনেন মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পিতৃতীর্থেন জলাঞ্জলিমেকং
দদ্যাৎ ॥ ২০১ ॥)

সনাতন, কপিল, আশুরি, বোড়ু ও পঞ্চশিখ ইহারা মৎপ্রদত্ত জল
দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ১৯৯। অনন্তর উপবীতী হইয়া পূর্বাভি-
মুখে ঋষিতর্পণ করিবে। “ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং” হইতে আরম্ভ করিয়া
“ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং” পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রত্যেককে দেবতীর্থ
দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল অর্পণ করিবে। ২০০। অনন্তর
প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত বিপরীত ক্রমে ধারণ পূর্বক
দক্ষিণাভিমুখে দিব্যপিতৃতর্পণ করিবে। “ওঁ অগ্নিস্বাভাঃ পিতর
স্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা” হইতে আরম্ভ করিয়া
“ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা”,
পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ (দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও

অগ্নিস্বাত্তা সৌম্য। বর্হিষন্তস্তথোঽশ্বপাঃ । কব্যানলো-
বর্হিষদস্তথাচৈবাজ্যপাঃ পুনঃ ॥ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

অথ যমতর্পণং কুর্য্যাৎ ।

ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ । বৈবস্বতায়
কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ । ঔড়ুম্বরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।
রুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ । (ইতি মন্ত্রং
বারত্রয়ং পঠিত্বা জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ২০২ ॥)

অথ বক্রাজ্জলিত্ত্বা আবাহনং কুর্য্যাৎ ।

ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তুপোহঞ্জলিং ॥ ২০৩ ॥

অথ পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ ।

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-
মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-
মেতৎসতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের নাম পিতৃতীর্থ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দান
করিবে । অগ্নিস্বাত্তা, সৌম্য, বর্হিষন্ত, উশ্বপ, কব্য, অনল, বর্হিষদ,
আজ্যপ এইরূপ পাঠ কোন পুস্তকে দেখা যায় । ২০১ । তাহার
পর যমতর্পণ করিবে । “ওঁ যমায় ধর্মরাজায়” হইতে আরম্ভ পূর্বক
“চিত্রায় চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন
অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । “যমায়” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ এই-
যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর,
দধ, নীল, পরমেষ্ঠী, রুকোদর, চিত্র, চিত্রগুণ্ড, এই সকলকে নমস্কার
। ২০২ । অনন্তর কৃতাজ্জলি হইয়া আবাহন করিবে । “ওঁ আগচ্ছন্ত
মে পিতর” ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র । হে মদীয় পিতৃগণ, আপনারা
আগমন পূর্বক মৎপ্রদত্ত এই জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন । ২০৩ ।

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ মাতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-
মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতা-
মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্মা
তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা পিতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা প্রপিতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতা-
মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা মাতামহী অমুকদেবী তৃপ্যতামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা প্রমাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতা-
মেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকী দেবী
তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ॥

তদনন্তর পিতৃতর্পণ করিবে। “বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্র পিতা অমুক
দেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা” হইতে আরম্ভ
পূর্বক “বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্রা বৃদ্ধ-প্রমাতামহী অমুকী দেবী
তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা”, এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠসহ
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ
এবং মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী এই প্রত্যেককে তিন তিনবার
সতিল জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, মাতামহী প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি
সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। এইরূপ নিয়মে পিতৃব্য, মাতুল,

(ইত্যেনে মন্ত্রেণ পিতাপিতামহপ্রপিতামহমাতামহ-
 প্রমাতামহষকপ্রমাতামহেভ্যঃ মাতাপিতামহীপ্রপিতামহীভ্যঃ
 প্রত্যেকং সতিলজলাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা মাতামহীপ্রভৃतीনাং
 প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিনা তর্পণং কার্য্যং । এবং ক্রমেণ পিতৃব্য-
 মাতুলপিতৃষস্বভ্রাতৃভগিনীসপিণ্ডান্ একৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ ॥
 ২০৪ ॥)

অথ ভীষ্মাষ্টম্যাং ভীষ্মতর্পণং কুর্য্যাৎ ।

ওঁ বৈয়াষপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষ্মণে ॥

(ইতি মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিনা তর্পয়েৎ ॥ ২০৫ ॥

ততশ্চ প্রণমেৎ ।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

আভিরুদ্রিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥ ২০৬ ॥

ততঃ ।

ওঁ যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহনৃজন্মনি বান্ধবাঃ ।

তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মভোয়কাজ্জিগণঃ ॥

পিতৃষসা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও সপিণ্ড সকলকে এক এক অঞ্জলি দ্বারা
 তর্পণ করিবে। ২০৪। তদনন্তর ভীষ্মতর্পণ করিবে। “ওঁ বৈয়াষ
 পদ্যগোত্রায়” হইতে আরম্ভ পূর্বক “ভীষ্মবর্ষ্মণে” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ
 সহিত এক অঞ্জলি জল দান করিবে। বৈয়াষপদ্যগোত্র সাংকৃতি
 প্রবর ও পুত্রবিহীন ভীষ্মবর্ষ্মাকে আমি এই জলাঞ্জলি দ্বারা তর্পণ
 করিলাম। ২০৫। তদনন্তর ভীষ্ম প্রণাম। “ওঁ ভীষ্ম শান্তনবো
 বীরঃ” হইতে আরম্ভ পূর্বক “পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং” পর্য্যন্ত
 ভীষ্মের প্রণাম। ভীষ্ম, শান্তনুনন্দন, বীর, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়,
 অতএব তদীয় পুত্রপৌত্রোচিতক্রিয়াসকল আমাদের কর্তৃক সম্পন্ন
 হউক। ২০৬। তদনন্তর “ওঁ যেহবান্ধবা” হইতে আরম্ভ পূর্বক

ওঁ অগ্নিদক্ষাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদক্ষাঃ কুলে মম ।

ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং ॥

(ইমং মন্ত্রদ্বয়ং পাঠিত্বা ভূমৌ একৈকাজ্জলিনা তর্পয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

অথ রামতর্পণং কুর্যাৎ ।

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বৈ মাতৃমাতামহাদয়ঃ ।

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং ।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যতু ভুবনত্রয়ং ॥

(ইত্যনেন মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ২০৮ ॥)

অথ লক্ষ্মণতর্পণং কুর্যাৎ ।

ওঁ আব্রহ্মস্তুম্বপর্য্যন্তু জগৎ তৃপ্যতু ॥

(মন্ত্রেণানেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥ ২০৯ ॥)

“পরাংগতিং” পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ ভূমিতে এক এক অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। যাহাঁরা আমার বান্ধব মন, যাহাঁরা আমার বান্ধব, যাহাঁরা আমার জন্মান্তরের বান্ধব, যাহাঁরা মদন্তজলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলে মৎপ্রদত্ত জলাঞ্জলি দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। যাহাঁরা অগ্নিতে দক্ষ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহাঁরা অন্ত কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভূমিতে এই জলাঞ্জলি প্রদান করিলাম। তাঁহারা এই জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ এবং পরম গতি লাভ করুন। ২০৭। তদনন্তর রাম তর্পণ করিবে। “ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ” হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক “ভুবনত্রয়ং” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। ব্রহ্মলোকাবধি সমস্তলোক, দেব, ঋষি, পিতৃ, মানব, পিতৃগণ, মাতা, মাতামহ প্রভৃতি, অতীত কোটিকুল, সপ্তদ্বীপনিবাসী সকলে আমার দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন। ২০৮। অনন্তর লক্ষ্মণ তর্পণ করিবে। “ওঁ আব্রহ্মস্তুম্ব পর্য্যন্তু” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিন অঞ্জলি

ততশ্চ ।

ওঁ যে চাম্বাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃত্যুতঃ ।

তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥

(ইমং মন্ত্রমুচ্চার্য বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকমেকবারং ভূমৌ নিক্ষিপেৎ
॥ ২১০ ॥)

অথ পিতৃস্তুতিঃ ।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ ২১১ ॥

অথ পিতৃপ্রণামঃ ।

ওঁ পিতৃনমস্ত্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ স্বধাভূজঃ কাম্যফলাভি
সকৌ । প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভি
সংহিতেষু ॥ ২১২ ॥

ততঃ কৃতাজ্জলিভূত্বা ।

ওমদ্য কৃতমেতৎ তর্পণকর্মাচ্ছিদ্রমন্তু । ওমদ্যেত্যাদি

জল প্রদান করিবে। ২০৯। তদনন্তর “ওঁ যে চাম্বাকং কুলে
জাতা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল একবার ভূমিতে
নিক্ষেপ করিবে। ২১০। অনন্তর পিতৃস্তুতি। ওঁ পিতা স্বর্গঃ”
ইত্যাদি। পিতাই স্বর্গ, পিতাই সাক্ষাৎ ধর্ম্য, পিতাই পরম তপঃ,
পিতার প্রীতি উৎপাদনেই সমস্ত দেবতার প্রীতি উৎপাদন করা হয়
। ২১১। অনন্তর পিতার প্রণাম। “ওঁ পিতৃনমস্ত্যে” ইত্যাদি।
যাহাঁরা স্বর্গে মূর্ত্তিমান্, যাহাঁরা বায়ুভূত হইয়াও শ্রদ্ধাসহকারে আকর্ষিত
হইলে, বিপ্রশরীরে আবিভূত হইয়া স্বধা অর্থাৎ অন্নাদি, শ্রাদ্ধোপ-
করণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিম্নলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে যাহারা
মনুষ্যহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্যপ্রবৃত্ত্যাদির উদ্ভাবন
দ্বারা সমস্ত ক্লেশ দূর করেন ও সমস্ত মঙ্গল বিধান করেন,
সেই পরম মঙ্গলাধার পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি। ২১২।
তদনন্তর কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ মদ্যকৃতমেতৎ” হইতে আরম্ভ করিয়া

কৃতেশ্বিন্ তর্পণকর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায়
ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ।

ততঃ ।

ওঁ বিষ্ণুরিতি দশধা জপ্ত্বা । ওঁ অজ্ঞানাদযদি বা মোহাৎ
প্রচ্যবেতান্বরেষু যৎ । স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্মাদিতি
শ্রুতিঃ । ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ ।
তস্মিন্ স্তব্ধে জগদুচ্চং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ । ময়া যদিদং
কর্মকৃতং তৎ সর্বং ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতং ইতি তর্পণং
॥ ২১৩ ॥

অথ জীবৎপিতৃকস্ত তর্পণনিষেধমাহ ।

দর্শমানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলৈস্তর্পণমেব চ ।

ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্য্যাৎ কৃত্বাঘমাণুয়াৎ ॥ ২১৪ ॥

“ওঁ বিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । তাহার পর
“ওঁ বিষ্ণু এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া “ওঁ অজ্ঞানাদযদি বা মোহাৎ”
হইতে আরম্ভ করিয়া “ভগবতি বিষ্ণৌ সমর্পিতং” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ
পূর্বক তর্পণ শেষ করিবে । “অজ্ঞানাদযদি বা” ইত্যাদি মন্ত্রার্থ এই,
অজ্ঞান বা মোহপ্রযুক্ত এই যজ্ঞ সকলে যে কিছু অঙ্গহীনাদি দোষ
নিপতিত হইয়াছে, বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা সেই সকল অঙ্গহীনাদি দোষ
দূরগত হইয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, এই কথা শ্রুতি বলেন । সর্ব-
যজ্ঞেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হরি, আমার এই কার্য্যে সন্তুষ্ট
হউন । তিনি সন্তুষ্ট হইলেই জগৎ তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার
প্রীতিতেই জগৎ প্রীতলাভ করে । এক্ষণে আমার এই কৃত কর্ম
সকল ভগবদ্বিষ্ণুর প্রীতিতে সমর্পিত হইল । ইতি তর্পণ সম্পূর্ণ ।
২১৩ । অনন্তর জীবৎপিতৃকের তর্পণ নিষেধ এই কথা বলিতে-
ছেন । অমান্নান, গয়াশ্রাদ্ধ, তিল দ্বারা তর্পণ, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি
করিবে না, যদি করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত হইবে । ২১৪ ।

অথ তিলতর্পণ নিষেধমাহ ।

রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাৎ তিলতর্পণং ।
সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা ।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং ॥ ২১৫ ॥

অথ প্রতিপ্রসবমাহ ।

অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ ।
উপাকর্ষ্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে ।
সূর্য্যশুক্রাদিবারেহপি ন দোষস্তিলতর্পণে ।
তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষে ।
নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতং ॥ ২১৬ ॥

অথ তর্পণবিধানমাহ ।

এবং স্নাত্বা পিতৃনু দেবানু মনুষ্যাংস্তর্পয়েন্নরঃ ।
নাভিমাत्रে জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদূর্দ্ধমানসঃ ।
আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহঞ্জলিমিত্যাদিবচন
প্রমাণান্নাভিনিমগ্নপরিমিতোদকে দণ্ডায়মানোভূত্বা তর্পণং

অনন্তর তিলতর্পণ নিষেধ বলিলেন । রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী, শ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মদিন ও সংক্রান্তি, এই সকল দিনে এবং রাত্রিতে তিলতর্পণ করিবে না । ২১৫ । তথায় ঐ বিষয়ের প্রতিপ্রসব অর্থাৎ নিষিদ্ধের পুনর্বিধান বলিয়াছেন । অয়নে, বিষুব সংক্রান্তিতে, চন্দ্রসূর্যাগ্রহণে, উপাকর্ষ্মে, উৎসর্গে, যুগের আদিতে, মৃতবাসরে, রবি-শুক্রাদি বারেও তিলতর্পণে দোষ নাই । তীর্থে, বিশেষ তিথিতে, গঙ্গাতে প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিতে পারিবে । ২১৬ । তদনন্তর তর্পণ বিধান বলিয়াছেন । নাভিনিমগ্ন পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করা কর্তব্য । তাহাতে অশক্ত হইলে, স্থলেও তর্পণ করিতে পারিবে । দুই কর সংলগ্ন করণানন্তর অঞ্জলি-

কুর্বাণীত তদশান্তশ্চেৎ “বসিত্বা বসনং শুক্ল-স্থলে চাস্তীর্ণবহিষি ।
বিধিজ্ঞাস্তপর্ণং কুৰ্য্যুরিতিবচনপ্রমাণেন স্থলেহপি তপর্ণং”
কুৰ্য্যাৎ । উভয়করসংলগ্নকরণানন্তরমঞ্জলিবন্ধনপূর্বকং তপর্ণং
কুৰ্য্যাচ্চ । দেব-মনুষ্য-ঋষি-তপর্ণে তিলতপর্ণং নিষিদ্ধং ।
তিলাতাবেহপি “সতিলগঙ্গোদকং” ইতি ক্রিয়াৎ । গঙ্গো-
দকাতাবেহপি কেবলং “সতিলোদকং” ইতি ক্রিয়াচ্চ । নিত্য
তপর্ণস্থলে চ যমতপর্ণস্য বিশেষাবশ্যকতা নাস্তি । ভীষ্মতপর্ণ
মনুদিনমনাবশ্যকং । কেবলং ভীষ্মাষ্টম্যাং কর্তব্যম্ । সম্পূর্ণ-
তপর্ণাশক্তৌ আব্রহ্মস্তুষপৰ্য্যন্তং জগত্ৰূপ্যতু ইত্যনেন মন্ত্ৰেণ
স্ত্রীংস্তপয়েৎ । তপর্ণাদাবূর্দ্ধপুণ্ড্র কুশাস্থুরীয়ক ধারণমবশ্যং
কর্তব্যং । স্নানাস্থ্যং সন্ধ্যায়াঃ পূর্বং তপর্ণং কার্য্যমিতি
কেচিৎ স্মার্তাঃ ।

সঙ্কোপাসনতঃ পূর্বং কেচিদ্বেবাদিতপর্ণং ।

মনুস্তে সৰ্বদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ ॥ ২১৭ ॥

অথ শূদ্রস্য তপর্ণবিধিঃ ।

বিহারিলাল রামস্য শ্রীমতোভীষ্মপূর্তয়ে ।

সাম্প্রতং সংপ্রবক্ষ্যামি শূদ্রস্য তপর্ণক্রমং ॥ ২১৮ ॥

বন্ধন পূর্বক তপর্ণ করিবে । দেব মনুষ্য ঋষিতপর্ণে তিল প্রদান
নিষেধ । তিলের অভাবেও “সতিল গঙ্গোদকং” এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিবে । গঙ্গাজলের অভাব হইলে, কেবল “সতিলোদকং” এই
মন্ত্র পাঠ করিবে । নিত্যতপর্ণস্থলে যমতপর্ণের বিশেষ আবশ্যক
নাই । প্রতিদিন ভীষ্মতপর্ণ অনাবশ্যক । কেবল ভীষ্মাষ্টমীতেই
কর্তব্য । সম্পূর্ণ তপর্ণে অশক্ত হইলে কেবল লক্ষ্মণ তপর্ণ করিবে ।
তপর্ণের অগ্রে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও কুশাস্থুরী ধারণ কর্তব্য । স্নানের অঙ্গহেতু
সন্ধ্যার পূর্বের তপর্ণ করিবে, এই কথা কোন কোন স্মার্ত বলেন ।
ধর্ম্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের মতানুসারে কোন কোন পণ্ডিত সন্ধ্যা-

তত্রাদৌ আচমনং কুর্য্যাৎ ।

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতৌহপি বা ।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাত্তরঃ শুচিঃ ।

নমোবিষ্ণুঃ নমোবিষ্ণুঃ নমোবিষ্ণুঃ ।

অথ পূর্বাভিমুখঃ প্রকৃতোত্তরীয়ঃ দেবতর্পণং কুর্য্যাৎ ।

নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং । নমো বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং । নমো রুদ্র-
স্তৃপ্যতাং । নমঃ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং । (ইত্যেনে প্রত্যেকে-
নৈকৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ ।)

ততঃ ।

নমো দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাংসরসৌহস্রাঃ ।

ক্রুরাঃ সর্পাঃ স্তূর্ণাশ্চ তরবো জিহ্বগাঃ খগাঃ ।

বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকশগামিনঃ ।

নিরাহারশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে ।

তেষামাপ্যায়ন্যৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া ।

(ইত্যেনে মন্ত্রেণৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ ।)

উপাসনার পূর্বে এই দেবতা প্রভৃতির তর্পণ একবার মাত্র করিবে, এইরূপ সম্মতি প্রকাশ করেন । ২১৭ । অনস্তর শূদ্রের তর্পণবিধি বলিতেছেন । শ্রীমান্ বিহারিলাল রামের সম্পূর্ণ লালসা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমি শূদ্রের তর্পণবিধি যথোক্তক্রমে বলিতেছি । ২১৮ । অগ্রে আচমন করিবে । “নমঃ অপবিত্র” হইতে আরম্ভ করিয়া “নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ” পর্য্যন্ত আচমন পাঠ করিবে । তদনস্তর পূর্বাভিমুখে দেবতর্পণ করিবে । “নমো ব্রহ্মা তৃপ্যতাং” হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক “প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে । তদনস্তর “নমো দেবা যক্ষা” হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক “দীয়তে সলিলং ময়া” পর্য্যন্ত মন্ত্রোচ্চারণানস্তর এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । তদনস্তর উত্তর মুখে উত্তরীয়

অথোত্তরাভিমুখঃ শাল্যবহুত্তরীয়ং কৃত্বা মনুষ্যতর্পণং কুর্যাৎ ।

নমঃ—সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

কপিলশ্চাশ্বরিশ্চৈব বোদ্ধুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।

সর্বের তে তৃপ্তিমায়াস্তু মদভেনাম্মুনা সদা ।

(ইত্যেনেন মন্ত্রেণ ক্রোড়াভিমুখেণ জলাঞ্জলিধ্বং দদ্যাৎ ।)

অথ পূর্বাভিমুখঃ প্রকৃতোত্তরীয়ং কৃত্বা ঋষিতর্পণং কুর্যাৎ ।

নমো মরীচিস্তৃপ্যতাং । নমঃ অত্রিস্তৃপ্যতাং । নমঃ অঙ্গিরা-
স্তৃপ্যতাং । নমঃ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং । নমঃ পুলহস্তৃপ্যতাং । নমঃ
ক্রতুস্তৃপ্যতাং । নমঃ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং । নমঃ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ।
নমঃ ভৃগুস্তৃপ্যতাং । নমঃ নারদস্তৃপ্যতাং । (ইতি মন্ত্রেণ
প্রত্যেকমেকৈকাঞ্জলিজলং দদ্যাৎ ।)

অথ দক্ষিণাভিমুখো বিপরীতোত্তরীয়ং কৃত্বা দিব্যপিতৃতর্পণং কুর্যাৎ ।

নমঃ অগ্নিষাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং
তৃপ্যস্ব । নমঃ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং
তৃপ্যস্ব । নমো হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গো-
দকং তৃপ্যস্ব । নমঃ উশ্বপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সলিল-
গঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব । নমঃ স্ককালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব । নমঃ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব । নমঃ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ
সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব । (ইত্যেনেন মন্ত্রেণ প্রত্যেক-
মেকৈকাঞ্জলিসতিলগঙ্গোদকং দদ্যাৎ ।)

মালার গায় করিয়া মনুষ্যতর্পণ করিবে । “নমঃ সনকশ্চ” হইতে
আরম্ভ করতঃ “মদভেনাম্মুনা সদা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, ক্রোড়াভিমুখে
দুই অঞ্জলি জল দিবে । তাহার পর পূর্ব্বমুখে প্রকৃত উত্তরীয়
করিয়া ঋষি তর্পণ করিবে । “নমো মরীচিস্তৃপ্যতাং” হইতে
আরম্ভ পূর্ব্বক “নমঃ নারদস্তৃপ্যতাং” পর্য্যন্ত পঠনানন্তর প্রত্যেককে

অথ দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা যমতর্পণং কুর্য্যাৎ ।

নমো যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তিকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ ।

ঐড়ুম্বরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।

রুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ।

(ইতি মন্ত্রং বারত্ৰয়ং পাঠিত্বা জলাঞ্জলিত্ৰয়ং দদ্যাৎ ।)

অথ বদ্ধাঞ্জলিভূত্বা দক্ষিণাভিমুখঃ পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ ।

নমঃ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্বপোহঞ্জলিং । (ইতি
মন্ত্রেণ আবাহনং কৃত্বা ।)

বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদাসঃ তৃপ্যস্বৈতৎ সতিল-
গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ ॥ (এবং পিতামহ-প্রপিতামহ-মাতামহ-
প্রমাতামহ-বৃদ্ধ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রত্যেকমঞ্জলিত্ৰয়ং দদ্যাৎ ।)

বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দাসী তৃপ্যস্বৈতৎ

এক এক অঞ্জলি জল অর্পণ করিবে। তদনন্তর দক্ষিণাভি-
মুখী হইয়া, উত্তরীয় বিপরীতক্রমে ধারণপূর্বক দিব্য পিতৃ তর্পণ
করিবে। “নমঃ অগ্নিস্বাতাঃ” হইতে আরম্ভ পূর্বক “নমঃ আজপ্যা
পিতরস্তৃপ্যস্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তৃপ্যস্ব” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ
করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল প্রদান করিবে।
তদনন্তর ঐ মুখে যমতর্পণ করিবে। “নমো যমায়” হইতে “চিত্র-
গুপ্তায় বৈ নমঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তিন অঞ্জলি জল দিবে।
মন্ত্রও তিনবার পাঠ করিবে। তাহার পর ঐ মুখে পিতৃ তর্পণ
করিবে। ষোড়শকর হইয়া “নমঃ আগচ্ছন্ত মে পিতর” ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ পূর্বক আবাহন করিয়া “বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্রঃ পিতা
অমুক দাসঃ তৃপ্যস্বৈতৎ সতিল গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ” এইরূপ
নিয়মে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পিতামহ প্রপিতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ
প্রমাতামহ প্রত্যেককে তিনতিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

সতিলগঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ । (এবং পিতামহী-প্রপিতামহী-
ভ্যোহপি প্রত্যেকমঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ । মাতামহীপ্রমাতামহী-
বৃদ্ধপ্রমাতামহীভ্যঃ প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ । ততঃ পিতৃব্য-
বিমাতৃ-জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবর্গাদি-গুরুপত্নী-মাতুল-মাতুলানী-শ্বশুর-শ্বশুর-
মিত্রাদিভ্যঃ প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ ।)

অথ রামতর্পণং কুর্যাৎ ।

নমঃ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বৈ মাতৃমাতামহাদয়ঃ ।

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং ।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ॥

(ইত্যেনে মন্ত্রেণ জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ)

অথ লক্ষ্মণতর্পণং কুর্যাৎ ।

নমঃ আব্রহ্মসুতপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু ॥

(মন্ত্রেণানেন জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ)

“বিষ্ণুর্নমঃ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দাসী তৃপ্যস্বৈতৎ সতিল
গঙ্গোদকং তুভ্যং নমঃ” এইরূপে পিতামহী ও প্রপিতামহীকে তিন
তিন অঞ্জলি সতিল জল প্রদান করিবে । এবং মাতামহী প্রমাতামহী
বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে এক এক অঞ্জলি তিলমিশ্র জল দান করিবে ।
তদনন্তর পিতৃব্য বিমাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতিকে ও গুরুপত্নী-মাতুল
মাতুলানী-শ্বশুরি শ্বশুর বন্ধু ইত্যাদিকে এক এক অঞ্জলি সতিল
জল দ্বারা তর্পণ করিবে । তাহার পর রামতর্পণ করিবে । “নমঃ
আব্রহ্মভুবনাল্লোকা হইতে “তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক
তিন অঞ্জলি জল দান করিবে । তাহার পর লক্ষ্মণ তর্পণ । নমঃ
আব্রহ্মসুতপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে অঞ্জলিত্রয়
জল দিবে । তদনন্তর ভীষ্মতর্পণ করিবে । “নমঃ বৈরাট্রপদ্য-
গোত্রায়” হইতে “ভীষ্মবর্মান্বে” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে এক অঞ্জলি

অথ ভীষ্মতর্পণং কুর্যাৎ ।

নমঃ বৈয়াত্ৰপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষ্মণে ॥

(ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণৈকাজ্জলিজলং দদ্যাৎ)

ততশ্চ প্রণমেৎ ।

নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

আভিরুদ্রিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥

ততঃ ।

নমো যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহনৃজন্মানি বান্ধবাঃ ।

তে তৃপ্তিমথিলাং যাস্তু যে চান্মভোয়কাজ্জিগণঃ ॥

নমঃ—অগ্নিদন্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদন্ধাঃ কুলে মম ।

ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যাস্তু পরাং গতিং ॥

(ইমং মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা ভূমৌ একৈকাজ্জলিজলং দদ্যাৎ)

ততো জলাহুখায় দ্বিরাচম্য বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকেন তর্পয়েৎ ।

নমো যে চান্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ ।

তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥

(ইত্যেনেন মন্ত্ৰেণ বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকমেকবারং ভূমৌ ক্ষিপেৎ)

অথ পিতৃস্তুতিঃ ।

নমঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

জল দান করিবে । তাহার পর ভীষ্মের প্রণাম । “নমঃ ভীষ্মঃ শান্তনবো” হইতে “ক্রিয়াং” পর্য্যন্ত প্রণাম মন্ত্র । “নমো যেহবান্ধবা” হইতে “তোয়কাজ্জিগণঃ” পর্য্যন্ত এবং “নমো অগ্নিদন্ধাশ্চ” হইতে “পরাং গতিং” পর্য্যন্ত মন্ত্র দুইটি পাঠ পূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দিবে । তদনন্তর জল হইতে উত্থান পূর্ব্বক দুইবার আচমন করিয়া বস্ত্র নিষ্কারণ জলদ্বারা তর্পণ করিবে । “নমো যে চান্মাকং কুলে জাতা”

অথ পিতৃ প্রণামঃ ।

পিতৃন্ নমস্তে পরমাত্মভূতা যে বৈ বিমানে নিবসন্তি মূর্ত্তাঃ ।
যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভির্যোগীশ্বরঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতুন্ ॥
এতৎকৰ্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু ইতি শূদ্রস্ত তর্পণং ॥ ২১৯ ॥

অথ তত্রৈকান্তভক্ত্যভিপ্রায়ঃ ।

তস্মাদ্ভিমুক্তবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং ।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সৰ্বদেহিনাং ।
যাহি সৰ্বাত্মভাবেন ময়াস্মাহকুতোভয়ঃ ॥ ২২০ ॥
সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ ২২১ ॥

হইতে “বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকং” পর্য্যন্ত মন্ত্র পঠনানন্তর বস্ত্র নিঙ্করণ
জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পিতৃস্তব। “নমঃ
পিতা স্বর্গঃ” হইতে “প্রীয়ন্তে সৰ্বদেবতাঃ” পর্য্যন্ত পিতৃস্তব জানিবে।
তদনন্তর পিতৃ প্রণাম। “পিতৃন্ নমস্তে” ইত্যাদি হইতে “বিমুক্তি
হেতুন্” পর্য্যন্ত প্রণাম মন্ত্র। যাহারা পরমাত্মভূত হইয়া বিমানে
মূর্ত্তিমানরূপে অবস্থান করিতেছেন, অমলমনা যোগীশ্বরগণ যাহাঁ-
দিগকে যজনা করিতেছেন, যাহার সৰ্বক্লেশ মোচনের কারণস্বরূপ,
সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি; এই কৰ্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ
করিলাম। এই শূদ্রের তর্পণ শেষ হইল। ২১৯। (তর্পণের আবশ্যকীয়
মন্ত্রার্থ পূর্বে করা হইয়াছে) অনন্তর সেই স্থলে একান্ত ভক্তের
অভিপ্রায় বলিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্ত উদ্ধবকে কহিলেন,
হে প্রিয় উদ্ধব! “চোদনালক্ষণোহর্থো ধৰ্ম্ম ইতি” বেদোক্ত ও
স্মৃত্যুক্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম (বিধি নিষেধ) এবং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রুত-শ্রবণ-
যোগ্য বিষয় সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক সৰ্বপ্রযত্নে সৰ্বদেহির আত্মা
যে আমি, সেই আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই মৎ-কর্তৃক

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধৰ্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সৰ্বান্ মাংভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২২২॥

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং

ন কিঙ্করো নায়মুণী চ রাজন্ ।

সৰ্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং

গতো মুকুন্দং পরিহত্য কৰ্ত্তম্ ॥ ২২৩ ॥

সর্বদা নির্ভয় হইরে। ২২০। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা প্রদান জন্য স্বভক্ত অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে সখে ! তুমি গাহস্থ্যাদি চতুর্বিধ আশ্রমধর্ম, বর্ণধর্ম, বিভিন্নভাব, ইন্দ্রিয়াদির কার্য-স্বরূপ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে পাপভয় হইতে মুক্ত করিব, তুমি সে জন্য কিছুমাত্র শোক করিও না। দেখ, আমার শরণাগত ব্যক্তির কুত্রাপি ভয় নাই। ২২১। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন, “হে সখে ! এই প্রকার যে ব্যক্তি, মৎ কর্তৃক বেদবোধিত নিজ আশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, গুণ-দোষের উপাদেয়তা ও হেয়তা বিচার পূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাকে সাধু সকলের মধ্যে সাধুতম বলিয়া জানিবে। (গুণদোষের বিচার এই—নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় রূপ দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং যদিও তাহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনঃপ্রবেশ হইতে বহু বিলম্ব হইয়া পড়ে ; এমন কি, কর্মে আসক্তি জন্মিলে হয় ত কর্ম করিতে করিতেই জীবন শেষ হইয়া যায় ; অতএব ইহা সামান্য দোষ নহে। আর আশ্রম-বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম-কাণ্ড বর্জন পূর্বক কেবল শ্রীহরিভজন দ্বারা শীঘ্রই হৃদয়ে হরি তত্ত্বের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ গুণ। বিশেষতঃ, এতন্নিবন্ধন নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠানজনিত পাপও বিনষ্ট হয়। ২২২। করভাজন কহিলেন, হে মহারাজ ! যে মানব আশ্রম-বিহিত সমুদয় ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক, কায়মনোবাক্যে শরণাগত বৎসল শ্রীমুকুন্দের

যথাবিধিনিষেধো তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ ।

তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্বকং ॥ ২২৪ ॥

ইত্যাদীনীশ্বরোক্তানি মুন্যুক্তানি চ ভক্তিতঃ ।

নিধায় হৃদয়ে কশ্চিদেকান্তমানসো দ্বিজঃ ।

স্নানাদেশচরণপ্রাপ্তে নহেদং যাচতে সদা ॥ ২২৫ ॥

স্নানং স্নানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যা ভব

দেদঃ খেদমবাপশাস্ত্রপটলী সংপূর্তিতান্তঃ স্ফুটা ।

ধর্মো মর্মহতো হৃদম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃক্ষয়ং প্রাপ্তবান্

চিভৎ চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণান্তোজং মমাহনিশং ॥ ২২৬ ॥

শরণ গ্রহণ করেন, সেই ব্যক্তির আর দেবতা-ঋষি-ভূত-পিতৃগণ এবং মানব নিচয়ের প্রীতির উদ্দেশে কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয় না। কারণ সেই ব্যক্তি এই সকল ঋণ হইতে মোচনলাভ করেন। ২২৩। যে রূপ স্মৃত্যুক্ত বিধি-নিষেধ মুক্ত-পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের যথাবিহিত ভজনাকারীকে বিধিনিষেধ স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। ২২৪। ইত্যাদি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এবং মুনির বাক্যসকল ভক্তিপূর্বক হৃদয়ে ধারণ করতঃ কোন একান্তমানস দ্বিজ স্নান প্রভৃতির চরণপ্রাপ্তে নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন। ২২৫। নিষ্ঠাভক্তিপ্রযুক্ত নিত্য প্রভৃতি কৰ্ম্মত্যাগ আপনিই ঘটয়া থাকে, ইহা কোন ভক্তদ্বিজের বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন। কোন একান্তভক্ত দ্বিজ ভক্তির উচ্ছ্বাসে স্নানাদির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, আমার স্নান স্নান হউক, আমার ক্রিয়া অক্রিয়া হউক, আমার উভয় সন্ধ্যা বন্ধ্যা হউক, আমার বেদজ্ঞান সবেদ সহিত মলিনতালাভ করুক, শাস্ত্রনিচয় অন্তঃ-করণে স্ফূর্তি হউক, ধর্ম্য মর্ম্যাহত হউক, অধর্ম্য সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, ফলিতার্থ হে স্নানাদি ! তোমরা সকলে স্নানান্তরে গমন কর, মদীয় মনোভূজ শ্রীযাদবেন্দ্রচরণসরোজে নিরন্তর নিশ্চলভাবে প্রবেশ

সম্ভাবনন ভদ্রমস্ত ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো

ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাং ।

যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তমস্য কংসদ্বিষঃ

স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্ত্রে কিমন্তেন মে ॥২২৭॥

দেবকীতনয়সেবকীভবন্ যো ভবানি স ভবানি কিস্ততঃ ।

উৎপথে ক্চন সৎপথেহপি বা মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতং ॥২২৮॥

মুক্তং মাং নিগদন্ত নীতিনিপুণা ভ্রান্তং মুহূর্বৈদিকা

মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধিয়ং মুক্তাদরা সোদরাঃ ।

করুক । ২২৬ । হে সম্ভাবনন ! তোমার মঙ্গল হউক, হে স্নান ! তোমাকে নমস্কার, হে দেবগণ ! হে পিতৃগণ ! এই জলতর্পণ বিধিতে আমি অক্ষম, সুতরাং আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন । এখন আমি শ্রীসুন্দাবনাদি যে কোন ধামে বা অথ কোন স্থানে উপবেশন পূর্বক যদুকুলের শিরোরত্ন কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে বার বার স্মরণ করতঃ অঘনিচয় দূরীভূত করিব ; সুতরাং হে স্নানাদি ! তোমাদিগকে আমার আর প্রয়োজন কি ? তোমরা আমায় কৃপা করিয়া স্থানান্তরে যাও ? আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, এক কৃষ্ণ স্মরণাদি দ্বারা সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে । ২২৭ । পূর্বে আমি শ্রীদেবকীতনয়ের সেবক ছিলাম না ; সম্প্রতি তাঁহার সেবক হইয়াছি, এখন আমি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে হই সে হই না কেন, তাহাতে কি হইবে ? ষাঁহার কৃষ্ণের সেবক, তাঁহার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন পুরুষার্থই চাহেন না । এমন কি, সজ্জাতীত্যাদিও তাঁহাদের প্রার্থনীয় নহে । এখন আমার মন পূর্বকর্ম অনুসারে দৈব-প্রেরিত হইয়া বিপথেই গমন করুক বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে ? ২২৮ । শাস্ত্রাভিজ্ঞজনগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, কর্মজ্ঞাননিষ্ঠ বৈদিক সকল আমাকে বারম্বার ভ্রান্ত বলেন বলুন, বান্ধব সকল আমাকে নিকৃষ্ট বলেন বলুন, সহোদরগণ কর্মাদি পরিত্যাগ দেখিয়া, আমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া, আমাকে

উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ কামং মহাদান্তিকং
মোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি মনো গোবিন্দপাদম্পৃহাং ॥২২৯॥

অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাং ।

গুরুন জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পৈধঃকুশান্তোদারকেতরান্ ॥ ২৩০ ॥

ইতি প্রথমযামার্ককৃত্যং ॥ * ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দির সংস্কারঃ ।

মন্দিরং মার্জয়েদ্বিষ্ণোবিধায়াচমনাদিকং ।

কৃষ্ণং পশুন্ কীর্তয়ংশ্চ দাস্তেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥ ২৩১ ॥

শুদ্ধং গোময়মাদায় ততোমুৎস্নাং জলং তথা ।

ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যাক্ষেচ্চ তদঙ্গনং ॥ ২৩২ ॥

জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনবানেরা আমাকে ধন প্রার্থনায় বিরত দেখিয়া উন্মত্ত বলেন বলুন এবং বস্ত্রস্বরূপনিশ্চয়নিপুণ বিবেক চতুর ব্যক্তিগণ আমাকে যথেষ্ট দান্তিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন ক্ষণকালের জন্তও শ্রীগোবিন্দ পাদম্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব হে স্নানাদি! আমি আর কিরূপে তোমাদের ভজনা করিব? তোমরা আমায় ক্ষমা কর। ২২৯। অনন্তর অর্থাৎ স্নান প্রভৃতির পর, প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে এবং ঘাঁহার পূজার নিমিত্ত পুষ্প, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, কুশ তথা জল আনয়ন করিতেছেন, সেই সকল ব্যতীত অপর গুরুজনকে ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে প্রণামপূর্বক স্বগৃহে আগমন করিবে। স্মৃত্যন্তরে বলিয়াছেন, “তথা স্নানং প্রকুর্বন্তুঃ সমিৎপুষ্পহরং তথা। উদপাত্র ধরন্ধৈব ভুঞ্জন্তুঃ নাভিবাদয়েৎ।” অর্থাৎ স্নানকারীকে, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণকারীকে, পুষ্পোত্তলনাদিকারীকে, জলপাত্রধারীকে ও ভোজনকারীকে প্রণাম করিবে না। ২৩০। ইতি প্রথম যামার্ক কৃত্যং ॥ ১ ॥ অনন্তর শ্রীভগবন্মন্দির সংস্কার। আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জজন করিবে, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তদীয় নাম কীর্তন করিতে করিতে দাস্তভাবে আত্মসমর্পণ করিবে। ২৩১।

মৃদা ধাতুবিকারৈর্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা ।

উপলেপনকৃদযন্তু নরো বৈমানিকে ভবেৎ ॥ ২৩৩ ॥

অশ্মাদিনির্মিতং রম্যং ভগবন্মন্দিরং শুভং ।

জলেন মার্জয়েদ্ভক্ত্যা পারম্পর্যানুসারতঃ ॥ ২৩৪ ॥

অথ পীঠবস্ত্রাদিসংস্কারঃ ।

তত্র তাত্রাদিপাত্রং যৎ প্রভোবস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ ।

পীঠাদিকঞ্চ তৎসর্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥ ২৩৫ ॥

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণশ্চ বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ ।

উষ্ণান্মুনা চ প্রক্ষাল্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩৬ ॥

অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং ।

উড়ুম্বরাণামগ্নেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ ।

ভস্মান্মুভিশ্চ কাংস্থানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবশ্চ চ ।

মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খোপলশ্চ চ ।

সিদ্ধার্থকানাং কঙ্কেন তিলকঙ্কেন বা পুনঃ ॥ ২৩৭ ॥

তাহার পর শুদ্ধ গোময়, শুদ্ধ মৃত্তিকা ও জল লইয়া ভক্তিসহ বিষ্ণু মন্দিরের চারিদিকে লেপন এবং প্রাঙ্গণ অভ্যুক্ষণ করিবে অর্থাৎ ছড়া দিবে। ২৩২। যে ব্যক্তি ধাতুবিকার, মৃত্তিকা, নানাবিধ বর্ণক এবং গোময় দ্বারা কৃষ্ণমন্দির লেপন করেন, তিনি বিমানচারী দেবতা হন। ২৩৩। প্রস্তরাদিনির্মিত রম্য মঙ্গলময় ভগবন্মন্দির পরম্পরানুসারে ভক্তিপূর্বক কেবল জলদ্বারা মার্জ্জন করিবে। ২৩৪। অনন্তর পীঠ পাত্র এবং বস্ত্রাদির সংস্কার। তাহার মধ্যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের তাত্রাদি বিনির্মিত পাত্র ও বসন প্রভৃতি এবং পীঠাদি যথোক্ত বিধানানুসারে মার্জ্জনা করিবে। ২৩৫। শ্রীকৃষ্ণের পাদ পীঠ (খড়মাদি) বিল্বপত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিবে। উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ২৩৬। তদনন্তর ধাতুপাত্রাদির শোধন। অগ্নি দ্বারা তাত্রপাত্র, ভস্ম দ্বারা

সুবর্ণরূপ্যশঙ্খাশ্মশুভ্রিত্রয়ানি চ ।

কাংস্ত্রায়স্তাত্রৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ ।

নির্লেপানি তু শুদ্ধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু ।

শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধাক্ষারান্নবারিভিঃ ॥ ২৩৮ ॥

অম্লোদকেন তাত্রায় সীসস্ত্র ত্রপুণস্তথা ।

ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংসস্ত্র লৌহস্ত্র চ বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ২৩৯ ॥

তাত্রমল্লেন শুদ্র্যেত নচেদামিষলেপনং ।

আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দাহেণ শুদ্র্যতি ॥ ২৪০ ॥

সূতিকাসববিধং ত্ররজঃস্বলহতানি চ ।

প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ২৪১ ॥

রঙ্গ ও সীসপাত্র আর ভস্মযুক্ত জলদ্বারা কাংস্যপাত্র নিচয়ের শোধন হইয়া থাকে । আর দ্রবদ্রব্যের প্লাবন অথাৎ উর্দ্ধে বিস্তার করায় শোধন হয় । মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, খড়্গ এবং প্রস্তরের পাত্র শ্বেতসর্ষপের কন্ধ (খৈল) কিম্বা তিলকন্ধ দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হয় । ২৩৭ । সুবর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুভ্রি, স্ফটিক প্রভৃতি রত্ন, কাঁসা, লোহা, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকের পাত্র সমস্ত যদি অন্ন প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে কেবল জলদ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে ; আর যদি ঐ সমস্ত পাত্রে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হয়, তাহা হইলে বারত্রেয় ভস্ম, অন্ন ও জলদ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে । ২৩৮ । অন্নরস দ্বারা তাম্র, সীস, রঙ্গ, আর ভস্ম দ্বারা কাংস্ত্র ও লৌহের শুদ্ধিবিধান বিধেয় । ২৩৯ । যত্বপি আমিষ দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাম্রপাত্র অন্নদ্বারা শুদ্ধ হইবে, যাহা আমিষ লিপ্ত, তাহাকে পুনর্ব্বার দধি করিলে শুদ্ধ হইবে । ২৪০ । প্রসূতাস্ত্রী, মত্ত, শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও রজস্বলা কর্তৃক দূষিত পাত্র সমুদায় ; যে পাত্র যতক্ষণ উত্তাপ সহ করিতে পারিবে, তাহা ততক্ষণ অগ্নিতে ফেলিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই শুদ্ধ হইবে । ২৪১ ।

সংহতানান্ত পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে ।

তস্যৈব শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ২৪২ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং ।

তান্তবং মলিনং পূর্বমন্দিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ ।

অংশুভিঃ শোধয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ।

উর্ণপট্টাংশুকক্ষৌমছুকুলাবিকচশ্মণাং ।

অল্লাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণাপ্রোক্ষণাদিভিঃ ।

তান্যেবামেধ্যালিপ্তানি নেনিজ্যাদৌরসর্ষপৈঃ ।

ধান্যকন্ধৈঃ পর্ণকন্ধৈ রসৈশ্চ ফলবন্ধলৈঃ ।

তুলিকাছ্যপধানানি পুষ্পরত্নান্বরাণি চ ।

শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জয়েন্মুহঃ ।

পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীতে্যবমুদাহরেৎ ॥ ২৪৩ ॥

পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থিত বহুপাত্রের মধ্যে যদি একটি পাত্র দূষিত হয়, তবে ঐ এক দূষিত পাত্রের সংশোধন সকলদ্রব্যের শুদ্ধকারক হইয়া থাকে । ২৪২ । অশুচিঃ সংস্পৃশেদযন্ত এক এব স দূষতি । তং স্পৃষ্ট্বাত্মো ন দুশ্যেত্তু সর্বদ্রব্যোপায়ং বিধিঃ । অর্থাৎ যে অশুচি স্পর্শ করে, সেই দূষিত হইয়া থাকে, তাহার স্পর্শে অন্যে দূষিত হইতে পারে না, সর্বপ্রকার দ্রব্যাদির এইরূপ বিধি । অনন্তর বস্ত্র প্রভৃতির শোধন । কার্পাস সূত্রনির্মিত বস্ত্র প্রভৃতি যাহা পূর্বের মল দ্বারা দূষিত হইয়াছে, তাহাকে ক্ষার ও জলদ্বারা শুদ্ধ করিবে ; পরে সূর্য্যকিরণ অথবা বায়ুদ্বারা শুদ্ধ করিয়া উত্তোলন করিবে । লোমজ বস্ত্র, পটুবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেঘলোমজাতবস্ত্র, চর্ম্ম, এই সকলের অল্প অশুদ্ধি হইলে শুদ্ধকরণ ও জল প্রোক্ষণাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে । আর ঐ সকল দ্রব্য যদি অপবিত্র বস্ত্রতে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধাতোর কন্ধ, পত্রের কন্ধ, ফলের বন্ধলজাত রসদ্বারা শুদ্ধ করিবে । তুলিকা অর্থাৎ তুলানির্মিত শয্যা (তোষক), উপাধান

অদ্বিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাং ।

প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্বিরেব বিধীয়তে ।

চেলবচস্মণাং শুদ্ধিবৈদলানাং তথৈব চ ।

শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ।

প্রোক্ষণাতৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুদ্ধ্যতি ।

মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বৈশ্ম পুনঃ পাকেন মুগ্ধয়ং ॥ ২৪৪ ॥

আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ ।

মারুতাক্ষেণ শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥ ২৪৫ ॥

অথ ধাত্বাদীনাং ।

ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্বিঃ শাকমূলফলানি চ ।

তন্মাত্রস্তাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ২৪৬ ॥

(বালিশ) পুষ্পরসরঞ্জিত ও সুবর্ণরত্ন প্রভৃতি খচিত বস্ত্র সকলকে রৌদ্রে অল্পকাল শুষ্ককরতঃ হস্তদ্বারা বারংবার ঘর্ষণ করিবে । পশ্চাৎ উহার উপরে জলপ্রোক্ষণ পূর্বক “শুচি” এই কথা বলিবে । ২৪৩ । ধান্য ও বস্ত্র বহু পরিমাণে হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা পবিত্র হইবে । অল্প পরিমাণে হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালনের বিধান করিতে হইবে । বস্ত্রের যেরূপ, চর্ম্ম এবং বিদারিত বংশ বা বেত্রজাতবস্ত্র (চেয়্য-রাদির) শুদ্ধি সেই প্রকার । শাক, মূল ও ফলের শুদ্ধি ধাত্বের সদৃশ । তৃণকাষ্ঠ এবং পলাল (শস্ত্রবিহীন খড়) প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয় । মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহ এবং পুনর্দাহন দ্বারা মুগ্ধ-পাত্র শুদ্ধ হইয়া থাকে । ২৪৪ । আসন, শয্যা, যান, নৌকা, পথ, তৃণ ও পক্কেষ্টকনির্ম্মিত গৃহ প্রভৃতি সূর্য্যরশ্মি এবং বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হয় । ২৪৫ । অনস্তুর ধাত্বাদি শোধন । ধান্য, শাক, মূল, ফল সমুদায় জলপ্রোক্ষণ দ্বারা কিম্বা যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে পরিত্যাগ অথবা তুষহীনকরণ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে । ২৪৬ ।

অপণং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্ত চ ।

ভাণ্ডানি প্লাবয়েদন্ধিঃ শাকমূলফলানি চ ।

দ্রবদ্রব্যানি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চান্তসা ॥ ২৪৭ ॥

আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবং ।

ঘৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথৈক্ষ্বরসো গুড়ঃ ।

শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দূষ্যতি ॥ ২৪৮ ॥

অন্যেপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যানাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ ।

অপেক্ষ্য বৈষ্ণবৈজ্ঞেয়াস্তত্ত্বিস্তারগৈরলং ॥ ২৪৯ ॥

তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে ।

নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টিন দূষ্যতি ॥ ২৫০ ॥

অথ পূজার্থ তুলসীপুষ্পাদ্যাহরণং ।

প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞাস্ত বৈষ্ণবঃ ।

সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতং ॥ ২৫১ ॥

প্লাবন দ্বারা ঘৃত, তৈল ও দুগ্ধ শুদ্ধি হয়, জলদ্বারা ভাণ্ড সকল প্লাবিত করিবে, আর শাক-মূল-ফল, এ সমুদয় জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়। দ্রবদ্রব্য বেশী পরিমাণ হইলে জলদ্বারা প্লাবিত করিবে অর্থাৎ পাত্রসহ দ্রবদ্রব্য জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লইবে। ঘৃতাদির প্লাবনসম্ভব নয়, এ কারণ ঘৃতাদির পাত্র জলে ডুবাইলে, তাহাকেই প্লাবন বলা যায়; কারণ সজাতীয় দ্রব্যের প্লাবন দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। ২৪৭। আর আধার দোষে দূষিত হইলে দ্রবদ্রব্যকে পাত্র হইতে পাত্রান্তর করিবে। ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, তক্র (ঘোল) ও মধু, এই সকল দ্রব্য শূদ্রের পাত্রে থাকিলে দূষিত হয় না। ২৪৮। দ্রবদ্রব্যনিচয়ের অপরাপর শোধনবিধি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে সংগ্রহপূর্বক বৈষ্ণব সকল জ্ঞাত হইবেন, সে সকল এ স্থলে বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। ২৪৯। তীর্থে, বিবাহে, দেবযাত্রায়, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে, নগর ও গ্রামদাহে, অস্পৃষ্ট স্পর্শে

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ দ্বিজাঃ ।

দেবতাস্তম্ গৃহ্ণন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥ ২৫২ ॥

তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ং । তত উক্তং ।

অস্নাত্বা তুলসীং চিত্বা দেবার্থে পিতৃকৰ্ম্মণি ।

তৎ সৰ্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ২৫৩ ॥

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ ।

সোহপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সৰ্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ২৫৪ ॥

অথ তুলস্তবচয়মন্ত্রঃ ।

তুলস্তমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।

কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ।

ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং ।

তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ।

মৌক্ষিকহেতো ধরণীপ্রশস্তে বিষোঃ সমস্তস্ত গুরোঃ প্রিয়েতি ।

আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং লুণামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥ ২৫৫ ॥

কোন দোষ হয় না । ২৫০ । অনন্তর পূজার জন্য তুলসী পুষ্পাদি আহরণ । তাহার পর বৈষ্ণব ব্যক্তি মহাবিশুকে প্রণামান্তর অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্বক শ্রীতুলসী ও যথোচিত পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিবেন । যদি কোন দ্বিজ স্নান করিয়া পুষ্প আহরণ করেন, তাহা হইলে সেই পুষ্প দেবতাগণ গ্রহণ করেন না । উহা কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া থাকে । ২৫২ । মধ্যাহ্নস্নানের পর জানিতে হইবে । অতএব উক্ত হইয়াছে । দেবতার জন্ত ও পিতৃকৰ্ম্মে স্নান না করিয়া শ্রীতুলসী চয়ন করিলে, সে সকল নিষ্ফল হয়, কিন্তু পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হয় । ২৫৩ । যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তুলসী ছেদন পূর্বক পূজা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় অপরাধী হয় ও তৎকৃত কৰ্ম্ম সমুদায় নিষ্ফল হইয়া থাকে । ২৫৪ । অনন্তর তুলসীচয়ন মন্ত্র বলিতেছেন । হে শোভনে ! হে তুলসি ! অমৃত হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং

ইত্যুক্ত। তুলসীং নহা চিত্তা দক্ষিণপাণিনা ।

পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যস্ত্রেং সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥ ২৫৬ ॥

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোহপি তুলস্চবচয়ঃ স্মৃতো ।

পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে ॥ ২৫৭ ॥

অথ তুলস্চবচয়নিষেধকালঃ ।

ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ কচিৎ ॥ ২৫৮ ॥

ভানুবরং বিনা দুর্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা ।

জীবিতস্তাবিনাশায় ন বিচিনীত ধর্মবিৎ ॥ ২৫৯ ॥

দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে ।

লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥ ২৬০ ॥

তুমি সর্বকালেই কেশবের প্রিয়া ; সেই জন্ম আমি কেশবের
পূজার কারণ তোমাকে চয়ন করিতেছি, এখন তুমি বরপ্রদা হও ।
হে পবিত্রাজি ! হে কলিপাপবিনাশিনি ! হৃদীয় অঙ্গসম্মত পত্র
দ্বারা আমি যে প্রকারে শ্রীহরির অর্চনা করিতে পারি, তুমি সেইরূপ
কর । হে তুলসি ! তুমি মোক্ষের একমাত্র হেতুস্বরূপা, ধরণীতে
তোমার সমান শ্রেষ্ঠ নাই, তুমি সর্বলোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর
প্রিয়া, এ কারণ তাহাঁর আরাধনার জন্ম আমি তোমার শ্রেষ্ঠমঞ্জরী
ও পত্র ছেদন করিতেছি, তজ্জন্ম যে অপরাধ, তাহা তুমি ক্ষমা
কর । ২৫৫ । এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক শ্রীতুলসীকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ
হস্তে একএকটী পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করতঃ উত্তমপাত্রে রাখিবে ।
মঞ্জরী দ্বিদল হওয়া আবশ্যক । ২৫৬ । স্মৃতিতে বলিয়াছেন যে,
সংক্রান্ত্যাদিতে অর্থাৎ অমাবস্থা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং রবিবারে
তুলসী চয়ন করিতে নাই, এইমত নিষেধসত্ত্বেও বিষ্ণুভক্ত সকল কেবল
দ্বাদশীতেই তুলসীচয়ন ইচ্ছা করেন না । ২৫৭ । অথ তুলসীচয়ন
নিষেধকাল । হে ব্রাহ্মণগণ ! বৈষ্ণব ব্যক্তি দ্বাদশীতে কখন তুলসী
ছেদন করিবেন না । ২৫৮ । ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুক্ষয় বাসনা
না করেন, তাহা হইলে রবিবারে দুর্বা ও দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধান্তথা ।

ইন্দুক্লেষে ন দূষ্যত গবার্থে তু তৃণস্ত চ ॥ ২৬১ ॥

নিত্যমর্চয়তে যো বৈ তুলস্তা কৃষ্ণমীশ্বরং ।

মহাপাপানি নশ্চন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং ॥ ২৬২ ॥

তুলসী ন যেমাং হরিপূজনার্থং সংপ্রাপ্যতে মাধব পুণ্যবাসরে ।

ধিগৃযোবনং জীবনমর্থসন্ততিং তেষাং সুখং নেহ চ দৃশ্যতে পরে ॥

তুলসীদলচূর্ণসংগ্রহশ্চ ন নিষ্পুলঃ ।

বর্জ্যং পয়ূর্যষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পয়ূর্যষিতং জলং ।

ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলং ॥ ২৬৪ ॥

অথ পুষ্পং ।

তত্র হেমপুষ্পং হরেরতিপ্রিয়ং ন চাস্য কদাচিন্মিথ্যাল্যতা ।

“ন নিম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা” । বৃক্ষাদিজাত্যপি

করিবেন না, করিলে আয়ুষ্কর্য হইয়া থাকে । ২৫৯ । যে মানব দ্বাদশীতে তুলসীপত্র এবং কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র (আমলকী) ছেদন করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় নরকে গমন করিবে । ২৬০ । অমাবস্যাতে দেবতার নিমিত্ত তুলসীছেদন, হোমার্থে কাষ্ঠছেদন ও গরুর জন্ত তৃণছেদন দোষাবহ নহে । ২৬১ । যে মানব তুলসী দ্বারা নিত্য ঈশ্বর কৃষ্ণকে পূজা করেন, তাহাতে তাঁহার যখন মহাপাতক নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, তখন আর উপপাতক সকলের কথা কি ? বৈশাখ মাস অথবা পুণ্যাদিন অক্ষয় তৃতীয়া কিংবা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা শ্রীহরিপূজার জন্য তুলসীসংগ্রহ না করে, তাহাদিগের যৌবন, জীবন ও অর্থসঞ্চয়াদিতে ধিক্ । তাহারা ইহকালে বা পরকালে কোন সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না । ২৬৩ । তুলসীচূর্ণ সংগ্রহ করা নিষ্পুল নহে, এই কথা বলিতেছেন, পয়ূর্যষিত পুষ্প ও পয়ূর্যষিত জল পরিত্যাগ করিবে, বিষ্ণু তুলসীপত্র ও জাহ্নবীজল পয়ূর্যষিত (বাসী) হইলে পরিত্যাগ করিবে না । ২৬৪ । অথ পুষ্পাহরণ । পুষ্পের মধ্যে

সদ্বর্ণসুগন্ধবন্তি তত্তৎকালোদ্ভবানিষিদ্ধানি গ্রাহানি । নিষিদ্ধানি
তু কীট-কেশশ্বাসোর্ণোপহতাপবিদ্ধশীর্ণপর্যুষিতাপক্রান্তাত-
ভগ্নপত্র-পতিতাগন্ধোগ্রগন্ধামগন্ধ-মুকুলাতিফুল্লগ্লান-চৈত্যচতুষ্পথ
শিবস্থানজযাম্যাহন্যাহতানি রক্তাদীনি বর্জয়েৎ ॥ ২৬৫ ॥

অথ বিশেষবিহিতানি ।

মল্লিকা-যুথিকাদ্বয়-কেতকী-চম্পক-কুরুবক-কুন্দ-পুন্নাগ-
বকুল-পাটলাশোক-নীলশ্বেত-রক্তপদ্ম-কুমুদ-জবা-বন্ধুক-করবীর-
দ্বয়-কুম্ভকুম্-কেশর-কিংশুক-মুনিদ্বয়-কুসুম্ভ-জাতী-নন্দ্যাবর্ত-কুদ্ধ
কাটরুধকাতসী-শমীপুষ্প-কর্ণিকার-কোবিদারনাগকেশরত্রিসন্ধ্যা
কদম্ব-শতপত্র-বাণ-চূত-বিম্বপুষ্পাতিমুক্তকাদীনি প্রশস্তানি ।

হেমপুষ্প হরির অত্যন্ত প্রিয় । হেমপুষ্প কখন নিম্নালাত প্রাপ্ত
হয় না । অতএব হেমপুষ্প হরিকে সর্বদা প্রদান করিবে । বৃক্ষাদি
জনিত, সদ্বর্ণ, সুগন্ধশালী ও সেই সেই কালোদ্ভব অনিষিদ্ধপুষ্প
কৃষ্ণপূজার্থ গ্রহণ করিবে । কিন্তু কীট, কেশ, শ্বাস ও উর্ণা (মাকড়শা)
কর্তৃক উপহত, অপবিদ্ধ, শীর্ণ, পর্যুষিত, উল্লঙ্ঘিত, আত্মাত,
ভগ্নপত্র, পতিত, অগন্ধ, উগ্রগন্ধ, আমগন্ধ, মুকুল, অতিফুল্ল, গ্লান,
চৈত্য অর্থাৎ গ্রাম্যজনপূজ্যবেদিকাবদ্ধ বৃক্ষজাত, চতুষ্পথস্বরূপজাত,
শিবস্থানস্বরূপজাত, বাম্য অর্থাৎ শ্মশানস্বরূপজাত, অগ্রকর্তৃক আহত
এবং রক্তবর্ণ প্রভৃতি পুষ্প কৃষ্ণপূজায় বর্জ্যন করিবে । ২৬৫ । অথ
বিশেষ বিহিত পুষ্পসকল । মল্লিকা, দুইরূপ যুথিকা, কেতকী,
চম্পক, কুরুবক (কাঁটি) কুন্দ, পুন্নাগ (নাগকেশর বা শ্বেতোৎপল)
বকুল, পাটল (পারুল) অশোক, নীলপীত-শ্বেত ও রক্তবর্ণ পদ্ম,
কুমুদ (শ্বেত ও রক্তোৎপল) জবা, বন্ধুক (বন্ধুজীবকপুষ্প)
করবীরদ্বয়, কুম্ভকুম্, কেশর (নাগেশ্বর চম্পক) কিংশুক (পলাশ)
মুনিদ্বয় (শ্বেত রক্ত বক পুষ্প) কুসুম্ভ, জাতী, নন্দ্যাবর্ত (তগর)
কুদ্ধক (শ্বেতখদিরাদি) অটরুধক (বাসক) অতসী, শমীপুষ্প

আরণ্যানি চ প্রশস্তানি । মল্লিকাহোরাত্রং নিবেদ্যা । শম্পাক
যুথিকেরাত্রৌ । নন্দ্যাবর্তমর্দরাত্রৌ । প্রাতর্মালতী । ইतराणि
दिवा । जात्यादि पुष्पमालावितानानि च প্রশস্তানি ॥ ২৬৬ ॥

অথ বিশেষ নিষিদ্ধানি ।

অর্ক-ধুস্তুর-শাল্মলী-শিরীষ-কপিথ-বিভীতক-করঞ্জ-কাঞ্চনার
কূটজ-কোরটকাদীনি । করবীরদ্বয়ং গৃহে নিষিদ্ধং । “ন গৃহে
করবীরস্থৈঃ কুসুমৈরর্চয়েদ্রিমিতি ।” ন চাত্র করবীরকুসুমৈ-
গৃহে ন হরিমর্চয়েদিত্যশ্বয়ঃ শঙ্কনীয়ঃ শিষ্টাচারবিরোধাৎ অতো
গৃহে জাতং যৎ করবীরদ্বয়ং তৎস্থৈরिति যোজনীয়ং । বন্ধুক

(শাঁইবাবলা) কর্ণিকার, কোবিদার (কাঞ্চন) নাগকেশর, ত্রিসন্ধ্যা,
কদম্ব, শতপত্র, বাণ (নীলঝাঁটি) ভূত, অতিমুক্তক (মাধবী) প্রভৃতি
পুষ্প সকল অতি প্রশস্ত । বনোদ্ভবপুষ্প প্রশস্ত । সমস্ত মল্লিকাই
অহোরাত্র নিবেদনযোগ্য । শম্পাক অর্থাৎ সোঁদাল ও যুথিকা
রাত্রিতে নিবেদনযোগ্য । নন্দ্যাবর্ত অর্ধরাত্রৌ, প্রাতঃকালে মালতী
ও অন্যান্য পুষ্পসমূহ দিবায় নিবেদন করিবে । জাতীশমী প্রভৃতি
পুষ্প সকল শয্যার নিমিত্ত প্রশস্ত । অথ বিশেষ নিষিদ্ধ পুষ্পসকল ।
অর্ক (আকন্দ) ধুস্তুর, শাল্মলী (শিমুল) শিরীষ, কপিথ, বিভীতক
(বয়ড়া) করঞ্জ (করম্ভা) কাঞ্চনার, কূটজ (কুরচি) ও কোরটক
(কুঁড়ি) প্রভৃতি কুসুম সকল নিষিদ্ধ । গৃহজাত করবীরদ্বয় নিষিদ্ধ ।
গৃহকরবীরস্থ পুষ্পদ্বারা হরিকে অর্চনা করিবে না । এস্থলে করবীর
পুষ্পদ্বারা গৃহে হরিকে পূজা করিবে না, এই অশ্বয় শঙ্কা করিও না,
যেহেতু ইহা সদাচার বিরুদ্ধ । অতএব গৃহে জাত যে দুই করবীর
সেই পুষ্পদ্বারা হরিকে পূজা করিবে না, এইমত অশ্বয় যোজনা
করিতে হইবেই হইবে । বন্ধুক-করবীর কোনক্রমেই গৃহে রোপণ
করিবে না । বন্ধুক জবা প্রভৃতি পুষ্প নিষেধ কেবল বিহিত পুষ্পের
অলাভ অভিপ্রায়ে জানিতে হইবে । বিহিতের অলাভ হইলে

করবীরে চ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিদিতি । বন্ধুকজবাদি
নিষেধস্তু কেবলবিহিতপুষ্পালাভাতিপ্রায়েণ । “বিহিত প্রতি-
ষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোহর্চয়েদিতিপত্রাণি আমলকী-মুনি-বিল্ব-
শমী-কুশ-চূতাদিভবানি । অক্ষুরাশ্চ দুর্ব্বাক্সুরাদয়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

বিহিতকুশমালাভে ওদ্ভূপুষ্পাদিনাত্বপি ।

অর্চয়েদ্ভগবদ্বিষ্ণুং ব্রাহ্মণো বিষ্ণুতৎপরঃ ।

বিল্বপত্রং শমীপত্রং কুশপত্রঞ্চ বৈষ্ণবঃ ।

নার্পয়েদ্ধরয়ে ভক্তাঃ নাতিশস্তং বিধানতঃ ॥ ২৬৮ ॥

মৃদাসনঃ কুশকরো বৈষ্ণবো ন ভবেদ্বিজ ।

ইত্যাদিমুনিবাক্যন্তু প্রমাণমেব তত্র হি ॥ ২৬৯ ॥

প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশং ।

জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা ।

অবচাযোত্তরে কালে জ্যৈষ্ঠমেতদ্বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭০ ॥

বিহিত প্রতিষিদ্ধ দ্বারা পূজা করিবে । যে সকল পুষ্প শাস্ত্রে বিহিত
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যেও আবার যে সকলের
নিষেধ করিয়াছেন, বিহিত পুষ্পের অভাবে ঐ সকল বিহিত মধ্যে নিষিদ্ধ
পুষ্প গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু যে সকল পুষ্প একবারে নিষিদ্ধ,
সে সকল পুষ্প কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারিবে না । আমলকী,
মুনি, বিল্ব, শমী, কুশ ও চূতাদিজনিত পত্র সকল পূজায় প্রশস্ত ।
অক্ষুর অর্থাৎ দুর্ব্বাক্সুরাদি পূজাকার্য্যে প্রশস্ত । ২৬৭ । বিহিত
পুষ্পের অলাভে বিষ্ণুতৎপর ব্রাহ্মণ জবাপুষ্পাদি দ্বারা ভগবান্
বিষ্ণুকে পূজা করিবেন । অত্যন্ত প্রশস্ত বিধি নহে বলিয়া বৈষ্ণব
ব্যক্তি হরিকে বিল্বপত্র শমীপত্র ও কুশপত্র অর্পণ করিবে না । ২৬৮ ।
হরিপূজায় মৃদাসন ও কুশকর বিহিত নয় । ইত্যাদি মুনিবাক্য
তথায় প্রমাণ আছে । ২৬৯ । জাতীপুষ্প এক প্রহরকাল থাকে ।
করবীর দিবারাত্রি । পদ্ম সপ্ত রাত্রি । বক ছয়মাস পর্য্যন্ত থাকে ।

অথ বস্ত্রধারণবিধিঃ ।

অধোতং কারুধোতং বা পরেছ্যধোতমেব বা ।
 কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কোপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ ।
 ন চার্দ্ৰমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ।
 নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্রাৎ নগ্নশ্চাৰ্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ ।
 নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্রান্নগ্নোরন্তপটস্তথা ।
 নগ্নশ্চ শূতবস্ত্রঃ স্রান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা ।
 দ্বিকচ্ছোহনুভরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ ।
 একবস্ত্রো ন ভূঞ্জীত ন কুর্যাদেবতার্চনং ।
 শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তকৈব বিবর্জয়েৎ ।
 ধোতাধোতং তথা দন্ধং সন্ধিতং রজকাহতং ।
 শুক্রমূত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি ।
 অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ ।
 চতুর্গাং ন কৃতো দোষো ব্রাহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ২৭১ ॥

চয়নের পর হইতে এই নিয়ম জানিতে হইবে । ২৭০ । অনন্তর বস্ত্র
 ধারণ ব্যবস্থা বলিতেছেন । অধোত, রজকধোত, পরদিবসধোত,
 কাষায়, মলিনবস্ত্র ও কোপীন পরিধান করিবে না । আর্দ্ৰ (ভিজা)
 বসন কখন পরিধান করিবে না । যাঁহার বস্ত্র মলিন তিনি উলঙ্গ,
 যাঁহার বসন সাধারণ পরিমাণে অর্দ্ধ তিনি উলঙ্গ, যাঁহার দ্বিগুণবসন
 তিনি উলঙ্গ, যাঁহার রক্তান্বর তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বস্ত্র পঙ্কঘত ও
 পঙ্কদুগ্ধ লিপ্ত তিনি উলঙ্গ, যিনি দ্বিকচ্ছ তিনি উলঙ্গ, যাঁহার উত্তরীয়
 হীন বসন পরিধান তিনি উলঙ্গ ও যাঁহার বস্ত্র পরিধান নাই তিনি
 দিগম্বর । একবস্ত্র পরিধানপূর্বক ভোজন ও দেবতার্চন করিবে
 না । সর্বদা শুক্লবসন পরিধান করিবে । কদাচ রক্তবস্ত্র পরিধান
 করিবে না । মেঘলোমজাত বস্ত্র ধোত হউক বা অধোত হউক,
 দন্ধ হউক, বা সন্ধিত (সেলাইকরা) হউক, রজকের গৃহ হইতে

দিবসস্ত দ্বিতীয়েংশে বেদাভ্যসনমাচরেৎ ।
 মীমাংসাতর্কধর্মার্থশাস্ত্রাদীনামপি দ্বিজঃ ।
 সালঙ্কারঃ স্বচ্ছমনাঃ সংপশ্যেন্নঙ্গলাফটকং ।
 গোভূবিপ্রান্মুহেমদ্যুমণিস্নেহ নৃপানিতি ।
 ইতি দ্বিতীয় যামার্ককৃত্যং ॥ ২৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বগবদ্বক্তানুচর শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামি-
 বিরচিতায়াং শ্রীশ্রীহরিভক্তিতরঙ্গিন্যাং
 দ্বিতীয়স্তরঙ্গঃ ॥ ২ ॥

আনীত হউক, কিম্বা শুক্ল-মূত্র-বিষ্ঠা লিপ্ত হউক, তথাপি পরম
 পবিত্র । পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা অগ্নি, মেঘলোমজাতবসন, ব্রাহ্মণ এবং
 কুশ এই চারিকে অপবিত্র করেন না, অর্থাৎ এই চারিতে দোষার্পণ
 করেন নাই । ২৭১ । দিবসে দ্বিতীয়ভাগ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয়
 যামার্ক বেদপাঠ করিয়া মীমাংসা, তর্ক, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রাদির
 আলোচনাপূর্বক কুণ্ডলাদি ভূষণে ভূষিত হইয়া শুদ্ধমানসে গো,
 ভূমি, ব্রাহ্মণ, তীর্থোদক, কাঞ্চন, সূর্য্য, স্বত ও রাজাকে দর্শন
 করিবে । ইহাকেই মঙ্গলাফটক কহে । এই দ্বিতীয় যামার্ক কৃত্য । ২৭২ ।

শ্রীমদ্বগবদ্বক্তানুচর-শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামি বিরচিত

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-তরঙ্গিনীর দ্বিতীয়

তরঙ্গ সম্পূর্ণ হইল ॥ ২ ॥